উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৬,৬১৯.৩৩ (-৪২৩.৪৯)

নিফটি : ২৩,২০৩.২০ (-১০৮.৬০)

বয়স জানতে হাড়ের পরীক্ষা
হাড়ের পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ। ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তিন বাংলাদেশির মধ্যে একজনের বয়স ঠিক করতে এই আদেশ আদালতের। এই নির্দেশ দিলেন বিচারক। ৫

বকুনির ভয়ে অপহরণের গল্প
চাঁচলের একটি গার্লস হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়ার বাছাই পর্ব ছিল। পিকনিক চলায় হিন্দি গানের তালে নাচছিল দুই ছাত্রী। পরিচিত তরুণ ভিডিও করে বাড়ি পাঠানোর ভয় দেখায়। ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	২৩°	২৫°	২৩°	২৬°
সর্বনিম্ন	১২°	১৩°	১২°	১১°

আদালতের নির্দেশে ঘরে ফিরছেন অজয়
১ বছর ধরে বাড়িছাড়া মালদার উত্তর বালুচর এলাকার বাসিন্দা অজয়প্রসাদ কেশরী। অভিযোগ, গতবছর ১ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা চালায়। পুলিশি নিরাপত্তা চান তিনি। ১০

৪ মাঘ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 18 January 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 240

সাদা চোখে সাদা কথায়

নেতা-পুলিশ নিরাপদ নয়, যেন ভয়ের রাজত্বে বাস

গৌতম সরকার

ওরে, শান্তি কোথায় পাবি! শান্তি কোথাও নেই! কে যে কখন কাকে টসকে দেয়! যেমন দিল বাবলা সরকারকে। পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ নাকি তাঁর ভাগ্যে ঝুলছিল। পদপ্রাপ্তি দূরে থাক, জীবনটাই চলে গেল। শুনেছি, ড্রাইভার তাঁকে গাড়ি থেকে নামতে বারণ করেছিলেন। বাবলা শোনেননি। বলেছিলেন, কে আবার কী করবে? নিজের খাসতালুকে দিনের আলোয় বন্দুক নিয়ে কেউ তাঁকে তাড়া করবে, স্বপ্নেও ভাবেননি বোধহয়।

না ভাবারই কথা! রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধিরা জনতার মাঝে সুরক্ষিত থাকবেন- সেটাই তো প্রত্যাশিত। তত্ত্বকথায় আছে, মাছ জলে নিরাপদ, নেতা-জনপ্রতিনিধিরা মানুষের মাঝে। এসব প্রবচন অবশ্য এখন তামাদি। বিশ্বস্ত কেউ নেই। এমনকি দলীয় সহকর্মীও ঘোর শত্রু হয়ে যেতে পারেন। এমন শত্রু, যিনি জান নিতেও পরোয়া করেন না। নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি তো বাবলার বন্ধু ছিলেন। দলেও দীর্ঘদিন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ।

বাবলাকে খুনে নরেন্দ্র জড়িত প্রমাণ হলে বুঝতে হবে, প্রতিহিংসা কোন পর্যায়ে গেলে বন্ধুকে খুন করতে সুপারি দেওয়া যায়। সেই প্রতিহিংসার কারণ রাজনৈতিক বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবে কিন্তু ভিন্ন স্বার্থের ইঙ্গিত স্পষ্ট। পুলিশের তদন্তে সেই স্বার্থ প্রকাশ্যে আসবে কি না, বলা শক্ত। কারণ, স্বার্থটা বেআব্রু হলে অনেক বড় জায়গায় ঘা লাগতে পারে।

বড় জায়গায় ঘা অনেক সময় রাজনীতিবিদরা এড়িয়ে চলেন। বাম আমলের দাপুটে মন্ত্রী কমল গুহ আত্মজীবনী লিখেছিলেন, 'আমার জীবন আমার রাজনীতি।' তাঁর ঘোষণামতো প্রথম খণ্ডের পর আর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। একদিন জানতে চেয়েছিলাম, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ কবে? কমলদার জবাব ছিল, লেখা হয়ে আছে। কিন্তু প্রকাশিত হলে অনেক বন্ধু বেজার হবে। জীবদ্দশায় তিনি আর কোনও 'বন্ধু'কে বেজার করেননি। করলে হয়তো অনেক কঠিন বাস্তব সামনে আসত।

বাবলাকে খুনের ১২ দিনের মাথায় আরও এক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেই মালদা জেলায়। নিহত কালিয়াচকের এক তৃণমূল কর্মী। কতটা নৃশংস হলে মাথা ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করা যায় ভাবুন তো! ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন আরেক তৃণমূল কর্মী জাকির শেখ। রায়গঞ্জ পুরসভার এরপর দশের পাতায়

ডিজির সঙ্গে দেখা করে ফিরছেন নিহত বাবলার স্ত্রী চৈতালি সরকার। শুক্রবার। - অরিন্দম বাগ

ডিজি আসতেই গ্রেপ্তার জাকির

সেনাউল হক ও অরিন্দম বাগ

কালিয়াচক ও মালদা, ১৭ জানুয়ারি : যদুপুরে তৃণমূল নেতা আতাউর শেখ ওরফে হাসা খুন কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত জাকির শেখকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। শুক্রবার একটি গোপন ডেরা থেকে তাকে ধরা হয়। রাজ্য

সাক্ষাৎ চৈতালির সঙ্গে

পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এদিন মালদা সফরে এসে দুপুরে হঠাৎই কালিয়াচক থানায় পৌঁছান। সন্ধ্যায় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জাকিরকে গ্রেপ্তারের কথা প্রকাশ্যে আনা হয়। ডিজি এদিন নিহত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকার ও ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান এরপর দশের পাতায়

রায়গঞ্জের পুর প্রশাসককে ফোনে গুলির ভীতি প্রদর্শন

খুনের হুমকি, ধৃত ১

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : মালদায় তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি বাবলা সরকার খুনের রেশ কাটতে না কাটতে ফের রায়গঞ্জ পুরসভার পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাসকে গুলি করে খুনের হুমকি। আর সে ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের জালে ধরা পড়ল একজন।

শুক্রবার বিকেলে রায়গঞ্জ থানায় নির্দিষ্ট ফোন নম্বর দিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রায়গঞ্জের পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস। সঙ্গে ছিলেন উপ পুর প্রশাসক অরিন্দম সরকার সহ রায়গঞ্জ পুরসভার একাধিক কোঅর্ডিনেটররা।

অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই হুমকির ঘটনায় একজনকে ভাটোল থেকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ভাস্কর ধারা, বাড়ি রায়গঞ্জ থানার ভাতুন গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত রায়গঞ্জের জগদীশপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের কম্পিউটার শিক্ষক।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় পুলিশের তরফে তদন্ত করার পাশাপাশি জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও সাইবার ক্রাইম থানা তদন্তে নামে। ফোন নম্বরটি কার, কোথা থেকে ফোন করা হয়েছে, ফোনটি কোন কোম্পানির, সমস্ত তথ্য জোগাড় করে সাইবার ক্রাইম থানা। পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার আগেই বলেছিলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। যত দ্রুত সম্ভব অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' এরপর দশের পাতায়

ইউটিউব দেখে অপারেশন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : 'ইউটিউব'-এ অপারেশনের ভিডিও চালিয়ে চলছে রোগীর অস্ত্রোপচার। বাস্তবে এমনই নজিরবিহীন ঘটনা ঘটছে উত্তরবঙ্গের একাধিক মেডিকেল কলেজে। জুনিয়াররা অপারেশন করেন ইউটিউব দেখে। কর্মক্ষেত্রে আট ঘণ্টা কাজ করতেই হবে। প্রতিটি অপারেশনের সময় সিনিয়ার ডাক্তারদের অপারেশন থিয়েটারে উপস্থিত থাকতেই হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বাস্থ্যসচিবকে পাশে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এর আগেও বহুবার এমন নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে উত্তরবঙ্গের কোনও মেডিকেল কলেজেই সব ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হয় না। এখানে 'ইউটিউব'-এ অপারেশনের ভিডিও চালিয়ে দিয়ে জুনিয়াররা অপারেশন করেন বলে অভিযোগ। এমনই বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে। চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, বিশেষ করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে সিনিয়ারদের

সিনিয়ারদের ফাঁকির জের

ফাঁকিবাজি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেখানে সিনিয়ার রেসিডেন্টস (এসআর), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) এমনকি বিভিন্ন বর্ষের পড়ুয়ারা সিনিয়ারদের অনুপস্থিতিতে অপারেশন করতে বাধ্য হন। ফলে তাঁদের কাছে মোবাইলে ভিডিও চালিয়ে অপারেশন করা ছাড়া কিছু করার থাকে না। তবে, আশ্চর্যজনকভাবে অপারেশন থিয়েটারের রেজিস্টারে ওই অপারেশনে সিনিয়ার চিকিৎসকের নাম লিখে রাখা হয়। এটা জুনিয়াররা চাপের মুখে করতে বাধ্য হন বলে সূত্রের খবর। প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যসচিব নবান্নে বসে যেটা বলছেন, উত্তরবঙ্গের মেডিকেলগুলিতে সেটার বাস্তবায়ন হবে তো? উঠছে প্রশ্ন।

মালদা মেডিকেলের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও রায়গঞ্জ থেকে শুরু করে কোচবিহার- উত্তরবঙ্গের বাকি চারটি মেডিকেলে সিনিয়ার ডাক্তারদের ফাঁকিবাজি দীর্ঘদিন ধরে চলছে। বেশিরভাগ সিনিয়ার ডাক্তারই কলকাতা বা সংলগ্ন এলাকা থেকে এখানকার মেডিকেলগুলিতে কর্মরত রয়েছেন। এই চিকিৎসকদের অনেকেই সপ্তাহে পালা করে দুটি ভাগে ভাগ এরপর দশের পাতায়

ডাক্তারদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যু ও অসুস্থ হওয়ার ঘটনায় তদন্ত শুরু করল সিআইডি। বৃহস্পতিবার রাতেই মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় সিআইডি এই নিয়ে এফআইআর দায়ের করে। অভিযুক্ত ১২ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৫ ধারায় অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার সিআইডির ওই দল ফের কোতোয়ালি থানায় যায়। বৃহস্পতিবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, সিআইডি ওই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে। এদিকে ১২ সিনিয়ার ও জুনিয়ার ডাক্তারকে সাসপেন্ডের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মবিরতি শুরু করেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। শুক্রবার ওই কর্মবিরতি তাঁরা প্রত্যাহার করে নেন। তবে আন্দোলন তাঁরা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। এদিন জুনিয়ার ও সিনিয়ার ডাক্তারদের একটি প্রতিনিধিদল মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যায় ও জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে।

যে রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইনের কারণে এক এরপর দশের পাতায়

আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

নতুন বছরে মালদা দিয়ে উত্তরবঙ্গ সফর শুরু করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ জানুয়ারি রাতে তিনি মালদায় পৌঁছাবেন। পর দিন প্রায় চারশো কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন তিনি। অনুষ্ঠান হবে ডিএসএ স্টেডিয়ামে। সেই মঞ্চ থেকেই তিনি বিভিন্ন দপ্তরের উপভোক্তাদের হাতে সরকারি পরিষেবার সুবিধা তুলে দেবেন।

বিস্তারিত দশের পাতায়

অনুপ্রবেশে 'দালালি'র কমিশন ১ লক্ষ

সুবীর মহন্ত ও বিধান ঘোষ

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : মাথা পিছু একজন বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করালেই প্রায় ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত 'কমিশন'। ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হিলির উন্মুক্ত সীমান্তকে ব্যবহার করে এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বেশ কিছু দালাল। সীমান্তের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দালালরা ঠিক ফাঁকফোকর খুঁজে ভারতে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।

আর এই পেশাকেই বেছে নিয়েছেন হিলির বাসিন্দা কয়েকজন। এদের মধ্যে অন্যতম যমজ দুই ভাই। এই যমজ দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন কুশ বর্মন ধরা পড়ার পরই বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। পুলিশের চোখে ফাঁকি দিতে এই দুই ভাই দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তে নানা কায়দা করে চলেছে। কোনও অপরাধমূলক ঘটনায় এক ভাই ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে আর এক ভাইয়ের নাম করে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে এই দুইজনেরই। তবে এবারে কুশ বর্মন ধরা পড়তেই তার ভাইয়েরও খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় এক দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশিদের ভারতে প্রবেশ করানো হত। এরপর ওই বাংলাদেশের জাল নথিপত্র তৈরি করে ভারতের বিভিন্ন এলাকায়

বৃহন্নলার গ্রেপ্তারের পর আটক আরও ৩

পাঠানো হত। গত ১৪ জানুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে এক বৃহন্নলাকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। তাকে হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলে আদালতের মাধ্যমে তাকে নিজেদের হেপাজতে নেয় পুলিশ।

ধৃত বৃহন্নলার নাম বিজলি মণ্ডল ওরফে আলিম (৩৬)। সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও কীভাবে সহজেই ওই বৃহন্নলা ভারতে প্রবেশ করেছিল, তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় গোয়েন্দারা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, হিলির ডুমরণ এলাকার বাসিন্দা কুশ বর্মন নামে এক দালালের মাধ্যমে সে এদেশে এসে গোপন ডেরায় আশ্রয় নেয়। এরপর হিলির বাসিন্দা তথা কম্পিউটার দোকানি মিজানুর রহমান নামে এক ব্যক্তি তার এরপর দশের পাতায়

মৌচাকে বাজের ছোঁ, জখম তিন

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি: বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ঢুকলেই চোখে পড়ে পাঁচতলার চাতালে রয়েছে মৌচাকটি। শনিবার দুপুরে হঠাৎই সেই মৌচাকে ছোঁ মারে বাজ পাখি। একবার-দুবার নয়, সাত-আটবার মৌচাকে আঘাত করে ওই পাখি। এরপর ভেঙে যাওয়া মৌচাক থেকে রোগীর আত্মীয়দের উপর হামলা চালায় মৌমাছিরা। বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সেই মৌমাছির হামলায় প্রায় ৪-৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

মৌমাছির কামড়ে আক্রান্ত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে। অনেকে মৌমাছির হাত থেকে বাঁচতে নীচে শুয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালের কর্মীরা পিপিই কিট ও মাথায় হেলমেট পরে সকলকে উদ্ধার করে। এবং হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে হাসপাতালে তিনজন ভর্তি রয়েছেন। ঘটনায় হাসপাতালের সব জানলা ও সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আতঙ্কের মধ্যেই ডিউটি করছেন নিরাপত্তারক্ষী থেকে অন্য কর্মীরা।

এদিন দুপুরের পর থেকে মৌমাছির হানায় হাসপাতালে ঢুকতে ও বেরোতে পারেননি রোগীর পরিজন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বালুরঘাট হাসপাতালে আসা অমিত মণ্ডল নামে এক রোগীর পরিজন বলেন, 'হাসপাতালে এসে দেখি মৌমাছি তাড়ানো হচ্ছে। অনেকে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। একজন পিপিই কিট ও হেলমেট পরে তাদের উদ্ধার করছে।'

অ্যাম্বুল্যান্স চালক শাহ আলম মিয়াঁ'র কথায়, 'আমি তখন গাড়িতেই রয়েছি। দেখি দুজন মাটিতে পড়ে আছে। তাদের উপর চাদর দিয়েছিল কেউ।' বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগের বক্তব্য, 'দশতলা ভবনে কয়েকটা মৌচাক রয়েছে। আজ একটা মৌচাক থেকে মৌমাছি সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করে। মৌমাছির কামড়ে বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তিনজন।'

রোগীর শরীরে পড়ে গজ ও তুলো

নার্সিংহোম, চিকিৎসককে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : প্লীহায় অস্ত্রোপচারের পর শরীরের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল গজ, তুলো। যা থেকে পরে জটিল সমস্যা তৈরি হতে থাকে। স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ১৫ বছরের রোগীকে চরম বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এরপর চিকিৎসক এবং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা করে সেই কিশোরের পরিবার। প্রায় নয় বছর পর সেই মামলার রায় এল বৃহস্পতিবার। শেষমেশ শিলিগুড়ির খালপাড়ার ওই নার্সিংহোম এবং চিকিৎসক বিবেক সরকারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ রোগীর পরিবারকে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের বিচারক।

২০১৫ সালে অরুণ বেণিকে শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন রাজগঞ্জের বেলাকোবার বাসিন্দা গোবিন্দচন্দ্র বেণি। পেশায় রাজ্য সরকারি কর্মচারী গোবিন্দ ছেলেকে খালপাড়ার ওই নার্সিংহোমে বিবেকের কাছে চিকিৎসা করানোর সিদ্ধান্ত নেন। বিভিন্ন পরীক্ষার পর বিবেক গোবিন্দকে জানান, অরুণের প্লীহায় অস্ত্রোপচার করতে হবে। সেই মোতাবেক তখনই অস্ত্রোপচার হয়।

এরপর ছেলেকে নিয়ে রাজগঞ্জে ফিরে যান গোবিন্দ। কিন্তু এক সপ্তাহ পর থেকে অরুণের নিয়মিত বমি ও পেটে ব্যথা শুরু হয়। তাই অরুণকে ফের ওই নার্সিংহোমে নিয়ে যান বাবা। কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। কয়েকমাস পেরিয়ে গেলেও অরুণ সুস্থ না হওয়ায় ছেলেকে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান বাবা। সেখানে চিকিৎসক এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে দেখতে পান, অরুণের যকৃতের কাছে কিছু রয়েছে। অস্ত্রোপচার করে ওই কিশোরের পেট থেকে তুলো, গজ বের করা হয়।

এরপর ২০১৬ সালে পরিবারের তরফে ওই নার্সিংহোম এবং বিবেকের বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা করা হয়। আদালতের বিচারক অপূর্ব ঘোষ বলেন, 'মাটিগাড়ার ওই নার্সিংহোমের চিকিৎসকের রিপোর্টের ভিত্তিতে খালপাড়ার নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসককে যৌথভাবে অস্ত্রোপচার বাবদ ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং হয়রানির জন্য আরও ১ লক্ষ টাকা, মামলা লড়ার জন্য ১০ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

এই রায়ে খুশি বেণি পরিবার। তবে শারীরিকভাবে ছেলের দুর্বলতা পুরোপুরি না কাটায় গোবিন্দর দুশ্চিন্তা কাটছে না। তিনি বলেন, 'ছেলের বয়স এখন ২৫। পেটের মধ্যে তুলো, গজ অনেকদিন ছিল। তাই খাদ্যনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।'

রায়ের পর বিবেক এবং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কার্যত দায় এড়ানোর চেষ্টা করেন। বিবেক বলেন, 'বিষয়টি ততটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে রায়ের বিষয়টি জানা নেই। শরীর খারাপ হওয়ায় বাড়িতে রয়েছি।' নার্সিংহোমের দায়িত্বে থাকা নরেশ সিংলার বক্তব্য, 'রায়ের বিষয়টি খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি।' এরপর একাধিকবার নরেশকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

প্লীহায় অস্ত্রোপচার

- ২০১৫ সালে এক কিশোরের প্লীহায় অস্ত্রোপচার হয়
- তারপর থেকে বমি, পেট ব্যথা হতে থাকে তার
- পরে জানা যায় তার শরীরে গজ, তুলো রয়ে গিয়েছে
- ২০১৬ সালে নার্সিংহোম এবং চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা
- সেই মামলার রায়ে রোগীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

বিক্রয়

Land for sale near Shahudangi Rs. 4.5 Lak per katha, 9832060869, 9832014897.

শিলিগুড়ির সুকান্তনগরে আড়াই কাঠা জমি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। ফোন- 7364073795. (C/114499)

ধূপগুড়ি কলাহাটিতে MADO বাজারের নিকট দোকানঘর এবং কদমতলায় ২১ ডেসিমেল বাস্তুজমি বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি সত্বর যোগাযোগ করুন। M-9832033162. (A/B)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+ বয়স 30-45 পুরুষ বা মহিলা অতি সত্বর, অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M-9679967639. (C/114504)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB7320030025057 এ আমার ও আমার বাবার নাম ভুল থাকায় 9/01/25-এ শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ajay Roy ও পিতা Lt. Bipin Roy করা হল। (C/114494)

কর্মখালি

মহিলা কর্মী চাই, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য (দিবা-রাত্রি), বয়স- ২০ থেকে ৩৫-এর উর্ধ্বে নহে, একজনবিশিষ্ট বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির কেয়ারটেকারের কাজ (রান্না বাদে), বেতন মাসিক ১৫ হাজার, থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। যোগাযোগঃ- ডঃ শাস্ত্রী ৯০০২০০৪৪১৮, গ্রিন ভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে, উপরোক্ত মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে সত্বর ফোটো, বায়োডাটা পাঠাতে হবে।

Office Computer Operator Required

Male/Female Back Office Computer Operator Required. Qualification : B.Com, Salary : 12000/- month, Duty Hours : 10:30 A.M.-9 P.M. (with break). Send CV : pmi102301@gmail.com

Affidavit

I Rakesh Singh, S/o. Late Shibshankar Singh residing at Paresh Nagar, Ward No. 44, P.O. Sevoke Road, P.S. Bhakti Nagar, Dist. Jalpaiguri, West Bengal shall henceforth be known as Rakesh Kumar Singh as declared before the Notary Public at Siliguri Court West Bengal vide affidavit No. 79AB 988006 Dated 17/01/2025. Rakesh Singh and Rakesh Kumar Singh both are same and identical person. (C/114509)

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Age/ DOB	Sex	Details (Height/ Weight and Complexion)	Photo
Unknown (Abandoned)	New Born Baby Boy (Date of Admission - 27/11/ 2024)	Male	Height : 49 CM Weight : - 3.070 Grams Complexion- Brown Skin Eye Colour- Black Hair Colour- Black	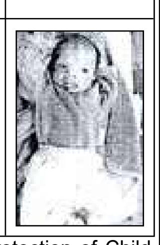

At present the Child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Jalpaiguri at Siliguri District Hospital, Siliguri. Any legal claimant of this child may contact within 60 days in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling
Office of the District Magistrate, Kutchery Compound, Darjeeling
&
Child Welfare Committee, Jalpaiguri Korok Observation & Juvenile Home, Racecourse Para, Jalpaiguri

বাগান কন্যাকে জার্সি প্রশাসনের

বর্ষা ওরাওঁয়ের হাতে খেলার সামগ্রী তুলে দিলেন বিডিও। শুক্রবার।

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : চা বাগানের কন্যা মধ্যপ্রদেশ পাড়ি দিলেন ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ-২ খেলতে। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশে রওনা দেন তরুণী ফুটবলার। তার আগে জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের বর্ষা ওরাওঁয়ের হাতে সদরের বিডিও জার্সি, ফুটবল তুলে দিলেন। বর্ষা বললেন, 'পরিবার এবং কোচের সাপোর্টে আমি এতদূর এসেছি। ফুটবল খেলা আমার কাছে অক্সিজেন। সারাজীবন ফুটবলকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই।'

বাবাকে হারিয়েছেন সেই ছোট্টবেলায়। কালিয়াগঞ্জ উত্তমেশ্বর হাইস্কুলে পড়াশোনা নবম শ্রেণি পর্যন্ত। ছোট থেকে দিদিদের ফুটবল খেলতে দেখে তাঁরও ফুটবল খেলার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। শুরু হয় নিজের লক্ষ্যের দিকে পায়ে পায়ে এগোনোর লড়াই। সংসারের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। মাকে সাহায্য করতে চা পাতা তুলতে যেতেন মাঝেমধ্যেই। এরই সঙ্গে চলত ফুটবল প্রশিক্ষণ। কিন্তু পরিশ্রম করলে সাফল্য আসতে বাধ্য। এর আগে কন্যাশ্রী কাপে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন বর্ষা। এবার সুযোগ এল মধ্যপ্রদেশে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ-২ খেলার। কিন্তু আর্থিক অনটনের সংসারে খেলার জন্য টাকা, জার্সি, ফুটবল কেনাটা একপ্রকার অসম্ভব। সেই খবর সদর ব্লক প্রশাসনের কাছে পৌঁছোয়। এগিয়ে আসে প্রশাসন।

শুক্রবার সদরের বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, 'বর্ষায় এই যাত্রায় ওকে শুভকামনা জানাই। এদিন ওর মনোবল বাড়াতে খেলাধুলোর কয়েকটি সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। বর্ষা আমাদের এলাকার মেয়ে, তাই এটা আমাদের কর্তব্য।' বর্ষা ভালোভাবে খেলে শহর তথা জেলার নাম উজ্জ্বল করুক, এটাই চান তাঁরা।

বর্ষার কোচ অমিত রায় জানালেন, বিনামূল্যে কোচিং করালেও কোনওরকম ফাঁক রাখেননি। তাঁর কথায়, 'বর্ষার এই সাফল্য আগামীদিনে আরও অনেক মেয়েকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বর্ষা ছাড়াও ধূপগুড়ির আমগুড়ির সোনু তান্ত্রিও সুযোগ পেয়েছে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ-২'তে খেলার।'

শিয়ালদহ-বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ-পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ ও হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করবে

শিয়ালদহ ডিভিশনে কিমি ৭/৫৮ - ৮/২ -তে ব্রিজ নং. ১৫ সিসিআর -এর স্টীল গার্ডার প্রতিস্থাপন করে আরসিসি বক্সের মাধ্যমে বালিঘাট - বালি হল্ট -এ রোড আন্ডারব্রিজ নির্মাণ সম্পর্কিত কাজের জন্য, নিম্নলিখিত দুই জোড়া ট্রেন নিম্নোক্ত সূচি অনুসারে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ করবে এবং হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করবে : (১) ১৩১৪৮ বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস বামনহাট থেকে ২২/০১, ২৩/০১, ২৪/০১ ও ২৫/০১/২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ করবে। (২) ১৩১৪৭ শিয়ালদহ - বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ২৩/০১, ২৪/০১, ২৫/০১ ও ২৬/০১/২০২৫ তারিখে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়া থেকে রাত্রি ৮টা ১০ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে। (৩) ২২২০২ পুরী - শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস পুরী থেকে ২৩/০১/২০২৫ ও ২৫/০১/২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়াতে যাত্রা শেষ করবে। (৪) ২২২০১ শিয়ালদহ - পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস ২৪/০১/২০২৫ ও ২৭/০১/২০২৫ তারিখে শিয়ালদহর পরিবর্তে হাওড়া থেকে রাত্রি ৮টায় যাত্রা শুরু করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

Public Notice
dtd. 18-01-2025

I am going to surrender my SEBI registration certificate as a Research Analyst with registration number INH300007651.

Arunabha Chakraborty
Jalpaiguri, West Bengal
9932533339/9932776287

INVITING APPLICATIONS FOR SELECTION TRIAL OF JALPAIGURI DISTRICT FOR STATE LEVEL STUDENT YOUTH FESTIVAL, 2025

Last date of submission of application form-24.01.2025 till 5 P.M. Date of selection trial-27.01.2025 & 28.01.2025, Venue-Chalsa Youth Hostel, Matiali Block, Jalpaiguri.

For more details and to download application form please visit- **https://jalpaiguri.gov.in**

W.B.C.A.D.C.
SILIGURI-NAXALBARI PROJECT
P.O. MATIGARA, DIST-DARJEELING
E-Tender Notice No. 09/2024-25
dt. 17.01.2025

WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for works/supply works : (A) Supply of Floating Fish Feed at Satvaiya Farm of WBCADC Siliguri-Naxalbari Project under RKVY
Programme : Quantity : 11 MT
The intending tenderers/Agencies are requested to inspect the website: www.wb.tenders.gov.in before quoting their rates from 19/01/2025

Sd/-
Office-in-Charge, Ph: 0353-2571404

JOBS

Applications are invited at Air Force School, Hasimara for the following posts :-

Sl. No.	Designation	Subject	No. of Posts	Salary
	Permanent on Probation			
(a)	PGT	Chemistry	01	Rs. 35,000 + DA (as admissible)
(b)	TGT	Science	01	Rs. 33,000 + DA (as admissible)
(c)	TGT	Health & Wellness Teacher	01	
(d)	TGT Female)	Games	01	
(e)	Librarian	--	01	
(f)	PRT	--	03	Rs. 28,500 + DA (as admissible)
(g)	Office Superintendent	--	01	Rs. 25,000 + DA (as admissible)
(h)	Accounts Assistant	--	01	Rs. 18,500 + DA (as admissible)
(i)	MTS (Male)	--	02	Rs. 13,000 + DA (as admissiale)
	On Contractual Basis			
Sl. No.	Designation	Subject	No. of Posts	
(a)	NTT	--	02	Rs. 18,000 (fixed)
(b)	Clerk	--	01	Rs. 14,500 (fixed)
(c)	Lab attendant	--	01	Rs. 14,000 (fixed)

Interested candidates are to check the eligibility criteria at www.afschoolhasimara.com and contact at mobile number – 8158019552 (between 09 AM to 03 PM from Monday to Saturday). All eligible candidates must submit their applications by post at following address :-

TO,
THE PRINCIPAL
AIR FORCE SCHOOL, HASIMARA
DIST - ALIPURDUAR (WB) PIN-735215

Applications must reach to above said address on or before **02 Feb 25**.

কাতার যাচ্ছেন বিমা এজেন্ট

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : কাতার কর্পোরেট কনভেনশনে প্রতিনিধিত্ব করতে ৮ ফেব্রুয়ারি ওই দেশে যাচ্ছেন জলপাইগুড়ি বিভাগের চিফ লাইফ ইনসুরেন্স (এলআইসি) অ্যাডভাইজার রণজয় দাম। তারপর তিনি মেলবোর্ন ও সিডনির কর্পোরেট কনভেনশনেও অংশ নেবেন। রণজয় কাতারের ওই কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি।

রণজয় দাম।

উচ্ছ্বসিত রণজয় বলেন, 'জীবনবিমাতে অনেক কাজ রয়েছে। সরকারি চাকরির আশায় না থেকে স্বাধীনভাবে জীবনবিমাতে কাজ করা যেতে পারে। সেই সন্ধান যাঁরা পেতে চান তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

রণজয় প্রতি বছর পাঁচ কোটি টাকার ব্যবসা করেন। তিনি ৫০ জনের কর্মসংস্থান করে দিয়েছেন। রণজয় ইতিমধ্যেই লস অ্যাঞ্জেলেস, লন্ডন সহ শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর ও কম্বোডিয়ায় মতো শহরে এলআইসি'র প্রতিনিধি হয়ে কর্পোরেট কনভেনশনে অংশ নিয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসের জন্য ই-অকশন প্রোগ্রাম

নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫ তারিখ ১৭.০১.২০২৫। চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার /এডমিন, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে :

ক্রম নং.	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ			
১.	বিএসওয়াই ডিপো	বিএসওয়াই ডিপো, এইচডব্লিউএইচ ও এএসএন ডিভিশন	০৭.০২.২০২৫	১৩.০২.২০২৫	২০.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫
২.	এইচএলআর ডিপো	এইচএলআর ডিপো ও এসডিএইচ ডিভিশন	০৫.০২.২০২৫	১২.০২.২০২৫	১৯.০২.২০২৫	২৫.০২.২০২৫
৩.	জেএমপি ডিপো	জেএমপি ডিপো ও এমএলডিটি ডিভিশন	০৬.০২.২০২৫	১৪.০২.২০২৫	২১.০২.২০২৫	২৮.০২.২০২৫
৪.	এইচডব্লিউএইচ ডিভিশন	এইচডব্লিউএইচ ডিভিশন	০৬.০২.২০২৫	১৩.০২.২০২৫	১৮.০২.২০২৫	২৫.০২.২০২৫
৫.	এএসএন ডিভিশন	এএসএন ডিভিশন	০৫.০২.২০২৫	১২.০২.২০২৫	১৭.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫
৬.	এসডিএইচ ডিভিশন	এসডিএইচ ডিভিশন	০৭.০২.২০২৫	১৪.০২.২০২৫	২০.০২.২০২৫	২৬.০২.২০২৫
৭.	এমএলডিটি ডিভিশন	এমএলডিটি ডিভিশন	০৬.০২.২০২৫	১৩.০২.২০২৫	১৯.০২.২০২৫	২৮.০২.২০২৫

STORES-72/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

আর্থ ফ্রম স্পেস দুপুর ২.২৪ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ বলো দুগ্গা মাইকি, সন্ধে ৭.৩০ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ১০.৩০ মহাগুরু, ১.০০ কৃষ্ণা
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৩০ অগ্নি, সন্ধে ৭.৪৫ হাঙ্গামা, রাত ১০.৫০ কুলি
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ প্রতিদান, দুপুর ২.৩০ একান্ত আপন, বিকেল ৫.০০ তোমায় পাবো বলে, রাত ৯.৩০ অন্যায় অত্যাচার, ১২.৩০ পলাশের বিয়ে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রতিধ্বনি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জোশ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ এই অরণ্য
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.০০ আজহার, ২.৩০ বাদশাহ পহেলওয়ান, বিকেল ৪.৪৫ বাদভা রাসকাল, সন্ধে ৭.০০ বিবি নম্বর টু, রাত ৯.৪৫ চার্মস বন্ড
সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৮ ব্লু বিটল, ২.৪৩ জাস্টিস লিগ, বিকেল ৪.৪৯ ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, সন্ধে ৬.৩৯ গডজিলা, রাত ৯.০০ ইনফিনিট স্টর্ম, ১০.৪৬ জন উইক

কুলি রাত ১০.৫০ জলসা মুভিজ

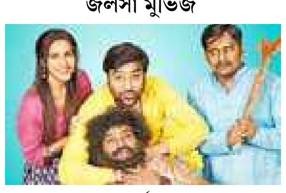

চার্মস বন্ড রাত ৯.৪৫ সোনি ম্যাক্স

ইনফিনিট স্টর্ম রাত ৯.০০ সোনি পিক্স এইচডি

জার্সি রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

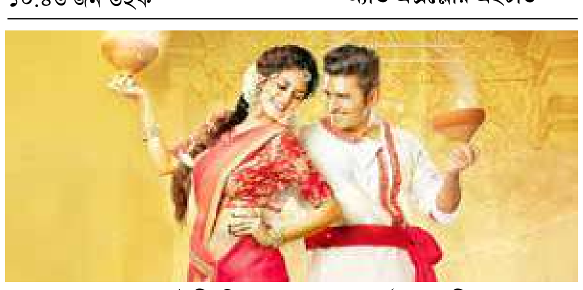

বলো দুগ্গা মাইকি বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। **বৃষ :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। সন্তানের চাকরির খবরে বাড়িতে আনন্দ। পেটের অসুখে সমস্যা। **মিথুন :** বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। **কর্কট :** মূল্যবান কাগজপত্র হারিয়ে যেতে পারে। খেলোয়াড়রা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। **সিংহ :** অন্যায় কাজে নিজের ভুলে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তিলাভ। **কন্যা :** হারিয়ে যাওয়া কোনও বন্ধুকে আজ খুঁজে পেয়ে আনন্দ। ঘাড় ও পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। **তুলা :** সামান্য কারণে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হতে পারে। চিকিৎসক ও অধ্যাপকদের জন্যে আজ শুভ দিন। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ নিতে হতে পারে। অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। **ধনু :** আজ কেউ আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি আগমন। **মকর :** শরীর নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। প্রেমে বাধা কাটবে। **কুম্ভ :** বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটতে পারে। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। **মীন :** বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ২৮ পৌষ, ১৮ জানুয়ারি ২০২৫, ৪ মাঘ, সংবৎ ৫ মাঘ বদি, ১৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১০। শনিবার, পঞ্চমী অহোরাত্র। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৩।২৭। শোভনযোগ রাত্রি ২।৫। কৌলবকরণ রাত্রি ৬।৩৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৩।২৭ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।০ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৩।২৭ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।৯ গতে ২।২৯ মধ্যে ও ৩।৫০ গতে ৫।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫০ মধ্যে ও ৪।৪৭ গতে ৬।২৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯। ৫৮ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৮ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১৬ গতে ১।৫৮ মধ্যে ও ২। ৫০ গতে ৪।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধান নিয়ে ঘরের পথে মহিলারা। শুক্রবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পঞ্চম ও সপ্তমের দুই ছাত্রী

বকুনির ভয়ে অপহরণের গল্প

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ১৭ জানুয়ারি : গল্পের মতো, কিন্তু সত্যি। প্রথমে বাড়িতে বকা খাওয়ার ভয়ে স্কুল পালানো, রাস্তা হারিয়ে ফেলা। তারপর বিপদ বুঝে সিভিকের কাছে আত্মসমর্পণ। এরপরই কাহানি মে টুইস্ট! পুলিশের জেরায় পড়ে ফিল্মি কায়দায় অপহরণের গল্প ফাঁদল চাঁচলের একটি হাইস্কুলের পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণির দুই ছাত্রী।

বৃহস্পতিবার চাঁচলের একটি গার্লস হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বাছাই পর্ব ছিল। সেজন্য শিক্ষিকারা ছাত্রীদের নিয়ে যান স্টেডিয়াম মাঠে। পাশেই পিকনিক হচ্ছিল। চলছিল হিন্দি গান। তাতেই কয়েকজন ছাত্রী নাচানাচি করে। শিক্ষিকারা বকা দেন। কিন্তু দুজন ছাত্রী লুকিয়ে স্টেডিয়ামের সিঁড়ির নীচে গিয়ে নাচতে থাকে। এক প্রতিবেশী তরুণ সেটা দেখে ফেলে ভয় দেখাতে বলে, নাচের ভিডিও করা হয়েছে। বাড়িতে সেই ভিডিও পাঠানো হবে।

আতঙ্কিত দুই ছাত্রী এরপর আর বাড়িমুখো হওয়ার সাহস পায়নি। মাঠ থেকে বেরিয়ে সামসী হাঁটা দেয়। এদিকে মেয়েরা বাড়ি না ফেরায় অভিভাবকরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। থানায় অভিযোগ জানান। এদিকে বেশ কয়েক ঘণ্টা হেঁটে সন্ধ্যার মুখে ভয় পেয়ে যায় ওই দুই ছাত্রী। ছাত্রীরাও দ্বিধায় পড়ে। রাতে কোথায় থাকবে? সঙ্গে পয়সা নেই, কী খাবে? মা-বাবার কথাও মনে পড়ে। কিন্তু বাড়ির রাস্তাও যে ভুলে গেছে! ভয় পেয়ে যায় ওরা, কান্নাও পায়। একবার মনে হয় কারোর সাহায্য নিয়ে বাড়ি যাবে। কিন্তু বাড়ি গেলে যে বাবার পিটুনি খাওয়ার ভয়। শেষ পর্যন্ত তারা অন্য ফন্দি আঁটে। দুই বান্ধবী যুক্তি করে অপহরণের গল্প তৈরি করে। তখন তারা মালতীপুরে। রাস্তায় কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে দেখতে পেয়ে তাদের কাছে গিয়ে সেই সাজানো অপহরণ কাণ্ডটা শোনায়। বলে কয়েকজন দুষ্টু লোক ওদের মুখে রুমাল চাপা দিয়ে একটা লাল রংয়ের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। একটা ঘরে আটকে রেখেছিল। একটা দরজা খোলা পেয়ে ওরা পালিয়ে এসেছে। সিভিককাকুরা যেন ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

প্রেক্ষাপট

- বৃহস্পতিবার চাঁচলের একটি গার্লস হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়ার বাছাই পর্ব ছিল
- সেজন্য শিক্ষিকারা ছাত্রীদের নিয়ে যান স্টেডিয়াম মাঠে
- পাশেই পিকনিক হচ্ছিল। চলছিল হিন্দি গান। তাতেই কয়েকজন ছাত্রী নাচানাচি করে। শিক্ষিকারা বকা দেন
- দুজন ছাত্রী লুকিয়ে স্টেডিয়ামের সিঁড়ির নীচে গিয়ে নাচতে থাকে
- এক প্রতিবেশী তরুণ সেটা দেখে ফেলে ভয় দেখাতে বলে, নাচের ভিডিও করা হয়েছে। বাড়িতে সেই ভিডিও পাঠানো হবে
- আতঙ্কিত দুই ছাত্রী এরপর আর বাড়িমুখো হওয়ার সাহস পায়নি। মাঠ থেকে বেরিয়ে সামসী হাঁটা দেয়

সিভিককর্মীরা দুই ছাত্রীকে তড়িঘড়ি থানায় নিয়ে যায়। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা থানায় আগে থেকেই হাজির ছিলেন। মেয়েদের দেখতে পেয়ে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। কিন্তু দুঁদে আইসি অপহরণের এই গল্পের মধ্যে একটু যেন ফাঁক দেখতে পান। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দুই ছাত্রীকে একটু চেপে ধরতেই সত্যিটা বেরিয়ে আসে। দুই নাবালিকা স্বীকার করে, বাড়িতে শাসনের ভয়েই তারা কিডন্যাপের গল্প বানিয়েছিল। ওদের মাথায় এই পরিকল্পনা এসেছিল, মোবাইলে ফেসবুকের ভিডিও দেখে। ব্যাপার বুঝে পুলিশকর্তার কঠোরতার খোলস মুছে যায়। শিশু দুটি সহ মা-বাবাদেরকে নিয়ে রীতিমতো কাউন্সেলিং করতে বসে যান তিনি। এরপর বাচ্চা দুই ছাত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আর এই ঘটনাতেই উঠে আসছে বড়সড়ো প্রশ্ন। বাবা-মা'র সঙ্গে কি মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে বাচ্চাদের? এক ছাত্রীর বাবার অকপট স্বীকারোক্তি, 'প্রয়োজন অনুযায়ী শাসন করি। তাই বলে এমন করবে বুঝতে পারিনি। যদি বড় বিপদ হয়ে যেত!'

চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডুর কথায়, 'ওদের কথা শুনেই বুঝেছিলাম, মিথ্যে বলছে। তারপর সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সবটা বুঝতে পারি। ওরাও নিজের মুখে তা স্বীকার করে নেয়। এই প্রবণতা বিপজ্জনক।' প্রধান শিক্ষিকা অসীমা ত্রিবেদীর বক্তব্য, 'ভয়ে মিথ্যা কথা বলার প্রবণতাটা ঠিক নয়। কোথাও বাড়ির সবার সঙ্গে মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে।'

চাঁচল কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ তুলিকা করের মত, 'শুধু শাসন করলে হবে না। ডিজিটাল যুগে বাবা-মায়ের সঙ্গে বাচ্চাদের মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। মোবাইল দেখে তারা অনেক কিছু শিখছে।'

অভিজ্ঞ মহলের কথায়, চাঁচলের এই ঘটনার দায় অভিভাবকদের। সন্তানের বিকাশে আরও যত্নবান না হলে বিপদ ঠেকানো কীভাবে সম্ভব? সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

সীমান্তে চরের কথা শুনতে যন্ত্রে কান

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১৭ জানুয়ারি : সীমান্তের ওপারে অন্ধকারে ফিশফিশিয়ে কথা বলে কারা? তারা কী বলছে, গোপনে অনুপ্রবেশ করতে চাইছে কি না, বোঝা মুশকিল। আবার দিনের বেলায় অকারণ চিৎকার চ্যাঁচামেচির মধ্যেও মিশে যায় প্রয়োজনীয় কথাগুলি। এবার থেকে সীমান্তের ওপারে প্রয়োজনীয় ফিশফিশানির শব্দ শুনতে পাবে যন্ত্রের 'কান'। কেউ গুপ্তচরবৃত্তি করলেও জানতে পারবে বিএসএফ জওয়ান।

বাংলা হোক বা বিদেশি যে কোনও ভাষা, মুহূর্তের মধ্যে হিন্দি বা ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে জওয়ানদের হাতে এসে যাবে। যন্ত্র এই 'খেল' দেখালে সীমান্তে নজরদারিও অনেকটাই সহজ হতে পারে। ওই সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে কলকাতায়। সম্প্রতি কলকাতায় একটি সেমিনারে সেই প্রসঙ্গ উঠে আসে। কলকাতারই একটি সাইবার প্রশিক্ষণ সংস্থা তৈরি করছে এই সফটওয়্যার।

সূত্রের খবর, মাস দুই আগে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কলকাতার ওই সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সীমান্তে টহল দিতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সামনে পড়েন বিএসএফ জওয়ান ও আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ান আর আধিকারিকরা। বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তের কিছুটা দূর থেকে কেউ গোপনে কথা বললেও অনেক সময় তা বোঝা সহজ হয় না। কেউ লুকিয়ে নজরদারির সময় নিজেদের মধ্যে অথবা মোবাইলে কথা বললেও তা বোঝা সম্ভব হয় না।

ফলে, কেউ চরবৃত্তির জন্য গোপনে কোনওভাবে সীমান্ত টপকানোর ছক কষলেও তার হদিস পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনেক সময় বিদেশি ইনফর্মার ও জঙ্গিরা কী কথা বলছে, তা জানতে

কীভাবে রহস্যভেদ

- যে কোনও ভাষা, মুহূর্তের মধ্যে হিন্দি বা ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে জওয়ানদের হাতে এসে যাবে
- ওই হার্ডওয়্যার যাতে ৫০ থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত যে কোনও শব্দ ধরে তা সফটওয়্যারকে দেয়, সেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে
- ওই সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে কলকাতায়। কলকাতারই একটি সাইবার প্রশিক্ষণ সংস্থা তৈরি করছে এই সফটওয়্যার

পারলে পালটা কৌশল তৈরি সহজ হয়। জওয়ানের সঙ্গে কথা বলে সাইবার বিশেষজ্ঞরা জেনেছেন, ওই সমস্যার মূলে রয়েছে বাইরের চ্যাঁচামেচি বা শব্দ। সেই শব্দ ঝর্ণা বা প্রাকৃতিক কোনও কারণে হতে পারে। আবার কোথাও জনসমাগম বেশি হলে সেই চ্যাঁচামেচির সঙ্গে প্রয়োজনীয় গলার স্বর মিশে যায়, যা সহজে বোঝা যায় না। একই সঙ্গে বিদেশি ভাষায় বা উর্দু ও আরবি ভাষায় কথা হচ্ছে, তা বুঝতেও সময় লাগে।

সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথমেই সীমান্ত এলাকার বা তার ওপারের অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা চ্যাঁচামেচি কমিয়ে দেবে ওই সফটওয়্যার। এতটাই কমানো হবে যে, আশপাশের যে কোনও কথা এই সফটওয়্যার ধরে ফেলতে পারবে। এর পর চিনা বা যে কোনও ভাষা, যা নেহাতই প্রাদেশিক হলেও শনাক্ত করতে পারবে সফটওয়্যারটি। শনাক্ত করতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে তা হিন্দি বা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেওয়া যাবে। ফলে অত্যন্ত সহজেই সেনা ও বিএসএফ আধিকারিকরা বুঝতে পারবেন, কেউ দেশবিরোধী কোনও ষড়যন্ত্র করছে কি না। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নজরদারির জন্য সফটওয়্যারের সঙ্গে সঙ্গে বসাতে হবে শক্তিশালী র‍্যাডার বা হার্ডওয়্যার।

ওই হার্ডওয়্যারটি যাতে ৫০ থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত যে কোনও শব্দ ধরে তা সফটওয়্যারকে দেয়, সেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সেই শব্দগুলিকেই সফটওয়্যার শনাক্ত করবে। উত্তরবঙ্গের মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্ত বিএসএফ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে। এজন্য ভারতে অনুপ্রবেশের প্রবণতা বেড়েছে। কিছু জায়গা শনাক্ত করে প্রাথমিকভাবে ওই যন্ত্রগুলি বসানো হবে। এতে ফল মিললে যন্ত্রের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের জনৈক আধিকারিক জানান, প্রাথমিকভাবে কয়েকটি বিওপি এলাকায় ওই যন্ত্র লাগানো হবে। আস্তে আস্তে সেই সংখ্যা বাড়বে।

ব্যবসায়ীকে বালিবোঝাই লরির ধাক্কা

বৈষ্ণবনগর, ১৭ জানুয়ারি : বালিবোঝাই লরির ধাক্কায় গুরুতর আহত হল এক ছানা ব্যবসায়ী। দুর্ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার বিকেলে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার ১৬ মাইল চৌরঙ্গিতে। আহতের নাম নিতাই ঘোষ ওরফে নিতু।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বালিবোঝাই লরিটি সিগন্যাল না মেনে কালিয়াচকের দিকে যাচ্ছিল। ছানা ব্যবসায়ী উলটো দিকে যাচ্ছিলেন। সে সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে বেদরবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। খবর দেওয়া হয় তাঁর পরিবারকে। জানা গেছে, তার নাম বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার মন্ডাই ঘোষপাড়ায়। নিতাইয়ের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

স্ত্রী নির্মলা ঘোষ বলেন, প্রতিদিনের মতো এদিনও ছানা নিয়ে কালিয়াচক ছানা বাজারে যাচ্ছিল। লরি স্বামীকে ধাক্কা মারে। বুকে ও মাথায় ব্যথা পেয়েছে। বৈষ্ণবনগর থানা জানিয়েছে, বালিবোঝাই লরিটি সিউড়ি থেকে আসছিল। লরিটি আটক করা হয়েছে।

পুজো ঘিরে উৎসব

বুনিয়াদপুর, ১৭ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে দুইদিন ব্যাপী বুনিয়াদপুর পুর এলাকার আমই এলাকায় নির্মীয়মাণ পাকা মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসব।

গতবছর আমই এলাকার কৃষক যদুকা সরকার তাঁর জমির মাটি খোঁড়ার সময় দুটি মূর্তি পেয়েছিলেন। মূর্তিতে দেখা যাচ্ছে, নারায়ণ দণ্ডায়মান। নীচে দুইধারে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। উপরের দুইধারে হনুমানজি। খবর পেয়ে বংশীহারী থানার পুলিশ মূর্তি দুইটি নিয়ে যেতে চাইলে এলাকাবাসীর আর্তিতে তা রেখে চলে যান। মূর্তি দুটিকে গতবছর মাটিতে রেখে পুজো করলেও এবার এলাকাবাসীর উদ্যোগে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। সেই নির্মীয়মাণ মন্দিরেই লক্ষ্মীনারায়ণের পুজো শুরু হয়েছে। পুজোকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে বাউল গানের আসর বসেছে। বাউল গানকে কেন্দ্র করে নানারকম খাবারের দোকান বসায় ছোটখাটো মেলার রূপ নিয়েছে।

খেজুর গুড় তৈরির প্রশিক্ষণ

পতিরাম, ১৭ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার উদ্যমী ও প্রগতিশীল মহিলা এবং পুরুষ কৃষকদের নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রে আয়োজিত হল তিনদিনের খেজুর গুড় তৈরির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ শিবির। এই শিবিরে ৩০জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে কীভাবে খেজুর গাছের উপরিভাগ কেটে রস সংগ্রহের জন্য কলসি লাগাতে হয়, ভোরবেলায় কীভাবে রস সংগ্রহ করা উচিত এবং সেই রস দিয়ে কোন কোন পদ্ধতির মাধ্যমে গুড় তৈরি করা হয় তা সবিস্তারে অংশগ্রহণকারীদের পর্যায়ক্রমে শেখানো হয়।

বিহারে হরিশ্চন্দ্রপুরের বাগদেবী

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ জানুয়ারি : হাতে আর কয়দিন। তারপরেই বসন্ত পঞ্চমীতে বাগদেবীর আরাধনায় মেতে উঠবে পড়ুয়ারা। আর সব জায়গার পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুরের কুমোরটুলিতেও বীণাপাণির প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে।

মালদা জেলার প্রান্তিক জনপদ হরিশ্চন্দ্রপুর বিহার এবং ঝাড়খণ্ড সীমান্তের লাগোয়া। ওই দুই রাজ্যের মুকুরিয়া ,আজিমনগর, বারসই, লাভা, দিল্লি দেওয়ানগঞ্জ, কুরেঠা, আমদাবাদ প্রভৃতি এলাকা থেকে বহু ক্লাব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন কুমোরটুলি থেকে সরস্বতী প্রতিমা কিনে নিয়ে যান। ফলে এই এলাকার প্রতিমা পাড়ি দিচ্ছে ভিনরাজ্যেও। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুরের শহিদ মোড়ের একটি কুমোরটুলিতে গিয়ে দেখা গেল প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত স্থানীয় শিল্পী পবন দাস। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা এবারেও আশা করছি আবার ভিনরাজ্যের গ্রাহক কুমোরটুলিতে ভিড় করবে। তাই আমরাও আগ্রহ নিয়ে এবার বেশি প্রতিমা তৈরি করেছি।'

আরেক প্রতিমা শিল্পী নারায়ণ দাস জানান, 'জিনিসপত্রের দাম ক্রমশই বাড়ছে। এ বছর বেশি দামের প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে। আশা করছি আমাদের পরিশ্রম বিফলে যাবে না।'

বিহারের কাটিহার জেলা থেকে প্রতিমার বায়না করতে এসেছিলেন প্রবাসী বাঙালি প্রবীণ দাস। তিনি জানান, প্রতিবছর তাঁরা চেষ্টা করেন হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার। এবারও তাই করবেন, তাই আগেই চলে এসেছেন অগ্রিম দিয়ে প্রতিমা বুক করতে।'

মুরগি বিলি

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি: শুক্রবার রাজ্য সরকারের পশুপালন দপ্তরের সহায়তায় চারটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে মুরগির ছানা বিলি করা হল। এদিন সকালে হাসপাতালপাড়ায় অবস্থিত দপ্তর থেকে প্রতিটি গোষ্ঠীকে ২৫০ টি করে উন্নত প্রজাতির মুরগির বাচ্চা সহ ১২ বস্তা করে খাবার, টিকা, ওষুধ প্রদান করা হয়। ব্লক পশুপালন দপ্তরের আধিকারিক ডাঃ মানিকলাল সাহা বলেন, 'এই মুরগিগুলো আগামীদিনে বছরে প্রায় ২৭০ টি করে ডিম দেবে। গ্রামীণ মহিলারা এতে স্বনির্ভর হবে।'

মাছের পোনা বিতরণ

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : মাছ চাষে আগ্রহ বাড়াতে উপভোক্তাদের মধ্যে মাছের পোনা বিলি করা হল কালিয়াগঞ্জে। কালিয়াগঞ্জ মৎস্য দপ্তর ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে মৎস্য দপ্তর প্রাঙ্গণে ১৮ জন উপভোক্তার হাতে রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের পোনা তুলে দেওয়া হয়। যাদের পুকুর আছে এমন আটজনের হাতে ২৫০০টি করে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের পাঁচজনের হাতে ১২০০টি করে ও 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে এনআরজিএসের মাধ্যমে পুকুর খননকারী পাঁচজনের হাতে ১০০০টি করে মাছের পোনা তুলে দেওয়া হয়। ছিলেন ব্লক মৎস্য আধিকারিক সায়রী চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরণ্ময় সরকার প্রমুখ।

দুর্ঘটনায় জখম

পতিরাম, ১৭ জানুয়ারি : বুধবার রাতে খাঁপুর কালিনগর এলাকায় বাইকের সঙ্গে পথচারীর দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, একটি বাইক পথচারীকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় দুইজনেই গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দুইজনকেই বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করান।

চোখ খোবলানো দেহ আমবাগানে

মানিকচক, ১৭ জানুয়ারি : বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। বাড়িতে সেই বাজার পাঠিয়েও দিয়েছিলেন কারও হাতে। কিন্তু নিজে আর ফিরতে পারেননি। এরপর শুক্রবার সাতসকালে মানিকচকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খয়েরতলায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বাম চোখ খোবলানো অবস্থায় ছিল। খয়েরতলা থেকে লালবাথানিগামী রাস্তার পাশে আম বাগানে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন পথচলতিরা। এটি খুন না স্বাভাবিক মৃত্যু, তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। মৃতের নাম বীরেন সরকার (৬৫)। বাড়ি নূরপুর পঞ্চায়েতের লালবাথানি বড় ভবানীপুরে। ওই পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্যও তিনি ছিলেন। পরিবারের দাবি, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বাজার করবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। খয়েরতলায় বাজারও করেন। লোক মারফত বাড়িতে বাজার পাঠান। তারপর আর ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু খোঁজ মেলেনি। এদিন ভোরে পথচলতিরা বীরেনকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর বাম চোখ খোবলানো ছিল। স্থানীয়দের কথায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রাস্তার পাশে পড়ে থাকায় হয়তো জন্তু-জানোয়ার তাঁর বাম চোখ খুবলে নিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পরিবারের লোকজন। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়।

> মামা হৃদরোগে ভুগছিলেন। আমাদের অনুমান, সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মামার মৃত্যু হয়েছে। শীতের রাতে এই রাস্তা ধরে তেমন কেউ যাওয়া-আসা করে না বলে হয়তো চোখে পড়েনি।
>
> **লালটু সরকার**
> মৃতের ভাগ্নে

মৃতের ভাগ্নে পেশায় শিক্ষক লালটু সরকারের বক্তব্য, 'মামা হৃদরোগে ভুগছিলেন। আমাদের অনুমান, সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মামার মৃত্যু হয়েছে। শীতের রাতে এই রাস্তা ধরে তেমন কেউ যাওয়া-আসা করে না বলে হয়তো কারও চোখে পড়েনি।'

RICE ADAMAS GROUP
RICE EDUCATION
riceeducation.in
আবারও প্রমাণিত হল যে RICE-এর মেথোডোলজি অনুসরণ করে সরকারি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।
WBCS 2022 মেইনস পরীক্ষায়, RICE-এর 100+ জন শিক্ষার্থী সফল হয়েছেন!
চলছে তাঁদের Personality Test-এর প্রস্তুতি

WBCS পরীক্ষার পদ্ধতিতে আসছে বড় পরিবর্তন!
পরিবর্তিত WBCS পরীক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী প্রস্তুতির জন্য সঠিক নির্দেশনা এবং পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি। আর এই নতুন চ্যালেঞ্জে সফল হতে RICE Education-ই তোমার একমাত্র ভরসা।
RICE Education-ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যারা নতুন ফরম্যাটে WBCS এবং IAS-এর জন্য একটি বিশেষ ইন্টিগ্রেটেড কোর্স নিয়ে এসেছে।
তোমরা WBCS পরীক্ষার নতুন ফরম্যাটে সাফল্যের জন্য প্রস্তুত তো?
সফল পরীক্ষার্থীদের, আগামী দিনে ইন্টারভিউতে সাফল্য কামনা করি
Classroom | Online | Residential
IAS | WBCS | PSC | SSC | Rail | Police | Bank | TET | Insurance
Siliguri 84799 17965 | Malda 84799 17953 | Jalpaiguri 73648 82509 | Coochbehar 84799 00576
Head Office : "Dishari House", Belgharia 84799 02085 / 84799 18051
Sealdah (City Office) 84799 17959 / 84799 18013
For Other Branches 62921 90230
ricesmart | RICE | RICE IAS | ADAMAS UNIVERSITY | Adamas | Adamas | adamas tech | Adamas KIDS

বুনিয়াদপুরের মধু বিক্রি গুজরাটে

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ১৭ জানুয়ারি : গুজরাটে পাড়ি দিল বংশীহারী ও বুনিয়াদপুরের মধু। বংশীহারী ব্লক এবং বুনিয়াদপুর পুর এলাকার বিভিন্ন স্থানের মাঠের সর্ষে খেতগুলিতে গেলেই চোখে পড়বে সারিবদ্ধ করে রাখা বাক্স। বংশীহারী এবং বুনিয়াদপুরের বাগদুয়ার, জামার, জোড়দিঘি, সিহল, ডিটলহাট, করখা সর্বত্র একই ছবি।

বৃহস্পতিবার সকালে এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের জামারের এক মাঠে গিয়ে দেখা গেল, ডিটলের এক তরুণ ইশাহাক আলি অপু তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে বাক্স থেকে মধু সংগ্রহ করছেন। তিনি জানান, 'সর্ষে গাছে ফুল আসার আগে মধু সংগ্রহ করার লক্ষ্যে বাক্স পাততে হয়। এই বাক্সে মৌমাছি থাকে। তাদের খাবার হিসাবে চিনি দিতে হয়। মৌমাছিরা বাক্স থেকে বেড়িয়ে সর্ষেফুল থেকে মধু নিয়ে বাক্সে জমা করে। আমরা প্রতি সপ্তাহে একবার বাক্স থেকে মধু সংগ্রহ করি। আমি গত বছর থেকে এই ব্যবসায় নেমেছি।'

> সর্ষে গাছে ফুল আসার আগে মধু সংগ্রহ করার লক্ষ্যে বাক্স পাততে হয়। এই বাক্সে মৌমাছি থাকে। খাবার হিসাবে চিনি দিতে হয়।
>
> **ইশাহাক আলি অপু**

মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অনেক মধু ব্যবসায়ী আমাদের এলাকার বিভিন্ন মাঠে মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাক্স পেতেছেন। এই বিপুল পরিমাণ মধু গুজরাটের এক ব্যবসায়ী আমাদের কাছ থেকে পাইকারি দরে কিনে নিয়ে যান। সারাবছর অন্য ব্যবসা করলেও এই শীতকালে মধু সংগহের ব্যবসা করে লাভের মুখ দেখছেন ব্যবসায়ীরা।

সহকর্মীদের বিরুদ্ধে নালিশ ইঞ্জিনিয়ারের

কৃষককে হুমকি, তোলা আদায়

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : কৃষককে হুমকি দিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ উঠল পতিরাম বিদ্যুৎ দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগ বালুরঘাট থানায় লিখিতভাবে দায়ের করেছেন খোদ ইঞ্জিনিয়ার তথা স্টেশন ম্যানেজার কল্যাণ মাহাতো। তার সহকর্মী দুই আধিকারিক, দপ্তরের গাড়িচালক ও এক ঠিকাদার সংস্থার কর্মীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বালুরঘাট থানায়।

এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'বিদ্যুৎ বিভাগের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।' জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজার শুভময় সরকার জানান, আমরা বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।

অভিযোগ

- **রবিউল নামে এক কৃষকের কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা দাবি করা হয়**
- **পাম্পটিকে তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়**
- **পরে চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়ার পর পাম্প ফেরত দিয়ে চলে যায় ওই দলটি**

বালুরঘাটে বোয়ালদার পঞ্চায়েতের খাসপুর বেগুনবাড়ি এলাকার কৃষক রবিউল মুন্সি তার জমিতে জল দিতে মোটর পাম্প ব্যবহার করছিলেন। ওই পাম্প চালাতে তিনি বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছিলেন বলে অভিযোগ তুলে জমিতে হানা দেন পতিরাম বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিলেন এক ঠিকাদার সংস্থার কর্মী ও গাড়িচালক। গাড়ি করে এই দলটি ওই কৃষকের জমিতে এসেছিল। অভিযোগ, কৃষকের কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা দাবি করে তাঁরা শেষে ৪০ হাজার টাকা আদায় করেছেন। বালুরঘাট থানার পুলিশ এই অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বেগুনবাড়ি এলাকার কৃষক রবিউল মুন্সির অভিযোগ, তার কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা দাবি করা হয় এবং পাম্পটিকে তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরে চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়ার পর পাম্প ফেরত দিয়ে চলে যায় ওই দলটি।

গত ১৩ জানুয়ারির এই ঘটনার পরে রবিউল পতিরাম বিদ্যুৎ দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনার সত্যতা বুঝতে পারেন। এরপর গত ১৬ জানুয়ারি বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পতিরাম বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার কল্যাণ মাহাতো। তিনি ওই ঘটনার প্রকৃত তথ্য জানতে চেয়েছেন। এরপর তদন্ত শুরু করে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

আলু চাষে পরিচর্যা। বালুরঘাটের পাগলিগঞ্জে। -অভিজিৎ সরকার

রং ও সুতোয় ভরতুকির দাবি তাঁতি সম্মেলনে

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ১৭ জানুয়ারি : রং ও সুতোয় ভরতুকি দিতে হবে। সারাবছর তাঁতিদের কাছ থেকে সরকারকে শাড়ি কিনতে হবে। সম্মেলন করে এমন আওয়াজ তুললেন গঙ্গারামপুর তাঁত কাপড় হাট কমিটি।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটিরশিল্প বলতে বোঝায় তাঁতশিল্প। একটা সময় গঙ্গারামপুর শহরের বসাকপাড়া, দত্তপাড়া, পূর্ব ও পশ্চিম হালদারপাড়া, কালীতলা, নারানপুর, লক্ষ্মীতলা, বোড়ডাঙ্গি, বোয়ালদা, নীলডাঙা, ঠ্যাঙাপাড়া সহ আশপাশ এলাকায় গড়ে উঠেছিল অসংখ্য চিত্তরঞ্জন অটো সেমিক্যাল তাঁত। তাই এদিন আরও একবার সরকারি ভরতুকিতে রং, সুতো এবং সারাবছর তাঁতিদের কাছ থেকে শাড়ি কেনার আত্তয়াজ তুলে সম্মেলন করলেন গঙ্গারামপুর তাঁত কাপড় হাট কমিটি।

শুক্রবার গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ডের শপিং প্লাজায় তাঁত কাপড় হাটে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর তাঁত কাপড় হাট কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ জোয়ারদার, সহ সম্পাদক রামগোপাল বিশ্বাস, সভাপতি বিমলচন্দ্র সরকার, অন্যতম কর্মকর্তা বিধান কুণ্ডু প্রমুখ।

বিদ্যুৎ জোয়ারদার বলেন, 'একটা সময় কয়েকহাজার মানুষ তাঁত বুনে সংসার চালাতেন। কিন্তু এখন তাঁতের শাড়ির বিক্রি কম থাকায় অনেকে তাঁত বোনা ছেড়ে অন্য পেশায় যোগ দিয়েছেন। তাই আমাদের দাবি সরকারি সাহায্যের। তাহলে এই পেশাকে কিছুটা বাঁচানো যাবে।'

রামগোপাল বিশ্বাস জানান, 'সুতো ও রং এর দাম আকাশছোঁয়া। তাঁতের শাড়ির দাম মিলছে না। এমন পরিস্থিতিতে তাঁতশিল্পকে টিকিয়ে রাখা অনেকের সম্ভব হচ্ছে না। আজকে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সরকারের কাছে আমাদের একটাই দাবি রং ও সুতোয় ভরতুকি দিক সরকার। আমাদের এমন অবস্থা যে, তাঁত কাপড় হাটে এখন সবরকম পণ্য বিক্রি করতে হচ্ছে।'

বিধান কুণ্ডুর বক্তব্য, 'বাজারে এমন অত্যাধুনিক ডিজাইনের কাপড় ছেয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের সরকারিভাবে ডিজাইনের ওপর প্রশিক্ষক দিক।'

সভাপতি বিমলচন্দ্র সরকারের কথায়, '৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তাঁত হাব হলেও আমাদের তাঁতিদের এক-দুমুঠো ভাতের জোগাড় করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমাদের দাবি সরকার সারাবছর আমাদের কাছ থেকে শাড়ি কেনার ব্যবস্থা করুক।'

পঞ্চায়েত প্রধানকে অসম্মানে বিক্ষোভ

আধিকারিকের সঙ্গে বচসা। শুক্রবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

গাজোল, ১৭ জানুয়ারি : গাজোল-২ পঞ্চায়েত প্রধানকে ফোনের মাধ্যমে অসম্মানজনক কথাবার্তা বলার প্রতিবাদে শুক্রবার আলমপুরে বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল ক্ষত্রিয় রাজবংশী সমাজ সহ সাধারণ মানুষ। দীর্ঘ সময় ধরে অভিযুক্ত আধিকারিককে ঘেরাও করে চলতে থাকে বিক্ষোভ কর্মসূচি। পরে ওই আধিকারিক ক্ষমা চেয়ে নেওয়ায় বিক্ষোভ এবং ঘেরাও প্রত্যাহার করেন বিক্ষুব্ধরা। অভিযোগ, গাজোল -২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অর্মিলা রাজবংশীকে অসম্মানজনক কথা বলেন বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির পাণ্ডুয়া শাখার স্টেশন ম্যানেজার সাজিদ আলম। এর প্রতিবাদেই শুরু হয় বিক্ষোভ কর্মসূচি।

প্রধান অভিযোগ করে বলেন, 'বৃহস্পতিবার বিকেলে বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার ফোনে আমাকে নানা ধরনের অসম্মানজনক কথাবার্তা বলেছেন। এরই প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। পরে অবশ্য ওই আধিকারিক ক্ষমা চেয়ে নেওয়ায় বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নিয়েছি।'

ক্ষত্রিয় রাজবংশী সমিতির ব্লক সম্পাদক মনোতোষ মণ্ডল বলেন, 'এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ওই আধিকারিক চরম ভুল করেছেন। তবে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ায় এদিনের মতো আমরা তাকে মাফ করেছি। আগামীদিনে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।' তবে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অভিযুক্ত আধিকারিক সাজিদ আলম।

বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ পরিযায়ী

মালদা, ১৭ জানুয়ারি : ভিনরাজ্য থেকে কাজ করে ফেরার পথে ট্রেন থেকে নিখোঁজ মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিক। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ইংরেজবাজারের কোতুয়ালি অঞ্চলের মালিহা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ ওই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নয়ন পাহাড়ি। শুক্রবার স্বামীকে ফিরে পেতে ইংরেজবাজার থানার মিসিং ডায়েরি করেছেন রুম্পা পাহাড়ি।

পরিবারে বৃদ্ধা মা ছাড়াও স্ত্রী ও এক সন্তান রয়েছে। রুম্পা জানান, 'আমার স্বামী শাটারিং এর কাজ করত। বেশ কিছুদিন ধরে কাজ না থাকায় বাড়িতেই বসেছিল। ভিনরাজ্যে কাজের খবর পেয়ে পুনেতে যায়। সেখানকার কাজ শেষ করেই গত ১৩ তারিখ ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরছিল। হাওড়া থেকে ট্রেন বদলে মালদায় আসছিল। বর্ধমান থেকে ট্রেনে চেপেই বাড়িতে ফোন করেছিল সেদিন বিকেল ৪টা নাগাদ। রাতেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। তারপর আর কথা হয়নি। ফোন করলে মোবাইলের সুইচ অফ রয়েছে। আজ দুদিন কাটতে চলল তাঁর কোনও খোঁজখবর নেই। চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি আমরা।'

ঊর্মিলা পাহাড়ি নামে এক প্রতিবেশী বলেন, 'ছেলেটা ফিরে না আসলে গোটা পরিবার পথে বসবে। উপার্জনের দ্বিতীয় কোনও পুরুষ নেই। বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও ছোট ছেলে রয়েছে। এখানে কাজ নেই বলেই তো ভিনরাজ্যে গিয়েছে। আমরা চাইছি, পুলিশ অসহায় এই পরিবারের দিকে তাকিয়ে নয়নকে খুঁজে বের করুক।'

দিল্লিতে রতুয়ার শ্রমিকের মৃত্যু

রতুয়া, ১৭ জানুয়ারি : অব্যাহত পরিযায়ীর মৃত্যু। এবার মালদার রতুয়ার এক পরিযায়ীর মৃত্যু। মৃতের নাম বিজয় চৌধুরী (৪৬)। সপ্তাহখানেক আগে কাজের জন্য সে গিয়েছিল দিল্লি। দিল্লির বাল্লামগারে ঠেলাগাড়ি করে সবজি বিক্রি করত। গত মঙ্গলবার স্ত্রী টুম্পা চৌধুরীর কাছে দিল্লির পুলিশ ফোন করে জানায় বিজয় চৌধুরীর মৃত্যুর খবর। তবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে পরিবারকে কিছুই জানানো হয়নি। ফলে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় বিজয়ের কফিনবন্দি দেহ বাড়ি ফিরতেই কান্নাই ভেঙে পড়েন পরিবার পরিজনেরা।

ভারাক্রান্ত স্ত্রী টুম্পা চৌধুরী বলেন, 'গত শুক্রবার দিল্লি গিয়েছিল। দিল্লির বাল্লামগারে ঠেলা গাড়ি করে সবজি বিক্রি করত। মঙ্গলবার সকালে সবজি বিক্রি করতে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়। এরপর সকাল ১০টায় দিল্লি পুলিশের ফোনে আসে স্বামীর মৃত্যুর খবর। তবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, তারা কিছুই বলতে চাইনি।'

টুম্পা আরও জানান, 'স্বামীর অসুখবিসুখ ছিল না। পরিবারের রোজগেরে ছিল আমার স্বামী। একটি ছোট্ট কন্যাসন্তানকে নিয়ে কীভাবে জীবন কাটাব, বুঝে উঠতে পারছি না। সরকারের কাছে আমার আর্জি ঘটনার সঠিক তদন্তের। স্বামীর মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না।'

ঋণ প্রদান

রায়গঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত ১৪ নম্বর কমলাবাড়ি অঞ্চলের ছটপড়ুয়া জুনিয়ার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের উদ্যোগে কয়েক হাজার মানুষকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। সরকারি আবাস, ঋণ প্রদান, মুরগির বাচ্চা সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, বিডিও শ্যারন তামাং, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী প্রমুখ।

৫২ জনের জেলা কমিটি

মালদা, ১৭ জানুয়ারি : দুদিনের সম্মেলন শেষ হলেও কোন্দলে পাওয়া গেল না সিপিএমের নতুন জেলা সম্পাদক। বিদায়ি সম্পাদক অম্বর মিত্রকে আহ্বায়ক করে গঠন করা হল ৫২ জনের জেলা কমিটি। সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পার্টি কংগ্রেসের পর ঐকমত্যের ভিত্তিতে জেলা সম্পাদক নির্বাচন করা হবে।

উল্লেখ্য, বুধবার থেকে হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীতে একটি বেসরকারি লজে শুরু হয়েছিল সিপিএমের জেলা সম্মেলন। তিন শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন। যেহেতু বিদায়ি সম্পাদক অম্বর মিত্র পরপর দুইবার ওই পদে আসীন ছিলেন তাই এবার তাঁকে সরতেই হত।

একটি সূত্র জানাচ্ছে, সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন নতুন সম্পাদক পদে উঠে আসে দুটি নাম। জামিল ফিরদৌস ও কৌশিক মিশ্রের নাম নিয়ে শুরু হয় বাদানুবাদ। সম্মেলন কক্ষে সমস্যার সমাধান না হয় বিদায়ি জেলা কমিটি ও সম্পাদকমণ্ডলীর মিটিং হয় পৃথকভাবে। সেখানেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় অম্বর মিত্রকে কনভেনার করে সম্মেলন শেষ হয় আপাতত।

অগ্রাধিকার দিতাম টেন্ডারে দুর্নীতি বন্ধে

২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের ৩২ টি আসনে বিজেপি নির্বাচনে অংশ নিলেও এক আসনেও জয়ী হতে পারেনি। পদ্মের টিকিটে জেলা পরিষদের ১৯ নম্বর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বিজেপির জেলা সহ সভাপতি দিলীপকুমার বর্মন। কিন্তু জয়ী হতে পারেননি। কিন্তু তিনি যদি সভাধিপতি হতেন তাহলে কী কাজ করতেন?

পেতাম যদি সিংহাসন

দীপঙ্কর মিত্র

দিলীপকুমার বর্মন

রায়গঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : হেমতাবাদ থেকে কন্তোইর হয়ে ডেহচি হাইস্কুল হয়ে বিষ্ণুপুর হাটখোলা পর্যন্ত প্রায় ১৪ কিমি রাস্তাটি প্রায় ১৫ বছর ধরে ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। প্রতিনিয়ত কোনও না কোনও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ২৫ থেকে ৩০টি গ্রামের লোক ওই রাস্তাটি ব্যবহার করে। রাস্তাটির মেরামত হচ্ছে না। গ্রামের অনেক পুরোনো রাস্তাগুলো বেহাল অবস্থায় রয়েছে। দিলীপ সভাধিপতি হলে প্রথমেই এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতেন। তাঁরকথায়, '৯৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম, দক্ষ চিকিৎসক, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি চালুর চেষ্টা করতাম। উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রধান ফসল হিসেবে ধান ও ভুট্টায় কৃষকরা যাতে ন্যায্যমূল্য পেত সেই উদ্যোগ নিতাম।'

এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পে টেন্ডার দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্পের টেন্ডার নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করতাম। পুকুর সহকারে সরকারি সম্পত্তির টেন্ডারগুলোতে স্বজনপোষণ থাকত না। পাশাপাশি অনেক শিশুশিক্ষাকেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। সভাধিপতি হলে গ্রামে ঘুরে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিতাম। সেইসঙ্গে সামাজিক মেলবন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধের উপর নজর দিতাম।'

তিনি বলেন, 'প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে দলমত নির্বিশেষে সমানুপাতিক ও সমবণ্টন পদ্ধতিতে সরকারি পরিষেবাগুলোর রূপায়ণে জোর দিতাম। এতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিরা কাজ পেত এবং নিজের নিজের এলাকায় উন্নয়নমূলক পরিষেবাগুলো রূপায়ণ করতে পারত।' দিলীপবাবু বলেন, 'জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে প্রতিটি গ্রামের প্রতি সমান নজর রাখা কর্তব্য। কোন এলাকায় বেশি প্রকল্প রূপায়ণ হবে, আবার কোন এলাকাতে একটি প্রকল্প পৌঁছাবে না এমন হতে দিতাম না।'

একনজরে

- উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের ৩২টি আসন
- মোট এলাকা ৩১৪২ বর্গ কিমি
- জনসংখ্যা- ৩০, ০৭,১৩৪ জন(২০১১ সালের আদমশুমারি)
- স্বাক্ষরতার হার ৬০.১৩ শতাংশ
- ব্লক ৯টি
- গ্রাম পঞ্চায়েত ৯৮টি
- গ্রাম ১৫১৬টি

নাবালিকা অপহরণে গ্রেপ্তার মা ও ছেলে

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৭ জানুয়ারি : শাহরুখ খানের 'ডর' ছবিতে কিং খানের জুহি চাওলার প্রতি অনুরক্ততার ভয়াবহ ছবির বাস্তব প্রতিফলন ঘটল কুশমণ্ডিতে।

একতরফা প্রেম। স্বপ্নের নারী 'হ্যাঁ' না বলায় শাহরুখের কায়দায় অপহরণ করেও শেষরক্ষা হল না। দুই মাস পরে নাবালিকার মায়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল তরুণ 'প্রেমিক' কুশমণ্ডি ব্লকের কাঁঠালহাট শিকারপুর গ্রামের রতন সরকার (২৩)।

অভিযোগ, একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ভালোবেসেছিল রতন। কিন্তু প্রেম একতরফা হওয়ায় অপহরণের ছক কষে সে। আর এই দুঃসাহসিক উদ্যোগে তার সঙ্গ দেয় খোদ তার মা স্বপ্না সরকার। এরপরেই কুশমণ্ডি থানায় দায়ের হয় অভিযোগ। দুই মাসের লাগাতার অভিযানের পর মহারাষ্ট্রের মনোরমা নগরের মনপুরা থেকে উদ্ধার করা হয় ওই নাবালিকাকে। গ্রেপ্তার করা হয় রতন ও তার মাকে। বৃহস্পতিবার থানায় ওই নাবালিকা আসার পর শুক্রবার তাকে চাইল্ডলাইন মারফত হোমে পাঠানো হয়েছে।

নেপথ্যে একতরফা প্রেম

কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা জানান, ওই নাবালিকার মায়ের অভিযোগের পরেই তদন্ত শুরু হয়। মহারাষ্ট্রে কোনও একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করত রতন। সেখান থেকেই তার সম্বন্ধে জানা যায়। এদিন অভিযুক্ত ওই তরুণ ও তার মাকে পাঠানো হয়েছে আদালতে। মা ও ছেলেকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। এসডিপিও দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ঘটনার পরেই পুলিশ লাগাতার অনুসন্ধান চালিয়েছে বলেই এই সাফল্য মিলেছে।

রান্নাঘরের অভাবে রাস্তায় মিড-ডে মিল

কুশমণ্ডি, ১৭ জানুয়ারি : মিড-ডে মিলের নিয়ম থাকলেও, স্কুলে নেই রান্নার জন্য উপযুক্ত কোনও ঘর। সবুজ সাথী প্রকল্পের নীল-সাদা সাইকেল নিয়ে আসলেও ছাত্রছাত্রীদের কাছে তা রাখার জন্য নেই কোনও স্ট্যান্ড বা নিদেনপক্ষে শেড। ভাত রান্না করে পাকা রাস্তা পার করেই টেনে আনতে হয় স্কুলে। এই দুরবস্থার ছবি, কুশমণ্ডি ব্লকের কচড়া হাইস্কুলে।

অভিযোগ, ভাত রান্না করে পাকা রাস্তা পার করে টেনে আনতে হয় স্কুলে। ৫ ঘণ্টা ধরে খোলা আকাশের নীচে রোদ-বৃষ্টিতে পড়ে থাকে ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল। এমন অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়েও অভিযোগ জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

দশম শ্রেণির ছাত্র অরিজিৎ রায় জানিয়েছে, 'সকালে স্কুলে এসে সাইকেল রাস্তার ধারে ফেলে রাখতে হয়। রোদ-বৃষ্টিতে সাইকেল ঝরঝরে হয়ে গেছে।' একই অভিযোগ, নবম শ্রেণির মালতী সরকার, চৈতালি দাসদের। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রানা বসাক জানিয়েছেন, 'সাইকেল স্ট্যান্ড নেই। এটা যেমন সত্য। পাশাপাশি মিড-ডে মিল রান্না করার জন্য কোনও শেড নেই। বিষয়টি বহুবার শিক্ষা দপ্তরের কাছে জানিয়েছি কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এরপর আমার আর কিছু করার নেই। যদিও, বিষয়টি জানার পর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গির আলম। তাঁর বক্তব্য, 'বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে জেলা শিক্ষা দপ্তরের নজরে আনবেন।' বিডিও নয়না দে'র আশ্বাস, তিনি দ্রুত স্কুল পরিদর্শনে যাবেন এবং উদ্যোগ নেবেন।

জাতীয় সড়কে তেল চুরি, ধৃত দুই

ইটাহার, ১৭ জানুয়ারি : রাতে অভিযান চালিয়ে দুই কুখ্যাত চোরকে পাকড়াও করল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সামিরুল হক ও সাহিদ আলম। সামিরুলের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে। সাহিদ আবার বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বিহার ও বাংলার ৪-৫ জনের একটি দুষ্কৃতীদল রাতের অন্ধকারে জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ট্রাক ও অন্য যানবাহনের ট্যাংক থেকে ডিজেল ও পেট্রোল চুরি করছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই গোয়ালপোখর, করণদিঘি ও ইটাহার থানা এলাকার মধ্যে এই অপারেশন চালাচ্ছিল দুষ্কৃতী দলটি। ইটাহার থানায় দুটি লিখিত অভিযোগও জমা পড়ে। অভিযোগ পাওয়ার পরেই গ্যাংটিকে ধরতে তক্কে তক্কে ছিল পুলিশ। দিন কয়েক আগে পুরো দলটিকে হাতের নাগালে পেয়েও ধরতে ব্যর্থ হয় পুলিশ। নাকা ভেঙে গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে ইটাহার থানার দুর্গাপুর এলাকায় ফের চারচাকা গাড়ি নিয়ে এসে অপারেশন চালানোর ছক কষছিল দুষ্কৃতী দলটি। হানা দেয় ইটাহার থানার পুলিশ। বাকিরা পালিয়ে গেলেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় ২ দুষ্কৃতী। ধৃতদের এদিন রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ইটাহার থানার আইসি সুকুমার ঘোষ জানান, 'গাড়ি সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আশা করছি, দলের বাকি সদস্যদেরও খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেলা যাবে।'

পথসভা

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের কামারপাড়া হাট সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে বহুজন সমাজ পার্টির তরফ থেকে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বহুজন সমাজ পার্টির জেলা সভাপতি গোবিন্দ হাঁসদা সহ অন্য সদস্যরা।

মমতার ছবি বুকে নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ

রায়গঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান হিসেবে আজ শুক্রবার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নাজিমুদ্দিন আলি। এদিন হেমতাবাদ বিধানসভার বিভিন্ন গ্রাম থেকে তৃণমূলের কর্মী ও প্রাথমিক শিক্ষকেরা কর্ণজোড়ায় উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের দপ্তরে ভিড় করেন। যদিও রায়গঞ্জ শহর ও রায়গঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল কর্মীদের সেভাবে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতাদের। নজিরবিহীন দৃশ্য দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বুকে নিয়ে এসে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

সূত্রের খবর, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান হিসেবে নাজিমুদ্দিন আলিকে মেনে নিতে পারছেন না তৃণমূলের একাংশ কর্মীরা। হেমতাবাদের বিধায়ক তথা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের অনুগামী বলে পরিচিত নাজিম আলি।

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান নাজিমুদ্দিন আলি বলেন, 'আমি শিক্ষার মানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কী কী সমস্যা আছে তা খুঁটিনাটি দেখে আমি আমার সেরাটা দিয়ে যাব।'

তিন কোটির রাস্তা

করণদিঘি, ১৭ জানুয়ারি : শুক্রবার দুপুরে একটি ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস করলেন করণদিঘি বিধানসভার বিধায়ক গৌতম পাল। সিঙ্গারদহ, ধানগাঁও, সানাসি, লাহুতারা এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে অবশেষে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার শিলান্যাস করলেন বিধায়ক।

এদিন সিঙ্গারদহ দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে নারকেল ফাটিয়ে, ফিতে কেটে রাস্তা নির্মাণের সূচনা করেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা নির্মল সিংহের বক্তব্য, '১০ বছর থেকে রাস্তা বেহাল ছিল। প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়ক ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্তাদের বলেছি, কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি। অবশেষে কাজ শুরু হল।'

করণদিঘি পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতির স্বামী মহসিন আজম বলছেন, 'প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তার জন্য ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৬৪ টাকা রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের টাকায় রাস্তা নির্মাণ হবে।

বিদ্যুতের স্পর্শে জখম

সামসী, ১৭ জানুয়ারি : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জখম হলেন এক ব্যক্তি। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মালতীপুর জালালপুর রোড সুন্দরী মোড়ে। জখমের নাম জাহাঙ্গির আলম ওরফে টুকুন (৫০)। তাঁর বাড়ি পরাননিগর পশ্চিমপাড়ায়।

স্থানীয়রা জানান, টুকুনের মাঠে একটি জলসেচের সাব-মার্সিবল রয়েছে। বিদ্যুতের লো ভোল্টেজ-এর কারণে সেটা চলে না। তাই এদিন তিনি সুন্দরী মোড়ে এক ট্রান্সফর্মারে উঠে লো ভোল্টেজ সারানোর কাজ করতে যান। তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাঁর সারা শরীর ঝলসে যায়। স্থানীয়রা তাঁকে মালতীপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁকে মালদা রেফার করা হয়েছে।

কম্বল বিলি

সামসী, ১৭ জানুয়ারি : চাঁচল-২ ব্লকের খানপুরে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে শীতবস্ত্র কম্বল বিলি করা হল বৃহস্পতিবার। খানপুর আজাদ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে এলাকার প্রায় একহাজার দুঃস্থ পুরুষ ও মহিলাদের হাতে এদিন কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

ভোটের মহড়ায় পড়ুয়াদের গণতন্ত্রের পাঠ

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৭ জানুয়ারি : এ যেন অকাল ভোট। শুক্রবার দুপুর থেকেই বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন। ভোটকক্ষের বাইরে দরজায় মোতায়েন সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। মোতায়েন রয়েছে রাজ্য পুলিশও। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে স্লিপ দেখিয়ে একে একে বুথের ভেতরে প্রবেশ করছে ভোটাররা। পোলিং পার্সোনেলরা সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম ও আইডি নম্বর বলছে। সেইমতো ভোটার লিস্টে টিক মার্ক দিচ্ছে পোলিং এজেন্টরা। তারপর ব্যালট পেপার নিয়ে ভোটকক্ষে গিয়ে গোপনে নিজের ভোট নিজে দিয়ে নিঃশব্দে এক্সিট ডোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ভোটাররা। কোথাও কোনও উত্তেজনা নেই। বুথ জ্যাম বা গোলমালের কোনও বালাই নেই। ভোট শেষে 'প্রিসাইডিং অফিসার' মহম্মদ রোহন জানালেন, 'ভোট পড়েছে ৮০ শতাংশ।'

ভোটের লাইনে খুদেরা। শুক্রবার ইটাহারে। - সংবাদচিত্র

আসলে সবটাই ছিল খুদে পড়ুয়াদের আয়োজন। ইটাহার ব্লকের কোয়ারপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু সংসদ নির্বাচনের অঙ্গ হিসেবে এদিন এভাবেই নকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এমনিতে সব স্কুলে সিলেকশন পদ্ধতিতেই শিশু সংসদ গঠন করে দেওয়া হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রকৃত পাঠ দিতে ও দেশের ভোট প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে একটা সম্যক ধারণা তৈরি করতে রীতিমতো নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে গোপন ব্যালটে ভোটের আয়োজন করেছিল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাতে খুদে পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধু উৎসাহ নয়, গণতন্ত্রের পাঠ নিতে গিয়ে পুরো ভোট প্রক্রিয়া যেভাবে পরিচালনা করল খুদে পড়ুয়ারা তা বাস্তবের নেতা-নেত্রীদের অনেকের কাছেই শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন অভিভাবকরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজাহারুল ইসলাম জানান, 'সাধারণ নির্বাচনের সময় ছোট বাচ্চারা অনেকেই তাদের মা-বাবাদের সঙ্গে ভোট দেখতে যাওয়ার বায়না ধরে। তাদের সেই কৌতূহল মেটাতে এবং দেশের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরির জন্যই আমরা শিশু সংসদ গঠনের অঙ্গ হিসেবে এই আয়োজন করেছিলাম। আমরা মনে করি, এই শিক্ষাটাও ওদের জরুরি। কারণ, ওরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ।'

পড়ুয়াদের শরীরী ভাষাও যেন বলে দিচ্ছিল, ভোট নামক এই খেলায় তাদের আনন্দ ও উৎসাহের মাত্রা কতটা। নির্বাচনে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৮ টি আসনের জন্য মোট প্রার্থী ছিল ১৭ জন। এদের মধ্যে ৮ জন ছাত্রী ও ৯ জন ছাত্র। এক প্রার্থী ইরফান আহমেদ জানায়, 'গত শনিবার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলাম। তারপর থেকে গত কয়েকদিন রীতিমতো বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমার ভোটারদের কাছে ভোট চেয়ে প্রচার করেছি। ভোটে জিতলেই মন্ত্রী হব।'

শুধু ইরফান নয়, ১৭ জন প্রার্থীই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার করেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানালেন, 'ভোটে যারা জিতবে তারা প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পরিবেশ মন্ত্রী সহ ৮টি পূর্ণমন্ত্রীর পদ পাবে। শিক্ষকদের পাশাপাশি এই বিদ্যালয় পরিচালনায় মন্ত্রী পরিষদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

বাবলু ও রোহনের খোঁজে নেপালে গোয়েন্দারা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৭ জানুয়ারি : বাবলা খুনে অন্যতম অভিযুক্ত বাবলু যাদব ও কৃষ্ণ ওরফে রোহন রজক এখনও অধরা। পুলিশ তদন্তে নেমে একটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই মোবাইলের সূত্র ধরে দেখতে পাচ্ছে ওই দুই মূল অভিযুক্ত কখনও বিহার, কখনও ঝাড়খণ্ডে, কখনও বা নেপালে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে বাবলু ও রোহনকে ধরতে নেপাল সহ বিভিন্ন রাজ্যে জাল ফেলেছেন গোয়েন্দারা। এই প্রসঙ্গে এপিপি দেবজ্যোতি পাল জানিয়েছেন, 'পলাতকদের খোঁজে পুলিশের কয়েকটি দল বিভিন্ন রাজ্যে গিয়েছে।'

এদিন খুনে ব্যবহার করা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশ। ধৃত রোহনের দিদার বাড়ি ঝলঝলিয়া থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। মালদা আদালতের সিজেএম কোর্টের এপিপি দেবজ্যোতি পাল জানিয়েছেন, 'ধৃত মহম্মদ আবদুল গনিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করেছে।'

উল্লেখ্য ১৫ জানুয়ারি বাবলা সরকার খুনের তদন্ত গুটিয়ে আনতে জেল হেপাজতে থাকা অন্যতম অভিযুক্ত মহম্মদ আবদুল গনিকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়। সেদিন এপিপি আরও জানিয়েছিলেন, বাবলা সরকার খুনে ব্যবহার করা হয়েছিল পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র। যার মধ্যে উদ্ধার হয়েছে তিনটি। বাকি দুটি এখনও উদ্ধার হয়নি। এর মধ্যে একটি রয়েছে আবদুল গনির হেপাজতে। অন্যটি রয়েছে দুই পলাতকের মধ্যে একজনের কাছে। এরপরেই পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে সেটি উদ্ধার করে।

বৃহস্পতিবারের মতো শুক্রবারও মালদা আদালতে ভার্চুয়াল শুনানি হয়। ওই শুনানির পর ফের মহম্মদ আবদুল গনির জেল হেপাজত হয়। এপিপি দেবজ্যোতি পাল জানিয়েছেন, 'মহম্মদ আবদুল গনি সহ সকলের পরবর্তী মামলার তারিখ পড়েছে ৩১ জানুয়ারি।'

যদিও বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় এখনও বড় মাথার খোঁজ ছাড়েননি গোয়েন্দারা। শোনা যাচ্ছে ধৃত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি গোপন জবানবন্দি দিতে পারেন বড় মাথার সন্ধান দিতে। অন্যদিকে, খুনের মোটিভ নিয়েও কিন্তু এখনও স্পষ্ট কোনও সূত্র পাননি গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, খুনের পিছনে থাকতে পারে ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন, এলাকা দখলের লড়াই কিংবা মাদক কারবারিদের যোগ। যদিও এদিন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের সঙ্গে দেখা করেন বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকার। তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। যদিও রাজীব কুমারের সঙ্গে কি কথা হল তা জানাতে অস্বীকার করেন চৈতালি সরকার। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, চৈতালিদেবী কি ডিজির কাছে বড় মাথার সন্ধান দিয়েছেন? কারণ, আগামী ২১ জানুয়ারি মালদায় আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই সফরের আগেই বাবলা সরকার খুনের তদন্ত শেষ করতে চাইছে পুলিশ।

বাবলা খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

বইমেলায় নিজের আনন্দে খুদে। শুক্রবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

পরিত্যক্ত শিশুকন্যা চাইল্ডলাইনে

মানিকচক ও হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ জানুয়ারি : তিন বছরের এক শিশুকন্যা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল মানিকচকে। বুধবার রাতে এই শিশুকন্যাটি উদ্ধার হয় এনায়েতপুর অঞ্চলের শেখপুরা মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায়। রাস্তার ধারে বসে একা কাঁদতে দেখা যায় শিশুটিকে। বর্তমানে শিশুটি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির হেপাজতে রয়েছে।

মানিকচক থানার অন্তর্গত শেখপুরা মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে এক অজ্ঞাতপরিচয় শিশুকন্যার কান্নার শব্দ শুনতে পান বেশ কিছু এলাকাবাসী। সেখানে ছুটে গিয়ে দেখেন প্রায় তিন বছরের এক শিশুকন্যা পড়ে রয়েছে সেখানে। তারা শিশুটিকে উদ্ধার করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয় নিখোঁজ হওয়া শিশুর ছবিটিও। বিষয়টি জানানো হয় মানিকচক থানার পুলিশকেও। পরবর্তীতে মানিকচক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে ও মালদা চাইল্ডলাইনে রাখার ব্যবস্থা করেন।

পাশাপাশি, জলাশয় থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ল হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায়। শুক্রবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন সামুখা রেলগেটের কাছে একটি জলাশয়ে ওই ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। ওই ব্যক্তির নাম ইমলি কুজুর। বাড়ি আসামের তিনসুকিয়া।

জাতীয় সড়কে আবার দুর্ঘটনা

পুরাতন মালদা, ১৭ জানুয়ারি : দ্রুতগতিতে কালিয়াচকগামী একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল। দুর্ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে, পুরাতন মালদার সাহাপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বালা সাহাপুরে। গাড়িটি ডিভাইডার পার করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। দুর্ঘটনায় গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। গাড়িতে ছিলেন চালক সহ দুজন। ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর নেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পরে চালক পালিয়ে যায়। অতিরিক্ত গতির কারণে ওই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয়দের ধারণা, চালক সহ যাত্রীরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। দুর্ঘটনার ফলে বাইপাসে যানজট তৈরি হয়। রাতেই মালদা থানা থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। চালকের খোঁজ শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত

হিলি ও বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : বাংলাদেশে পাচারের আগে নিষিদ্ধ কাফ সিরাফ বাজেয়াপ্ত করল হিলি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, নেশা জাতীয় দ্রব্য পাচারের জন্য হিলি সীমান্তের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওই খবরের ভিত্তি করেই একটি স্পেশাল দল তৈরি করে পুলিশ। হিলির ত্রিমোহিনীর ধলপাড়ায় একটি গাড়ি আটক করে তারা তল্লাশি শুরু করে। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় ২০০টি নিষিদ্ধ কাফ সিরাফ। গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে চক্রের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'আমাদের কাছে খবর আসে বাংলাদেশে পাচার করা হবে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। হিলি থানার আইসির নেতৃত্বে একটি দল গঠন করে তল্লাশি শুরু হয়। ধলপাড়ায় একটি গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে ২০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাফ উদ্ধারহয়। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কেউ ধরা পড়েনি। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

অনুপ্রবেশকারীর জন্য নির্দেশ রায়গঞ্জের বিচারকের

বয়স জানতে হাড়ের পরীক্ষা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : হাড়ের পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ। বিরলতম ওই নির্দেশ দিলেন রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সিজেএম কোর্টের বিচারক। ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তিন বাংলাদেশির মধ্যে একজনের ব্যাপারে ওই আদেশ আদালতের।

কাঁটাতারের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসার অভিযোগে তিন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ। তাদের মধ্যে একজন নাবালক বাংলাদেশি হলেও ধৃতকে ১৮ বছরের তরুণ হিসাবে আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের নাম ইসমাইল হক। বাড়ি বাংলাদেশের হরিপুর থানার কুশগাঁও গ্রামে। ধৃত তরুণ এদিন অর্থাৎ শুক্রবার বিচারকের কাছে আবেদন করেন তার বয়স ১৮ বছর হয়নি। সে নাবালক। তার বয়স ১৭ বছর। দয়া করে তাকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পাঠানো হোক। কিন্তু ধৃতদের কাছে বাংলাদেশের বয়সের প্রমাণপত্র না থাকায় বিচারক ওসিফিকেশন টেস্টের নির্দেশ দিলেন।

কী এই ওসিফিকেশন টেস্ট? চিকিৎসকদের মতে এটি হল এমন পরীক্ষা যা বয়স নির্ধারণের জন্য হাড় বিশ্লেষণ করে। ওই পরীক্ষায় বয়স নির্ধারণের জন্য শরীরের নির্দিষ্ট কিছু হাড় যেমন কলারবোন, বুকের মাঝখানের হাড়, পেলভিসের এক্সরে নেওয়া হয়। শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ওসিফিকেশন প্রক্রিয়া হাড়ের বৃদ্ধির অগ্রগতি প্রতিফলন করে। এই পরীক্ষাটি সাধারণত ফরেন্সিক বিজ্ঞান এবং আইনগত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

ওই পরীক্ষার মাধ্যমেই ধৃত বাংলাদেশির বয়স নির্ধারণ হবে বলে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে। রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃত বাংলাদেশি আসামি বিচারকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তার ভিত্তিতে বিচারক ওসিফিকেশন টেস্টের নির্দেশ দিলেন শুক্রবার। ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসের সরকারি আইনজীবী ওয়াহেদুর রহমান বলেন, 'রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সিজেএম কোর্টের বিচারক যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বিরল। এই প্রথম সিজেএম কোর্টে পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন। ফলে ওই আসামির বয়স পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে।'

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ থানার মালদোখণ্ড বিওপির সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পাঁচজন বাংলাদেশি। তাদের আশ্রয় দেয় ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের তাজপুরের বাসিন্দা গুলজার আলি ও মোস্তাক আলি। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তিনজন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করলেও বাকি দুজন সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ধৃতরা হল রানা পারভেজ, মোহাম্মদ মুসারুল, এমডি ইসমাইল হক। কিন্তু তিনজনকেই তরুণ হিসাবে আদালতে পেশ করা হয়।

অভিযোগ, ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ ইসমাইল হক পুলিশকে বারবার তার বয়স ১৭ বললেও পুলিশ ১৮ বছর বয়স উল্লেখ করে সিজেএম কোর্টে পাঠায়। এরপর ধৃত বাংলাদেশি মহম্মদ ইসমাইল হক বিচারকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারক এমডি ইসমাইল হকের ওসিফিকেশন টেস্টের নির্দেশ দেন। এই টেস্টে যদি নাবালক প্রমাণিত হয় ইসমাইল তাহলে এই মামলা স্থানান্তরিত করা হবে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় অবস্থিত জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশিরা জেরায় স্বীকার করে তাদের হরিয়ানায় একটি নির্মাণ সংস্থায় কাজ করতে যাওয়ার কথা ছিল। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাজপুরের এক বাড়ি থেকে ওই তিন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে। এই প্রসঙ্গে মহম্মদ ইসমাইল হকের আইনজীবী বলেন, ধৃতের বয়স ১৭ বছর, নাবালক, পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে সাবালক করে আদালতে পাঠিয়েছে। সেই কারণেই সিজেএমের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

বিচারে বিজ্ঞান

- ওসিফিকেশন টেস্টের মাধ্যমে হবে বয়স নির্ধারণ
- এটি এমন এক পরীক্ষা, যা হাড়ের বিশ্লেষণ করে বয়স বলে দেয়
- এই পরীক্ষায় শরীরের নির্দিষ্ট কিছু হাড় যেমন কলারবোন, বুকের মাঝখানের হাড়, পেলভিসের এক্স-রে নেওয়া হয়
- শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ওসিফিকেশন প্রক্রিয়া হাড়ের বৃদ্ধির অগ্রগতি দেখায়
- সাধারণত ফরেন্সিক বিজ্ঞান এবং আইনগত ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা হয়

শ্লীলতাহানিতে বৃদ্ধের জেল, জরিমানার সাজা

বুনিয়াদপুর, ১৭ জানুয়ারি : একটি শ্লীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল গঙ্গারামপুর আদালত। সাজা হয়েছে এক বছরের জেল, সেই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা। সরকারি আইনজীবী বিনয়কুমার দাস জানিয়েছেন, গঙ্গারামপুর থানা এলাকার বিমল রায়ের (৭০) বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের হয়। সেই সঙ্গে অনধিকার প্রবেশ ও হুমকির অভিযোগ দায়ের হয়। মামলাও শুরু হয়। উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক মোস্তাক আলম। সাজা ঘোষণা হয় বুনিয়াদপুর জেএম আদালতে। আইনজীবী বিনয়কুমার দাস সাজার কথা জানাতে গিয়ে বলেন, বিমল রায়ের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় এক বছরের জেল, সেই সঙ্গে দু'হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিনমাসের জেল, ছয় মাসের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের জেল, ছয় মাসের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেছে আদালত। অনাদায়ে আরও এক মাসের জেল ধার্য হয়েছে।

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পঞ্জিকা
TRADE MARK REGISTERED

সর্বাধিক প্রচলিত

ধান না কেনায় আত্মহত্যার হুমকি চাষিদের

তনয়কুমার মিশ্র

মোথাবাড়ি, ১৭ জানুয়ারি : একে নেই সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্র। তারওপর যাদের ধান কেনার দায়িত্ব, তারা চাষিদের থেকে ধান কেনার পরিবর্তে ধান কিনছেন এক শ্রেণির ব্যবসায়ীদের থেকে। সমস্যার সমাধান না হলে চাষিরা আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন। শুক্রবারের ঘটনা, মোথাবাড়ির।

বাংলায় বিভিন্ন ব্লকে সরকারিভাবে ধান ক্রয়কেন্দ্র থাকলেও মোথাবাড়িতে নেই। অস্থায়ীভাবে কৃষকদের থেকে সরকারি মূল্যে ধান কেনার কথা কালিয়াচক ২ নং অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটির। এই সমবায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে চাষিদের থেকে ধান কেনার পরিবর্তে এই সমবায় ধান কিনছে ব্যবসায়ীদের থেকে। এছাড়াও, ওজনে কুইন্টাল প্রতি ৫/৭ কেজি কারচুপি করার অভিযোগ রয়েছে। ধান কেনার জন্য চাষিদের ঘোরানো হচ্ছে।

সম্প্রতি শতাধিক কৃষক লিখিতভাবে জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার কাছে এই সোসাইটির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। মোথাবাড়ির মেহেরাপুর, চাঁদপুর, ধরমপুর, কুড়িয়াটার কৃষকরা অভিযোগপত্রে লিখেছেন, সমস্যার সমাধান না হলে তাঁরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন বলে জানিয়েছেন। কৃষকরা অভিযোগের প্রতিলিপি বিডিওকে দেন।

কৃষক আসাদুল হক বলেন, 'মোথাবাড়িতে স্থায়ী ধান ক্রয়কেন্দ্র নেই। সমবায়ের মাধ্যমে ধান বেচাকেনা হয়। সমিতি কৃষকদের কাছে ধান না কিনে দালাল ও ব্যবসায়ীদের থেকে ধান কিনে নিচ্ছে।'

একই অভিযোগ করেন কৃষক ইরশাদ আলি। তাঁর কথায়, 'মোথাবাড়ির শতাধিক কৃষক ধান বিক্রি করতে পারছে না। বাজারে দালালদের কাছে ১৯০০ টাকায় ধান বিক্রি করতে হচ্ছে। এরকম হতে থাকলে আমরা আগামী বছর ধান চাষ বন্ধ করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেব।'

> মোথাবাড়ির শতাধিক কৃষক ধান বিক্রি করতে পারছেন না। বাজারে দালালদের কাছে ১৯০০ টাকায় ধান বিক্রি করতে হচ্ছে। এরকম হতে থাকলে আমরা আগামী বছর ধান চাষ বন্ধ করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেব।
>
> **ইরশাদ আলি, কৃষক**

বিষয়টি নিয়ে কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের এডিও মোঃ খুরশিদ আলম জানান, 'বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এনেছি।' কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের বিডিও বিপ্রতিম বসাক জানিয়েছেন, 'কৃষকদের দাবি লিখিতভাবে পেয়ে সমস্যাটি কৃষি দপ্তর ও জেলা শাসককে জানিয়েছি। সমিতি সঠিকভাবে ধান ক্রয় করছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা সন্দীপ ঘোষ - কে 20.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91K 55612 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছি, কারণ আমাদের এলাকায় আমি ডিয়ার লটারির বেশ কিছু বিজয়ীদের দেখেছি। কিঞ্চিত পরিমাণ কিছু অর্থ খরচ করে ডিয়ার লটারির একজন বিজয়ী হওয়া সম্ভব হয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পিএইচই'র জল অমিল

অবরোধ মালতীপুরে

সামসী, ১৭ জানুয়ারি : পিএইচই'র নতুন পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। পাইপলাইন বসানোর ফলে পিএইচই'র পুরোনো পাইপ ফুটো হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। যার ফলে টানা চারদিন ধরে অমিল পানীয় জল। পানীয় জলের দাবিতে এদিন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল-২ ব্লকের মালতীপুরে। শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে সকাল ১০টা অবধি টানা দুই ঘণ্টা সামসী-চাঁচল রাজ্য সড়কের মালতীপুর বাসস্ট্যান্ড ও মালতীপুর বাইপাসের ট্রাফিক মোড় এই দুই জায়গায় পথ অবরোধ করে মালতীপুরের শতাধিক পুরুষ ও মহিলা। পথ অবরোধের ফলে রাজ্য সড়ক ও বাইপাসে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। অবশেষে পুলিশের সুষ্ঠু আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা।

আরেক বাসিন্দা মানসী দাসের বক্তব্য, 'পিএইচই'র তরফে এলাকায় ১৩ জানুয়ারি মাইকিং করে বলা হয় পিএইচই'র নতুন পাইপলাইন বসানোর জন্য ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি দুদিন এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ থাকবে। কিন্তু দুদিন তো দূরের কথা ১৬ জানুয়ারি পেরিয়ে গেলেও পানীয় জল পরিষেবা দেওয়ার ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই পিএইচই দপ্তরের।' চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'পিএইচই দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিডিও সাহেবের নির্দেশে শুক্রবার দুপুর থেকে অস্থায়ীভাবে এলাকার বাসিন্দাদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছেন পিএইচই দপ্তর।'

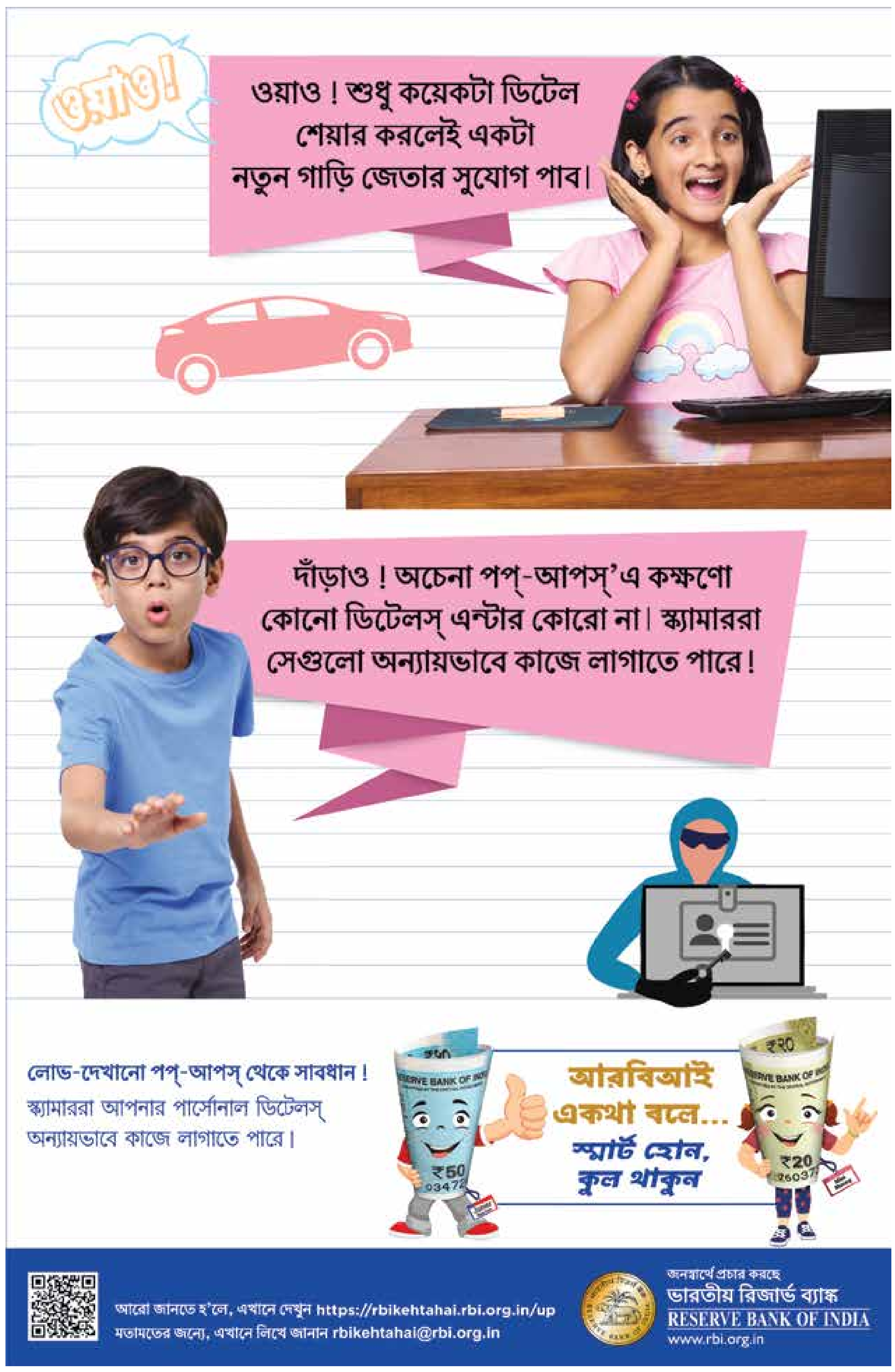

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৪০ সংখ্যা, শনিবার, ৪ মাঘ ১৪৩১

রাহুর গ্রাস

শান্তিতে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার যে পথে হাঁটছে, তাতে আগামীদিনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। গত পাঁচ মাস ধরে পড়শি দেশটির মতিগতিতে স্পষ্ট, তারা দ্রুত পাকিস্তানের দোসর হচ্ছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ জিতে যে দেশের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ, সেই পাকিস্তান এখন ইউনূসের বন্ধু। মুখে ভারত-প্রীতির কথা বলা হলেও ইউনূস সরকারের মতিগতিতে ভারত-বিদ্বেষ ফুটে উঠছে।

শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর দেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারকে মুছে দেওয়ার দক্ষযজ্ঞ চলছে। ভারতে আশ্রিত মুজিব-কন্যা এবং তাঁর দল আওয়ামি লিগকে গণশত্রুতে পরিণত করার প্রক্রিয়া চলছে জোরকদমে। এবার সংবিধান সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে, বাংলাদেশের নাগরিকরা আর বাঙালি জাতি বলে নিজের পরিচয় দেবে না। বাংলাদেশি হবে তাঁদের নতুন পরিচয়।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের এমন সুপারিশ বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলে আঘাত। যে বাঙালি জাত্যভিমানকে পুঁজি করে মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই জাত্যভিমানকেই মুছে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট ওই সুপারিশে। যার অর্থ, এরপর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাই শুধু বাঙালি জাতির তকমা নিয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের বাঙালিদের থাকবে শুধু বাংলাদেশি পরিচয়।

এর আগে বঙ্গবন্ধুর জাতির পিতা তকমা কেড়ে নিয়েছে ইউনূস সরকার। এবার বাঙালি পরিচয়ে কোপ বসাতে চায়। এই পথে এগোলে আগামীদিনে সংস্কারের নামে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার অস্তিত্ব বিপন্ন হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সংস্কারের নামে বাংলাদেশ নাম থেকে সংবিধানে গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দটি বাদ দিয়ে জনগণতন্ত্রী আরোপের চেষ্টা চলছে। এতদিন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। শুধু গণতন্ত্রকে রেখে বাকি তিনটি নীতি বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন।

বদলে যে পাঁচটি মূলনীতি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলি হল সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র। এমন পরিবর্তন-স্পৃহা দেশটির ভবিষ্যতের পক্ষে অশনিসংকেত বয়ে আনছে। কট্টরপন্থী মৌলবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত ইউনূস সরকার যেন বাংলাদেশের আত্মপরিচয়কে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাচ্ছে। একদিকে পাকিস্তান-প্রীতি, অন্যদিকে ভারত বিদ্বেষ- দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশের নতুন চেহারা সামনে আনছে।

এতে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং চেতনা, দুটোই অস্তিত্ব সংকটে। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সবই মুছে যেতে বসেছে। যাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া হচ্ছে না। অতিরিক্ত ভারত বিদ্বেষ যেমন পাকিস্তানের প্রধান সম্বল, ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশও সেই পথে এগিয়ে চলেছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সেদেশের মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে। সেই ক্ষোভের যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের পথ খোলাই আছে।

গণতন্ত্রে শাসকের বিরুদ্ধে আমজনতার অসন্তোষ, অনাস্থা প্রকাশের মাধ্যম হল নির্বাচন। এই জনমতের শক্তি এতই যে, ক্ষমতাধরদের অনায়াসে সিংহাসনচ্যুত করা যায়। বাংলাদেশে এখন যাঁরা গণতন্ত্রের কথা বলছেন শাসকের গদিতে বসে, তাঁরা কিন্তু সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। ইউনূস সরকার জনতার ভোটে নির্বাচিত নয়। জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করার বাধ্যবাধকতা সরকারের নেই।

সেই সুযোগে বাংলাদেশের ইতিহাস, জাতিসত্তা, সংবিধান ওলটপালট করে দেওয়া হচ্ছে, যার এক্তিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের আছে কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অন্তত সাংবিধানিকভাবে যে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই দেশ ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছে। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন বাড়ছে। যদিও সরকার মুখে সততা, শান্তি, গণতন্ত্রের কথা বলে চলেছে। বাংলাদেশে যে অস্থিরতার জন্ম হচ্ছে, তার ক্ষত নিরাময় সহজ নয়।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

'আদিবাসী' কাণ্ডে হাসিনা-ইউনূস এক

৫টি গাছের পাতায় লেখা ছিল মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, আদিবাসী। 'আদিবাসী' শব্দ নিয়ে তোলপাড় বাংলাদেশ।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিদ্বেষ বিষের বাংলাদেশে অন্যতম আলোচিত শব্দ এই মুহূর্তে কী?

অনেক শব্দ উঠে আসতে পারে। অন্তর্বর্তী, উপদেষ্টা, মৃত্যু, বিশৃঙ্খলা, হামলা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, প্রতিহিংসা।

এই সমস্ত শব্দমালাকে হারিয়ে আপাতত উঠে আসছে নেহাত সহজ একটি শব্দ। আদিবাসী।

আদিবাসী শব্দকে কেন্দ্র করে একাধিক সংস্থা তৈরি হয়েছে সে দেশে। সেই শব্দটি ঘিরে রাস্তায় মারপিট চলছে নতুন করে। নতুন পথে প্রতিবাদের কেন্দ্রে ওই শব্দ।

হাসিনার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পর দুটো জিনিস দেখার ছিল। জিনিস শব্দটা ভুল লেখা হল। ওটা আসলে হবে, দুটো প্রশ্ন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার দিন শেষ হবে কি? থেমে যাবে বিচারবহির্ভূত পিটিয়ে হত্যা?

দেখা যাচ্ছে, ওসব থামার নয়। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার আদালতেই হওয়া দরকার। তা শোনা হলে তো? তাই মারপিট লেগেই রয়েছে।

আদিবাসী শব্দ নিয়ে যা হল। ঘটনাগুলো লেখার আগে বলে রাখা ভালো, বাংলাদেশে হিন্দু বা ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমরাই যে ভয়ংকর বিপদে, তা নয়। এখনকার পরিস্থিতিতে মারাত্মক সমস্যায় পাহাড়ি মানুষও। আদিবাসী বিতর্ক সেটাই বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পদে পদে।

বাংলাদেশিদের কাছে বাংলা ভাষা কৃতজ্ঞ থাকবে একটা কারণে। প্রচলিত অনেক ইংরেজি শব্দের বাংলা করে চমকে দিয়েছেন সেখানকার লেখক ও সাংবাদিকরা। বিদেশে বাংলার প্রচারে ওঁরাই অনেক সক্রিয়। আমরা পশ্চিমবঙ্গ বা বরাকের বাঙালিরা যা পারিনি।

যেমন ধরুন খুদে বার্তা (এসএমএস), অন্তর্জাল (ইন্টারনেট), উইকিঅভিধান' (উইকিপিডিয়া), মুঠোফোন (মোবাইল), মুখবই বা বদনবহি (ফেসবুক), দূরালাপনী (টেলিফোন) গোপন সঙ্কেত (পাসওয়ার্ড), নামজারি (মিউটেশন)। ওপারে মুঠোফোন শব্দটা নাকি বিশিষ্ট কবি নির্মলেন্দু গুণের তৈরি।

এঁরাও এখন দু'একটা শব্দের বাংলা করতে পারছেন না। যেমন মব জাস্টিস। বা মব লিঞ্চিং। যা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে একেবারে পরিপূরক হয়ে উঠেছে। বিএনপি, জামায়াতেরা এখন আওয়ামি লিগ সমর্থক দেখলেই একটা কাজ করছে। আগে মারো, আধমরা করে দাও। তারপর দেখা যাবে।

মব জাস্টিসের বাংলা দাঁড়াচ্ছে 'দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা'। তবে মব জাস্টিস এবং মব লিঞ্চিংয়ের ভয়াবহতার কাছে 'দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা' শব্দটা দাঁড়াচ্ছে না। ঘটনাটাকে ভালোভাবে প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

আদিবাসী শব্দ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে সেখানে শুরু হয়ে গিয়েছে নতুন আন্দোলন।

ব্যাপারটা কী? কিছুই না। ক্লাস নাইন এবং টেনের একটা বই রয়েছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি। সেই বইয়ের পিছনের প্রচ্ছদে 'আদিবাসী' শব্দ নিয়ে একটি গ্রাফিতি আঁকা হয়েছিল। ছবিতে গাছের পাঁচ পাতায় লেখা ছিল মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধের সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাম। লেখা ছিল-- পাতা ছেঁড়া নিষেধ। জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনে এই প্রতীক প্রতিবাদীদের হাতে হাতে ঘুরছিল।

হঠাৎ সাড়ে পাঁচ মাস পর উগ্র জাতীয়তাবাদী সংস্থা 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'র তরফে প্রতিবাদ জানানো হল-- কেন আদিবাসী নামটা রাখা হবে? আন্দোলন শুরু হল। এসব দেখে সরকার করল কী, দিল আদিবাসী শব্দটি মুছে। কেন একটা উগ্রপন্থী সংগঠনের কথায় এতদিন বাদে সব পালটে দেওয়া হল, প্রশ্ন তো উঠবেই।

পাঠ্যবইয়ের পিডিএফ সংস্করণ থেকে পুরোনোটি সরিয়ে বানানো হল নতুন এক গ্রাফিতি। এবার পালটা প্রতিবাদ শুরু 'সংক্ষুব্ধ আদিবাসী ছাত্র-জনতা' সংগঠনের। এক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, যা হচ্ছে-- ঢুকে পড়েছে রাজনৈতিক দল এবং পুলিশ। পুলিশের হাতে মার খেয়েছে আদিবাসী ছাত্র-জনতা। বাংলাদেশে ইদানীং সবচেয়ে বড় সমস্যা, ছাত্রদের নাম করে কিছু রাজনৈতিক দলের নেতারা সংগঠনে ঢুকে পড়েছেন। যত সমস্যা সেখানেই। ছাত্র আন্দোলনের লাটাই শুধুই ছাত্রদের হাতে থাকছে না।

আমাদের এই বাংলায় এ জিনিস নতুন নয়। অনেক ছাত্র সংগঠনের নেতা হিসেবে এমন অনেককে দেখা গিয়েছে, যাঁরা বহু আগে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছেন। বিয়ে হয়েছে, সন্তানও হয়ে গিয়েছে। তবু তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে স্থায়ী ঘর থেকে গিয়েছে। তাঁদের নামের সামনে এখনও ছাত্র নেতা বিশেষণ বসে। ডান-বাম সব দলেরই এই রোগ ছিল।

এই মুহূর্তে ছাত্র রাজনীতি অনেকটা আড়ালে। সব পার্টির ছাত্র সংগঠন রয়েছে নাম কা ওয়াস্তে। একজন ভালো নেতা নেই, যাকে দেখে আশ্বাস জাগবে মনে। হালে ডাক্তারদের মধ্যে অনেককে নেতার ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। তাঁরাও ঠিক ভরসার নন। পড়াশোনা এমন চাপের এখন, দুটো ক্লাসে না যেতে পারলেই পিছিয়ে পড়তে হয় অনেকটা। সেখানেই যারা আন্দোলনে নামছে, ধরে নিতে হবে, পড়াশোনা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই।

বাংলাদেশেও তাই। এত আন্দোলন করলে পড়াশোনা হবে কখন? অশেষ দুর্নীতিগ্রস্ত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ছাত্র নেতারা আন্দোলনে নেমেছিলেন খুব ভালো কথা। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে আন্দোলন করায় তাঁদের পথ এখন হাইজ্যাক করে নিয়েছে মৌলবাদীরা। আওয়ামি লিগের নেতা, কর্মীরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন দেশে, বিদেশে। জানেন, নিজের বাড়িতে থাকলে যখন-তখন মব লিঞ্চিংয়ের শিকার হতে পারেন। দেশের বাইরে আত্মগোপন করে, সেখান থেকে জনসংগঠন তৈরি করা খুব কঠিন। ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটারে লিখে আন্দোলন করা কি সহজ?

আদিবাসী বিতর্কে আসা যাক।

ঢাকা মোতিঝিলের কাছে ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সটবুক বোর্ড অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন আদিবাসীরা। তাদের ওপর লাঠি, ক্রিকেটের স্টাম্প নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা।

আক্রমণকারীদের লাঠি, উইকেটের মাথায় আবার লাগানো ছিল বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। সেগুলো নিয়েই তারা তেড়ে আসে। আহত হয়েছেন জনা পঁচিশ। জাতীয় পতাকার এমন অপব্যবহার ভাবা যায় না। পুলিশও তাদের সঙ্গে ছিল।

রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তাঙ্গচেঙ্গিয়া, ইসাবা সুহরাট, রেঙ্গিয়ন ম্রো, ডন জেত্রা, ফুনতোনো চাকমা--- আক্রান্ত নামগুলো শুনলেই বুঝতে পারবেন, এঁরা কোন সম্প্রদায়ের। হিন্দুও নন, মুসলিমও নন। পাহাড়ি জনজাতির মুখ। পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট বা ময়মনসিংহের কিছু অঞ্চলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা অন্তত ৩০ লাখ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সব সময় মারাত্মক স্পর্শকাতর এলাকা।

আদিবাসী শব্দটি নিয়ে বিতর্ক কিন্তু নতুন নয় বাংলাদেশে। প্রতি বছর ৯ জুন রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করে। হাসিনা সরকার সেখানে কোনওভাবেই মানতে চায় না আদিবাসী শব্দ বলে কিছু রয়েছে। হাসিনা সরকারের প্রধান ভাষ্য ছিল রীতিমতো বিতর্কজাগানিয়া। তাদের বক্তব্য, তথাকথিত বাংলাদেশি আদিবাসীরা এখানকার আদি বাসিন্দা নন। তাঁরা এখানকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। এটুকুতেই থেমে যায়নি সরকার। বছর তিনেক আগে বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয় সব সংবাদমাধ্যমকে চিঠি দিয়ে রীতিমতো নির্দেশ দিয়েছিল, আপনারা কখনও 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করবেন না।

হাসিনা সরকারের পর্যবেক্ষণ বলেছিল, বাংলাদেশের সংস্কৃতি বা ইতিহাস চার হাজার বছরের পুরোনো। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকজন বাংলাদেশে আসা শুরু করেন ১৬ শতকে। মায়ানমার-কম্বোডিয়াই এঁদের আদিবাড়ি। তাই তাঁরা আদিবাসী নন। হাসিনা সরকারের দ্বিতীয় যুক্তিতে ছিল আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ। বক্তব্য ছিল : আদিবাসী হতে গেলে কলোনিয়াল বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কলোনাইজেশন হতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে তেমন কিছু হয়নি। আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় যাঁদের আদিবাসী বলা হয়, তাঁদের সঙ্গে বাংলাদেশের তথাকথিত আদিবাসীদের মেলানো যায় না।

এই একটা ব্যাপারে হাসিনা ও ইউনূস সরকার দেখা যাচ্ছে একমত। অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য। তবে সত্যি।

হাসিনার পলায়নের পর বাংলাদেশের আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অলিক মৃ আবার সাংবাদিক ও উপদেষ্টাদের অনুরোধ করেছিলেন, তাঁদের যেন আদিবাসী বলেই সম্বোধন করা হয়। বলেন, 'বাঙালির বাইরেও বাংলাদেশ নামক বাগানে আরও ৫৪টি রং ও ঘ্রাণের পুল রয়েছে। এটাই আমাদের দেশের অন্যতম সৌন্দর্য।'

৫৪ সংখ্যাটা কত ঠিক জানি না। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সমীক্ষা বলছে, বাংলাদেশে ৪১টি ভাষা। তার মধ্যে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ৩৪টি। পাশাপাশি অন্য একটা তথ্য অবাক করার মতো। পদ্মাপারে খাসি, বম বা সাঁওতালের মতো কিছু ভাষা ইংরেজির মতো রোমান হরফে লেখা হয়। হাজং, মালতোর মতো ভাষা লেখা হয় বাংলা হরফে। আবার চাকমা, মারমা, চাক, মণিপুরি, ম্রো, খেয়াংয়ের মতো আছে নিজস্ব বর্ণমালা। এদের আবার লিখিত রূপ না থাকায় বাংলার চাপে হারিয়ে যেতে বসেছে।

বিবিসিতে যেমন পড়ছিলাম, শ্রীমঙ্গল উপজেলার বাংলাদেশি মণিপুরি থৌদাম বৌলির কথা। তিনি আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলেন। অথচ জানেন না, কথাগুলো কীভাবে লিখবেন। নিজস্ব বর্ণমালার বই-ই যে নেই। ভারতীয় মণিপুরিদের এই সমস্যা নেই। তাঁরা মণিপুরিতে বলেনও, লেখেনও। মণিপুরি মানে এখানে বলছি মেইতেইদের কথা। তাদের বর্ণমালা বাংলার মতো।

বাংলাদেশে আদিবাসী বিতর্ক এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলো ফেলেছে। স্পষ্টতর হচ্ছে আর এক বেদনাদায়ক বাস্তব। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিমদের পাশাপাশি কত সম্প্রদায়ের মানুষ কতরকম সমস্যায়। আমাদের ভারতে তো এই ধরনের আদিবাসীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

আমরা কি নিয়মিত এই সরল মানুষগুলোর মন ও হৃদয়ের খোঁজ নিয়ে থাকি?

আজ

২০১৮

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ির।

২০২২

হাঁদাভোঁদা, বাঁটুলের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

প্রথম দেখার পর অত রাতে সইফ আলি খানকে চিনতে পারিনি। হাসপাতালে পৌঁছে উনি গার্ডকে যখন বললেন, আমি সইফ আলি খান, তখন চিনতে পারলাম। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল পোশাক। একবার বললেন, কত দূরে হাসপাতাল? আমি ওঁদের কাছে কোনও টাকা চাইনি।

- ভজন সিং রানা (অটোচালক)

ভাইরাল/১

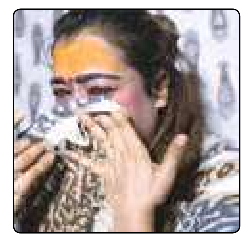

মহাকুম্ভে চর্চায় থাকা 'সুন্দরী সাধ্বী' হর্ষ রিচারিয়ার কান্নার ভিডিও ভাইরাল। কুম্ভমেলায় প্রবেশের সময় নিরঞ্জনী আখড়ার রথে বসা ও তাঁর পোশাক নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। যার জেরে, চোখের জলে কুম্ভ ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন রিচারিয়া।

ভাইরাল/২

গয়ি ভৈস পানি মে। তবে জলে নয়, এবার ঘরের চালে। মাথার ওপর মোহিষকে দেখে এক মহিলা ভয়ে ঘর থেকে বাইরে পালিয়ে আসেন। কীভাবে মোহিষটি চালে উঠল, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। যমরাজের মোহিষ কি পথ ভুলেছে?

উত্তরের পাঁচালি

সংকল্পের মন্দির

উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের ২ নম্বর বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামর নামক গ্রামে রয়েছে প্রাচীন তারাসুন্দরী কালী মন্দির। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ৪৫০ বছরেরও আগে। যদিও উপযুক্ত কোনও প্রমাণ নেই। আরেকটি সূত্রে জানা যায়, ১৭৬০ সালে এটি নির্মাণ করেন বৈদ্যনাথ চৌধুরী এবং দিনাজপুরের মহারাজা। আবার কেউ কেউ বলেন কাশীঠাকুর নামক জনৈক ব্রহ্মচারী এই কালী মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। রায়গঞ্জের ইতিহাস থেকে জানা যায় নাটোরের রানি ভবানী নিজ কন্যা তারাসুন্দরীর নামে সংকল্প করে এই তারাসুন্দরী মন্দিরটি স্থাপন করেন। এই মন্দিরের ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বের কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেরিটেজ কমিশন এই তারাসুন্দরী মন্দিরকে হেরিটেজ সাইট বলে ২০১১ সালের ৩০ মে নোটিফিকেশন জারি করে। পরে সরকারি সাহায্যে মন্দিরটির সংস্কারের কাজও হয়েছে। রায়গঞ্জ মহকুমার হেমতাবাদ ব্লক থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে এই মন্দিরটি। কাছের রেলস্টেশন হল বাঙ্গালবাড়ি। এই মন্দিরের গায়ে রয়েছে অসংখ্য সুদৃশ্য নকশা। মন্দিরের চূড়ায় ৪০ ফুট উচ্চতায় অর্ধবৃত্তাকারে রয়েছে একটি গম্বুজ আর তার ওপরে একটি ঘট। মূলত টেরাকোটা শিল্পে অলংকৃত এই মন্দির। তবে শিল্পকর্মে রয়েছে পারসিক ও ভারতীয় শিল্পরীতির মিশেল। পর্যটন মানচিত্রে এই মন্দিরকে যুক্ত করে যাতে আরও ভালো করে একে সবার সামনে তুলে ধরা যায় সেই দাবি জোরালো হয়েছে।

–সুকুমার বাড়ই

নজরে।। হেমতাবাদে তারাসুন্দরী কালী মন্দির।

ছন্দের টানে

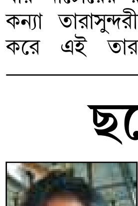

জয়া বসাক।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তরুণ প্রজন্মের কবিদের মধ্যে অন্যতম জয়া বসাক। মহারাজপুর গ্রামে বাড়ি। বিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও সাহিত্যের প্রতি জয়ার অদম্য ভালোবাসা ও নিষ্ঠা প্রচুর। কবিতা লেখা তাঁর কাছে এক অনন্য শ্রেষ্ঠ সাধনা। নিজস্ব পেশার কাজের বাইরে জয়া বেশিরভাগ সময়ই কবিতা লেখা ও সাহিত্যপাঠে মগ্ন থাকেন। জয়া ছবি আঁকতেও খুব ভালোবাসেন। তাছাড়া, একজন নিপুণ প্রচ্ছদশিল্পী। তাঁর হাতে আঁকা বইয়ের প্রচ্ছদের নমুনা দেখলে অবাক হতে হয়। ইতিমধ্যেই জয়ার দুটো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থগুলো হলো গোয়াল ফ্লানি সেতু (২০২৩), মার্টিন লুথারের গয়নাঘর। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। কবিসম্মেলন, মধ্যবর্তী, কবিতাপাক্ষিক, কবিতা আশ্রম, গদ্যপদ্যপ্রবন্ধ, নন্দন, হরিণের মতো পত্রপত্রিকায় লিখেছেন। বাবা পরিমল বসাক ও মা দেবী বসাকই মেয়ের মূল প্রেরণা।

–মানবেন্দ্র দাস

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

এত হিংসা কেন, সেই প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়

মালদা জেলার ভূগোল ও ইতিহাস দুই-ই ভিন্নমাত্রার। এখানে পরপর দুটি রাজনৈতিক খুন প্রশ্ন তুলে যায় অনেকরকম।

শুভ্র মৈত্র

দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা দৌড়াচ্ছেন প্রাণভয়ে, পেছনে বন্দুক হাতে দুই তরুণ। পরিণতির কথা বাদ দিয়েও শুধু এই একটি দৃশ্যের অভিঘাত বড় তীব্র। আগের রাত পর্যন্ত কার্নিভালের সব আলো নিজের দিকে টেনে নেওয়া অবিসংবাদী ইজারাদার বাবলা সরকার নিজের এলাকাতেই মৃত্যুভয়ে ছুটতে পারেন- এই ছবিটাই নাড়িয়ে দিল যাবতীয় বিশ্বাস।

পরের দৃশ্যটা আরও মর্মন্তুদ। নির্বিকল্প নেতা ও তাঁর সঙ্গীদের রাস্তায় ফেলে ইট দিয়ে থেতলে মারা হচ্ছে। মৃত্যু নিশ্চিত করে তবেই স্থানত্যাগ। দিন বারোর ব্যবধানে এমন দুটি দৃশ্য সমাজমাধ্যমের কল্যাণে নাড়িয়ে দিল মালদার মানুষকে। দুটি দৃশ্যের মাঝে মিল, দুটিই ঘটেছে দিনের আলোয় সকলের চোখের সামনে।

দুটি খুনের পেছনে থাকা মূল অপরাধী ধরা পড়েনি। অন্তত মানুষ বিশ্বাস করতে চাইছে না, যাদেরকে ধরা হয়েছে তারাই মূল চক্রী।

প্রাথমিক আতঙ্ক আর বিস্ময় কাটিয়ে যে প্রশ্নটা উঠে আসে, তা হল, এত হিংসা কেন? কতটা ক্ষোভ জমে থাকলে এমন নির্মম হতে পারে মানুষ! আচ্ছা এটাই কি এ জেলায় প্রথম এমন হিংসার প্রদর্শনী? তা তো নয়, কাগজ খুললেই এমন ছবি দেখতে পাওয়া যায় জেলার নানা প্রান্তে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির অভিঘাত তীব্র হওয়ার কারণ হয়তো নিহতদের পরিচয় এবং প্রত্যক্ষ দর্শন।

বরং খানিক পেছনে তাকানো যাক। উত্তর নয় দক্ষিণ নয়, মাঝখানে থাকা এ জেলার ভূগোল এবং ইতিহাস দুই-ই খানিক ভিন্নমাত্রার। যেখানে প্রধান অর্থকরী ফসলের জন্য ঘাম ঝরাতে হয় না, যেখানে কৃষিজমি অন্য যে কোনও জেলার তুলনায় কম, যেখানে বামফ্রন্টের স্বপ্নের ভূমি সংস্কার সেভাবে দানা বাঁধতে পারেনি, যেখানে রাজ্যের অধিকাংশ জেলার মতোই কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি- সেখানে দারিদ্র্য এবং ধনের তীব্র বৈষম্য মাত্রাতিরিক্ত হবে সেটা বোধহয় জানাই ছিল। সাক্ষরতার তালিকায় তলানিতে পড়ে থাকা এই ভূখণ্ডে কুসংস্কার এবং বাল্যবিবাহ বেশ শিকড় ছড়াতে পারে। নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে হতদরিদ্র মানুষ যে বেছে নেয় জমিদারবাড়ির প্রতিনিধিকে তাও যতটা সংস্কার মেনে, ততটা রাজনৈতিক কারণে নয়। আর হ্যাঁ, রাজ্যের বহু আগেই এ জেলার উন্নয়নের মডেল ব্রিজ, রাস্তা, ট্রেন, বড় ইমারত। মানবসম্পদ শব্দটা এ জেলায় এক ভিন্ন উচ্চারণ।

সময়ের সঙ্গে এই জেলার আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে, এমন দাবি করে না কেউ। হ্যাঁ, স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়েছে রাস্তা, বড় ইমারত, পুঁজি তার হাত-পা ছড়িয়েছে। কিন্তু সেটাও এক নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতে, উপভোক্তার সংখ্যা বাড়েনি। বহুজাগতিক সংস্থার বিপণি বৃদ্ধির উলটো পিঠে অবহেলায় ট্রেনে ওঠে হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের দল। শুধু অনুদানের প্রলোভন তাদের জেলায় আটকে রাখতে পারে না।

একদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অন্যদিকে নদীভাঙনের ফলে ঘরহারা মানুষের দল, জেলার ভূখণ্ডের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। আর ন্যূনতম নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের পুরসভার সংখ্যা সেই একশো বছর ধরে মাত্র দুই। স্বাভাবিকভাবেই জমির দাম আকাশছোঁয়া। এমনকি সেজন্য বলি হতে হচ্ছে আম বাগান, জলাশয়, খেলার মাঠ- সবাইকে। গড়ে উঠছে জমি কেনাবেচার এক অসাধুচক্র, উড়ছে এক বিরাট অঙ্কের হিসাববহির্ভূত টাকা। জেলার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে সরতে শুরু করেছে সরকারের হাত থেকে। সারাবছর ধরে চলা চোখধাঁধানো উৎসবগুলির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায় 'সৌজন্য'-র বহর। সরকারের পরোক্ষ মদত রয়েছে এই অনৈতিক উপার্জনে।

নিয়ন্ত্রণহীন এই অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ হিসেবে আসে এলাকা দখলের লড়াই, পথের কাঁটা সরানোর মহাভারতীয় চক্রান্ত। সাম্প্রতিক অপরাধের অপরাধীরা হয়তো ধরা পড়বে, কিন্তু অসুখের শিকড় যে ইতোমধ্যেই অনেক গভীরে প্রোথিত।

(লেখক সাহিত্যিক। মালদার বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪৩

পাশাপাশি : ১। পলাশ ফুল ৩। মাংসের কুচি দিয়ে তৈরি বড়া ৫। মনোযোগ দেওয়া, মনঃসংযোগ ৭। দূরত্ব, পার্থক্য, ভিন্নতা ৯। বাস, বাস করার উপযুক্ত স্থান, লোকালয় ১১। যার কথা লোকে প্রামাণ্য বলে মেনে নেয়, ক্ষৌরকার ১৪। ঘণ্টা, সময়, ছোট ঘটি ১৫। জাঁক, বাড়বাড়ন্ত।

উপর-নীচ : ১। ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল ২। সাঁওতালি উৎসব ৩। গল্প, বৃত্তান্ত ৪। পাগড়ি, সংগীতের বাণীবন্ধ ৬। শ্বেতগাছ ৮। কলা গাছের পাতার সঙ্গে শুকনো খোল, বাচাল, ফাজিল ১০। সুন্দ ও উপসুন্দ নামের দুই অসুরকে বধের জন্য যে অপ্সরার সৃষ্টি ১১। মুগুরজাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, অর্গল ১২। ক্ষুদ্রমালা ১৩। অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি।

সমাধান ■ ৪০৪২

পাশাপাশি : ১। গণ্ডক ৩। শেজ ৫। শের ৬। জলদ ৮। তিলেক ১০। বাটিকা ১২। ফারাও ১৪। ধাপা ১৫। লয় ১৬। লহর।

উপর-নীচ : ১। গণপতি ২। কশেরুক ৪। জম্বুল ৭। দর্প ৯। দফা ১০। বাজীপাল ১১। কামদার ১৩। রাতুল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাঘের পেটে

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির কাটামারি গ্রাম থেকে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের পেটে গেলেন অজয় সর্দার নামে এক ব্যক্তি।

উধাও শীত

মাঘের শুরুতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উধাও শীত। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় সকালে কুয়াশা থাকবে।

হলফনামা তলব

রাজ্যের বেসরকারি আইন কলেজগুলির স্বীকৃতি, পরিকাঠামো পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বার কাউন্সিলের ভূমিকা নিয়ে রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট।

রেকর্ড

এক মিনিটে ১১৬ বার পায়ের বুড়ো আঙুল ফুটিয়ে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে জায়গা হয়েছে বীরভূমের চৈতালি গড়াইয়ের। বর্তমানে তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত।

লালঝান্ডা নয়, বসুকেন্দ্রে জাতীয় পতাকা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : শুক্রবার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণবার্ষিকী। এদিন নিউটাউনে জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত গবেষণাকেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন সম্পন্ন করল সিপিএম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। সিপিএমের শীর্ষনেতৃত্ব থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফে একমাত্র কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে গবেষণাকেন্দ্রের ত্রিতল ভবনের ছাদের মাথায় লালঝান্ডা নয়, উড়ল জাতীয় পতাকা।

২০১০ সালের নভেম্বর থেকে এই ভবন তৈরির জন্য ট্রাস্ট তৈরির কাজ শুরু হয়। তারপর ৫ একর জমির ওপর ধীরে ধীরে ভবন তৈরি হতে শুরু করে। এদিন সবে প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন সারা হয়েছে। তিনতলা তৈরি হয়েছে। আরও চার ধাপ বাকি রয়েছে। একতলায় ফাইবার নির্মিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মূর্তি রাখা রয়েছে। তার পাশেই তাঁর ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী রাখা আছে। কেরলের কন্নুর থেকে উপহার পাওয়া একটি চাদর, তাঁর ব্যবহৃত সেগুন কাঠের খাটও রাখা হয়েছে। তৈরি হয়েছে জলাশয়ও। তাতে ছাড়া হয়েছে রাজহাঁস। বাংলাদেশ আবহে সম্প্রীতির বার্তা দিতে বাংলাদেশের শিল্পীকে

জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত গবেষণাকেন্দ্রের উদ্বোধন

আনার পরিকল্পনা করেছিল সিপিএম। এদিন তাঁর গাওয়া গানের মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভবন উদ্বোধন করেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সমন্বায়ক প্রকাশ কারাত। মঞ্চে ছিলেন বিমান বসু, প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত, মহম্মদ সেলিম, রবীন দেব সহ একাধিক নেতা-নেত্রী। রেজওয়ানার গানে মুগ্ধ হয়ে বাহবা দিতেও দেখা যায় তাঁদের। জ্যোতি বসুর অন্তিমযাত্রায় তাঁর মরদেহের ওপর ছিল লাল পতাকা। সেভাবেই কমরেডকে বিদায় জানিয়েছিলেন দলের নেতারা। সেই লাল পতাকার ওপর জাতীয় পতাকাও বিছানো ছিল। এদিন তাঁর নামে তৈরি গবেষণাকেন্দ্রের মাথাতেও জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যায়। দলীয় নেতাদের বক্তব্য, দলের ঊর্ধ্বে উঠে এই ভবন কাজ করবে। তাই জাতীয় পতাকা রাখা হয়েছে। কারণ, এখানে দলীয় কোনওরকম কাজকর্ম হবে না।

অভিষেকের উদ্যোগ

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় ৯ বছরের এক শিশুর ওপেন হার্ট সার্জারি হবে শনিবার। হৃদযন্ত্রে সমস্যা নিয়ে বাবার হাত ধরে ৯ বছরের শিশু আলতাফ হোসেন ঘরামি এসেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় শিবিরে। সেখানে পরীক্ষায় শিশুটির হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে। শনিবারই ১২ ঘণ্টার ওপেন হার্ট সার্জারি হবে ওই শিশুর। আলতাফের অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার সমস্ত খরচ বিনামূল্যে করানো হবে বলে অভিষেক নিশ্চিত করেছেন।

গন্তব্যের উদ্দেশে...

কুয়াশার মধ্যে ছুটে চলেছে মেট্রো। শুক্রবার কলকাতায়। - পিটিআই

চিঠি দিয়ে জানাল রাজ্য সরকার

বাজেট বরাদ্দের তথ্য সরকারি দপ্তরকে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : আগামী বাজেটে সমাজকল্যাণ ছাড়া আর কোনও দপ্তরের বরাদ্দ (২০২৫-২০২৬) উল্লেখজনকভাবে বাড়ছে না। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। তাই ২০২৫-কে ভোট বছর হিসেবে চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার সামাজিক প্রকল্পগুলির ওপরই বিশেষ জোর দিতে চায়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, কৃষক ভাতা, বিধবা ভাতা সহ একাধিক সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে পরিধি ও উপভোক্তার সংখ্যা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সরকারের এই পরিকল্পনা।

সরকারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচি আবার শুরু হচ্ছে। এই কর্মসূচি চালিয়ে রাজ্যবাসীর নতুন চাহিদার কথা জেনে নিতে চায় সরকার। সমাজকল্যাণে সেই অনুযায়ী অর্থবরাদ্দও আগামী বাজেটে নিশ্চিত করতে চায় সরকার। শুক্রবার নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, রাজ্যের আগামী বাজেট অধিবেশন ফেব্রুয়ারিতে। তার আগে এদিন সরকারের সব দপ্তরের আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ কত তা মুখবন্ধ খামে বিভিন্ন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। আগামী বাজেট বরাদ্দের ওপর দপ্তরগুলি তাদের বিভিন্ন খাতে কীভাবে অর্থ খরচ করবে, তা বিস্তারিতভাবে এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থ দপ্তরকে জানাবে। তার ওপরই রাজ্য বাজেট চূড়ান্ত করে সরকারিভাবে ঘোষণা হবে আগামী ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশনে।

অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, আগামী বছরের বাজেট (২০২৫-২০২৬)-এ রাজ্যের মোট বাজেটের আয়তন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মতো বৃদ্ধি করা হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৪-২০২৫) রাজ্য বাজেটের মোট পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৬৮৯ কোটি টাকা। যা তার আগের আর্থিক বছরের (২০২৩-২০২৪) তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। এবার আগামী বছরের (২০২৫-২০২৬) মোট বাজেটের পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফলে এবার সরকারের কোনও দপ্তরেই আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ তেমন বাড়ছে না।

বিভিন্ন দপ্তর সূত্রের খবর, চলতি আর্থিক বছরের তুলনায় আগামী বছরে প্রায় সব দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ২ থেকে ৫ শতাংশ মতো বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

অর্থ দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক শুক্রবার নবান্নে বলেন, '২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। মোটামুটিভাবে ২০২৫-কেই সরকার ভোট বছর হিসেবে চিহ্নিত করে রাজ্যবাসীর জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক সামাজিক প্রকল্পের বিশেষ জোর দেওয়ার কাজ চালু রাখতে চাইছে। বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও নজরে রাখা হচ্ছে। শিল্পের ওপর জোর দিয়ে শিল্পোদ্যোগীদের রাজ্যে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে নতুন ইনসেনটিভ-এর কথাও ঘোষণা করা হতে পারে আগামী বাজেটে। তবে এবার বাজেটে রাজ্যের বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য বিশেষ ভাতা বা আকর্ষণীয় সুযোগসুবিধা দেওয়ার ঘোষণা নিয়েও বিশেষ চর্চা আছে সরকারি মহলে। মুখ্যমন্ত্রী সবুজ সংকেত দিলে রাজ্যে আগামী বাজেটে তা চূড়ান্ত করে ঘোষণা করা হতে পারে। মোট কথা, ভোট বাজেট নির্ধারণ করে সেখানে কল্পতরুও হতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।'

বাড়ির পথে। নলহাটিতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

কেন্দ্রীয় সংস্থা নিয়ে অভিযোগ কর্মচারীদের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে বাংলাকে বঞ্চিত করছে। এমনকি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে রুগ্ন করে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চ'-এর সাংবাদিক বৈঠকে এই অভিযোগ করলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীরা।

তাঁদের অভিযোগ, বন্ধ বেসরকারি সংস্থাকে সুযোগ দিতে প্রাথমিক যোগাযোগের সর্বোচ্চ ব্যাপক মাধ্যম বিএসএনএলকে কার্যত কেন্দ্রীয় সরকার শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ইস্টার্ন রেলের ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা মনোজ সিং বলেন, 'দিনের পর দিন ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত ঠিকা শ্রমিক কাজ করছেন, তাঁদের কম বেতনে চাকরি করতে বাধ্য করা হচ্ছে।' কলকাতা মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে শম্ভুনাথ দে বলেন, 'বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মেট্রো রেলের গ্রিন লাইনকে দিল্লি মেট্রো রেলের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে।'

গিল্ডকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রকাশনা স্পর্শকাতর। এই প্রেক্ষিতে কলকাতা বইমেলায় তাদের স্টল দিতে রাজি নয় গিল্ড। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানিতে গিল্ডের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'এত বছর ধরে অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা ছিল না। এখন মনে হল তাদের লেখা বিতর্কিত?' তারপরই গিল্ডকে তাদের অবস্থান জানানোর নির্দেশ দেন তিনি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আইনজীবীর অভিযোগ, পরিষদ ১৪ বছর ধরে কলকাতা বইমেলায় স্টল দেওয়ার পর এই বছর তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে গিল্ড জানিয়েছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কোনও বইবিক্রেতা বা প্রকাশক সংস্থা নয়। তাই তারা কোনও বিতর্ক চায় না। তবে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, ওই সংগঠন স্টল দিতে পারবে কি না, স্টল দিতে গিল্ডের নির্দিষ্ট রীতিনীতি কী রয়েছে তা জানাতে হবে গিল্ডকে।

মোদির ভাষণের সংকলন

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বাংলায় মোদির বক্তৃতার সংকলন করছে রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রথীন বসু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মোট ৫৮টি নির্বাচিত বক্তৃতার বাংলা অনুবাদের একটি সংকলন করেছেন। ২২ জানুয়ারি আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে এই সংকলনটির আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। ২০১৩ থেকে এখনও পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদি দলের সাংগঠনিক বৈঠকে যেসব ভাষণ দিয়েছেন, তার নিবাচিত অংশ নিয়ে বাংলায় এই সংকলন করার উদ্যোগ নেন রথীন। তাঁর মতে, 'সাংগঠনিক বিষয়ে দলের কর্মী ও সংগঠনকে উদ্দেশ্য করে মোদির ভাষণ বিজেপি নেতা কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করবে এটাই আমার আশা।'

যাবজ্জীবন না ফাঁসি, নজর কোর্টে

আরজি কর মামলায় আজ রায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : শনিবার আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের মামলার রায়দান। ৯ অগাস্ট সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। এর জেরে রাজনৈতিক রং ছাড়াই আমজনতা আন্দোলনে পথে নামেন। যার আঁচ পড়ে বিদেশের মাটিতেও। এই ঘটনার ৫ মাসের মাথায় শিয়ালদা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস দোষী সাব্যস্ত করবেন। এই রায়ের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য।

ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। আন্দোলনে নামেন চিকিৎসকরা, নাগরিক সমাজ, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। মতাদর্শগত সমস্ত পার্থক্য ভুলে কলকাতার রাজপথে বিচারের দাবিতে স্লোগান ওঠে। এর আগে এই ধরনের নাগরিক আন্দোলনের সম্মুখীন হয়নি রাজ্য। চাপের মুখে পড়ে প্রশাসন এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও বদল আনতে হয় শাসকদলকে। ১৩ অগাস্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। আশার আলো দেখেন নির্যাতিতার পরিবার। এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টেও।

এই মামলায় ৫০ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। তারপর চলে সওয়াল-জবাব। সিবিআই সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করে। বায়োলজিক্যাল তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী সঞ্জয়কে অভিযুক্ত হিসেবে জানানো হয়। তবে সন্তুষ্ট নয় নির্যাতিতার পরিবার। কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মৃতার বাবা-মা। কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া না পেয়ে শীর্ষ আদালতের থেকে উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও অনুমতি চাইতে আবার মামলা দায়ের করেন তাঁরা।

শনিবার রায়দান করবেন বিচারক অনির্বাণ দাস। এর আগে একটি মামলায় ফাঁসির সাজা দেন তিনি। শিয়ালদা আদালতে কর্মরত রয়েছেন বছর দুয়েক আগে থেকেই। কলকাতা হাইকোর্টের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। শনিবার আর রুদ্ধদ্বার নয়, ওপেন কোর্টে রায়দান হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সোমবার সাজা ঘোষণা করা হতে পারে।

এদিন নির্যাতিতার মা বলেন, 'আদালত সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে রায় দিতে চলেছে। কিন্তু অন্য অভিযুক্তরা তো এখনও ধরা পড়ল না। আমি দেখতে পাচ্ছি তারা নিশ্চিন্তে ঘুরছে। তদন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও অনেকে জড়িত বলে মনে করছি। হয়তো তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে বা মুছে ফেলা হয়েছে। যদি তাঁদের গ্রেপ্তার করা হত তাহলে আসল ঘটনা প্রমাণিত হত। যতদিন না হবে ততদিন আমার মেয়ের মৃত্যুর বিচার হবে না।'

তাঁর মা এও মন্তব্য করেন, 'আদালতের ওপর বিশ্বাস রয়েছে। এই রায়ে সঞ্জয়ের শাস্তি ঘোষণা বা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন দেওয়া হতে পারে। কিন্তু আমি চাই প্রকৃত দোষীর শাস্তি হোক।'

সব জেলায় নির্দেশিকা নবান্নের

ভূমি দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ১৩০০ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : রাজ্যে একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের আর্থিক বোঝা ক্রমেই বাড়ছে। এরই মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সরকারের ওপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে চলতি আর্থিক বছরের শেষ তিন মাসে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতিটি জেলাকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবারই রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিব বিবেক কুমার প্রতিটি জেলাকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলাগুলিতে ছড়িয়ে থাকা বালি ও পাথর খাদান, ইটভাটাগুলি থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে। বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাকে এই ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজস্ব আদায়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে। এখানেই সবচেয়ে বেশি বালি ও পাথর খাদান রয়েছে। একইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বালি ও পাথর খাদান না থাকলেও সেখানে প্রচুর পরিমাণে ইটভাটা রয়েছে। দখল হওয়া রাজ্য সরকারি জমি উচ্ছেদ করে দখলদারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁদের আইনি স্বীকৃতি দিতে চায় রাজ্য সরকার। জমির খাজনা আদায়ের ওপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, চলতি আর্থিক বছরে পূর্ব বর্ধমানকে ২১৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা, বীরভূমকে ২৬৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, পশ্চিম বর্ধমানকে ১৩১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দার্জিলিংকে ৭২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, জলপাইগুড়িকে ৯২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ও আলিপুরদুয়ার জেলাকে ৮৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের একটি আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের পর উৎকণ্ঠায় আবাসিকরা। শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

শিশুকে ধর্ষণ ও খুনে ৫৪ দিনে ফাঁসির সাজা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : আদালত চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা। শুক্রবার মেয়ের জন্মদিন ছিল। কিন্তু কে জানত এই দিনেই মেয়ের খুনের বিচারের রায় জানতে আদালতে আসতে হবে। গত বছরের ২৪ নভেম্বর হুগলির গুড়াপে পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুন করে প্রতিবেশী। ঘটনার ৫৪ দিনের মাথায় অভিযুক্ত অশোক সাউয়ের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করলেন চুঁচুড়া পকসো আদালতের বিচারক। বুধবার অশোককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কুলতলি, জয়নগরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনেও ৯০ দিনের মধ্যেই রায় দেন বিচারকরা। গুড়াপের ঘটনাতেও ফের পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় সন্তোষপ্রকাশ রাজ্যের।

ধর্ষণ ও খুনের ৫৪ দিনের মধ্যে সাজা ঘোষণায় বিচার ব্যবস্থা ও হুগলি গ্রামীণ পুলিশকে অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ওই নাবালিকা পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। ধর্ষকদের এই দেশে কোনও স্থান নেই। আমাদের সকলকে শিশুদের নিরাপত্তা, সামাজিক সংস্কার এবং এই ধরনের কাজ বন্ধ করতে এগিয়ে আসতে হবে। এই ধরনের কোনও ঘটনায় অপরাধীকে ছাড়া হবে না।'

শেষপর্যন্ত বিচারক ফাঁসির সাজা ঘোষণা করতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শিশুর মা। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, 'আজ আমার মেয়ের জন্মদিন ছিল।'

শুভেন্দুর সময়সীমা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : সোমবারের মধ্যে মেদিনীপুর কাণ্ডে ১২ জন জুনিয়ার ডাক্তারের সাসপেনশন প্রত্যাহার করার জন্য রাজ্যকে সময়সীমা বেঁধে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দাবি পূরণ না হলে সোমবার বিকালে জুনিয়ার ডাক্তারদের সমর্থনে মেদিনীপুর সহ রাজ্যজুড়ে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামবে বিজেপি।

শুক্রবার বিজেপির ডাক্তার সেলের নেতা ডাঃ মধুছন্দা কর ও ডাঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আমরা রাজ্য সরকারের এই অবৈধ এফআইআর ও সাসপেনশনের তীব্র নিন্দা করছি। অভিযুক্ত ও আন্দোলনকারী ডাক্তাররা আইনি ও যে কোনও ধরনের সাহায্য চাইলে বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমি তাঁদের পাশে থাকব।' শুভেন্দুর দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে সেপ্টিসেমিয়ায় মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। তাহলে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ কীভাবে ওঠে?

বুথ কমিটি নিয়ে অভিযোগ বিজেপিতে

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : রাজ্য বিজেপির কাছে বুথ সভাপতি ও বুথ কমিটির তালিকা চেয়েছেন এই রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশাল।

সূত্রের খবর, ২১ জানুয়ারি রাজ্যে সংগঠন বিষয়ক বিশেষ বৈঠকে বুথ সভাপতি ও কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা তৈরি রাখতে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তীকে নির্দেশ দিয়েছেন বনশাল। বনশালের নির্দেশ পেয়ে তড়িঘড়ি বুথ সভাপতি ও কমিটি চূড়ান্ত করার কাজ শুরু করে দিয়েছে রাজ্য। আর তার ফলেই রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা প্রভাবশালী নেতাদের নির্দেশ মেনে নির্বাচিত কমিটির বদলে মনগড়া ও নিজেদের বশংবদ লোক দিয়ে নামকাওয়াস্তে কমিটি তৈরি শুরু করেছেন বুথ সভাপতিরা।

নিয়ম হল, অন্তত ৫০ সদস্য থাকলে সেই বুথের বুথ সভাপতি ১১ জনের কমিটি করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে রাজ্যের বহু জেলায় বুথস্তরে দলের যে হাল, তাতে তা সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্য বিজেপির এক নেতা বলেন, 'সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রেই জেনেশুনেই নিয়মে কিছুটা ঢিলে দিতে হয়েছে আমাদের। নাহলে বুথ কমিটিই তৈরি হবে না। এমনিতেই সংখ্যালঘু এলাকার জন্য রাজ্যের ৪২টি সাংগঠনিক জেলার প্রায় ৮০ হাজার বুথের মধ্যে অন্তত ২৫ হাজার বুথে দলের কোনও বুথ কমিটি নেই। তার ওপর বুথপিছু ৫০ সদস্যের মাপকাঠি মানতে গেলে সাকুল্যে আরও ১২ হাজার বুথে বুথ কমিটি করা যাবে না।

এদিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনের কথা বলে এখন অন্তত অর্ধেক মণ্ডলে নির্বাচিত কমিটি করতে না পারলে মুখ পুড়বে কেন্দ্র ও রাজ্যের। সেই কারণে তড়িঘড়ি বুথ সভাপতি ও মনগড়া কমিটির তালিকা তৈরি করতে উঠেপড়ে লেগেছে রাজ্য। সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা এক নেতার মতে, নেতৃত্বের উচিত বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে নিয়ম ঠিক করা। নাহলে কমিটি করতে গিয়ে দুধে জল দেওয়ার বদলে জলে দুধ ঢালতে হবে কর্মীদের। তার চাইতে বাস্তবটা বিচার করে এগোলে আখেরে ভালো হবে দলের।

নন্দিনী

শীতের শিরশিরে হাওয়ায় আমলকীর ডালে নাচন লাগতে শুধু দেরি। ইংরেজি নতুন বছরের ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে গেলেই বদলে যায় সকাল-দুপুর-রাতের মেনু। শুক্তো-শরবত-দই বদলে যায় শীতের খিচুড়ি-কচুরি-পায়েসে আর পিঠেপুলিতে। শীতের অরণ্য থেকে উঠে আসা বনজ গন্ধেরা যতই অপার্থিব সুজনি বুনুক, এ জীবন বড় বেশি পার্থিব। পৌষের বেলা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসে। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে থাকে হিমের পরশ মেখে। তখন তাকে ভারী বিষণ্ন মনে হয়; যেন আস্ত একখানা মায়াবী ইজেল। হিমে ভিজে ওঠে ঘাস-মাঠ-প্রান্তর। আর এই পুরোটাকেই এককথায় শীতকালে বলে দেওয়া যায় না মোটেই। পৌষে আর মাঘে রান্নাঘরের গন্ধ কি এক থাকে? না তো! এককেসময়ের স্বাদ-গন্ধ নিয়ে তারা নির্দিষ্ট সুর; যাদের আলাপের বিস্তারে বুঝতে হয়। কতবছর ধরে বাঙালির হেঁশেল তাকে আত্মস্থ করতে চাইছে। নিয়মের রান্নাঘরে ইতুপুজোর খিচুড়ির চেয়ে অঘ্রানের রান্নাঘরের গন্ধ অনেক বেশি অন্যরকম! গাছগাছালির বারো ঘর এক উঠোনে কুয়াশা কুয়াশা গন্ধ ফুরিয়ে এলে নরম রোদ্দুর ওঠে। সেই রোদে পিঠ পেতে চিতই পিঠার সাজখানি ঘষে মেজে নেওয়া। কে না জানে পৌষ-পার্বণের এই গান কান পেতে বসে শুনি। কী ব্যক্তিগত কাজের চেয়ে অকাজের আনন্দ ঢের বেশি। কী আশ্চর্যরকম বারোয়ারি! দেখুন রান্নাঘর! অথচ কী আশ্চর্যরকম বারোয়ারি! স্বাদের গ্রন্থিগুলোকে সময়ের তারে বেঁধে তুলতে তার কত সাধ, কত সাধনা। অবেলার স্নানের মতোই হিম আর কুয়াশার গন্ধে ডুবে গিয়ে বাঙালির রান্নাঘরকে বুঝতে হয়। এবারের নন্দিনীর পাতায় সেই সময়ের স্বাদকেই ধরে রাখলাম রমা বসাক দত্ত'র ভাষ্যে।

দুধগোকুল

উপকরণ : ময়দা ২০০ গ্রাম, ১লিটার দুধ, ১/২ চামচ বেকিং পাউডার, রিফাইন্ড অয়েল ২৫০ গ্রাম, পাটালি ২০০ গ্রাম, চিনি ১০০ গ্রাম, ক্ষীর ১৫০ গ্রাম, এলাচ চারটে ও একচিমটে লবণ।

প্রণালী : ময়দায় সামান্য বেকিং পাউডার, লবণ ও দু'চামচ তেল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে অল্প অল্প করে জল দিয়ে ঘন ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। অন্যদিকে ক্ষীরে সামান্য চিনি দিয়ে হালকা আঁচে নেড়ে গোল গোল করে গড়ে নিয়ে

ব্যাটারে ডুবিয়ে ভাজতে হবে। দুধ ঘন করে জ্বাল দিয়ে তাতে পাটালি দিয়ে ফুটিয়ে সামান্য উষ্ণ থাকতে ভাজা পিঠেগুলো দিয়ে ১০ মিনিট রেখে এলাচগুঁড়ো দিয়ে পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত দুধগোকুল।

পাকন পিঠে

উপকরণ : ১ লিটার দুধ, ১০০ গ্রাম চালের গুঁড়ো, ১০০ গ্রাম ময়দা, ২৫০ গ্রাম তেল, ৩০০ গ্রাম চিনি, ১০০ গ্রাম ক্ষীর, চারটি এলাচ, সামান্য লবণ

প্রণালী : কড়াইয়ে ২৫০ গ্রাম দুধ জ্বাল দিয়ে তাতে সামান্য নুন ও চিনি দিয়ে চালের গুঁড়ো ও ময়দা ভালো করে মিশিয়ে ১০ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। অন্যদিকে বাকি দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে খোয়া ক্ষীর ও চিনি মিশিয়ে সামান্য নেড়ে ঢেকে রাখুন। আগে

থেকে তৈরি করে রাখা মিশ্রণে দু'চামচ তেল দিয়ে নরম করে মাখতে হবে। লেচি কেটে চামচ দিয়ে বা ছাঁচে বিভিন্ন নকশা কেটে ডুবো তেলে কম আঁচে লালচে করে ভেজে নিন। উষ্ণ গরম দুধে ভাজা পিঠেগুলো পাঁচ মিনিট রেখে তুলে নিন। বেশিক্ষণ রেখে তুলতে গেলে ভেঙে যেতে পারে। সুন্দর করে সাজিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করুন।

কদম পিঠে

উপকরণ : চালের গুঁড়ো ২০০ গ্রাম, আলু দুটো, একটা ছোট ফুলকপি, বাদাম ৫০ গ্রাম, কাঁচালংকা বাটা ২ চামচ, আদা-জিরেবাটা ১ চামচ, ১/২ কাপ ভেজা বাসমতি চাল, সর্ষের তেল ৫০ গ্রাম, গুঁড়ো দুধ ২ চামচ ও হলুদ ফুড কালার। স্বাদ অনুযায়ী নুন-মিষ্টি।

প্রণালী : চার কাপ গরম জলে সামান্য নুন দিয়ে চালের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে নেড়ে ডো বানিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। অন্যদিকে, কড়াইয়ে তেল দিয়ে বাদাম ভেজে রাখতে হবে। তেলে ছোট করে আলু ও ফুলকপি কেটে

নুন দিয়ে ভেজে নিয়ে তাতে আদা-জিরে ও কাঁচালংকা বাটা দিয়ে স্বাদ অনুযায়ী চিনি দিয়ে ভালো করে কষে নামানোর আগে ভাজা বাদাম গুঁড়ো করে দিতে হবে। মেখে রাখা মিশ্রন লেচি করে তাতে এই পুর দিয়ে বল আকারে গড়ে ভিজে বাসমতি চালের ওপর রেখে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে যাতে চালগুঁলো পুরো বলে লেগে যায়। এবারে কড়াইয়ে ভালো করে তেল লাগিয়ে বলগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় সাজিয়ে দশ মিনিট স্টীম দিতে হবে। দশ মিনিট পর নামিয়ে দুধে হলুদ রং মিশিয়ে ওপরে সামান্য রং দিয়ে কদম পিঠে প্রস্তুত পরিবেশনের জন্য। এটি নারকেলের পুর দিয়েও হয়, কিন্তু জনপ্রিয় এই নোনা কদম।

গোলাপ পিঠে

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম ময়দা, ১০০ গ্রাম চালের গুঁড়ো, ৩০০ গ্রাম চিনি, ২ চামচ গুঁড়ো দুধ, ২টি এলাচ, ১ টুকরো দারুচিনি।

প্রণালী : কড়াইয়ে দু'কাপ জলে একটু লবণ দিয়ে জল গরম হলে তাতে চালের গুঁড়ো ও ময়দা মিশিয়ে গুঁড়ো দুধ দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে। সামান্য ঠান্ডা হলে অল্প তেল নিয়ে নরম করে মেখে নিতে হবে। এবারে ডো টি ঢেকে রেখে কড়াইয়ে দেড় কাপ জলে তিন কাপ চিনি দিয়ে একটু ঘন করে রস তৈরি করে রাখতে হবে এলাচ গুঁড়ো দিয়ে। এবারে মেখে রাখা ডো থেকে লেচি কেটে রুটির আকারে বেলে ছোট গ্লাস বা বাটি বসিয়ে গোলাকারে কেটে নিতে হবে। একসঙ্গে চার পাঁচটি লুচি রেখে মাঝে আঙুল দিয়ে গর্ত করে তাতে একটু মিশ্রণের ছোট টুকরো নিয়ে মুড়ে দিয়ে দিতে হবে ও পুরো রাউন্ডের মাঝ বরাবর তিনটে কাট দিতে হবে আর হাতের সাহায্যে গোলাপের আকারে গড়ে নিতে হবে। এবারে অল্প আঁচে রিফাইন্ড অয়েলে সামান্য লালচে করে ভেজে তুলে চিনির ঘন রসে গোলাপগুলো দু' মিনিট রেখে উঠিয়ে নিয়ে অন্য পাত্রে রাখতে হবে। পিঠের গায়ে রস শুকিয়ে এলে পরিবেশন করুন। এই পিঠে মাস ছয়েক পর্যন্ত সংরক্ষণও করা যাবে।

হৃদয়হরণ পিঠে

উপকরণ : ১ কাপ ময়দা, ১ চিমটি নুন, ৪ টেবিল চামচ সাদা তেল, ১/২ কাপ সাদা তেল, ১ কাপ চিনি, ১/২ কাপ জল, ২ টি এলাচ

প্রণালী : প্রথমে চিনির জল এলাচ দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে রস বানাতে হবে। এবার একটা বাটিতে ময়দা, নুন, সাদা তেল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে জল দিয়ে মেখে নিতে হবে। ডো টা ১৫ মিনিট এর জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে। এবার ডো থেকে লেচি কেটে রুটির মতো বেলে ওপরে তেল দিয়ে ময়দা ছড়িয়ে পাখার মতো কুচি করে নিতে হবে। এবার এই পাখাটাকে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে হার্ট শেপ-এর মতো বানিয়ে নিতে হবে। শেষের

অংশটা জল দিয়ে আটকে দিতে হবে যাতে ভাজার সময় খুলে না যায়। এইভাবে সবকটা বানিয়ে নিতে হবে। এবার কড়াইতে সাদা তেল গরম করে এই হৃদয়হরণ পিঠেগুলো কম আঁচে দু'পিঠ লাল করে ভেজে তুলে নিতে হবে। সবগুলো ভাজা হয়ে যাওয়ার পর একটু ঠান্ডা হলে রস দিয়ে ৫ - ১০ মিনিট রেখে তুলে নিলেই রেডি হৃদয়হরণ পিঠে।

পাশে থাক পিলো টক

সম্পর্ক অভ্যেস হলে, প্রতিদিনই একটু করে ভেঙে যায় নির্বাচিত বিবাহ। যুগ বদলেছে। বদলেছে সম্পর্কের গতিবিধি। দেখাশোনা করে বিয়ে হোক কিংবা প্রেম করে... সম্পর্ক বেশ কিছুদিনের হলেও একে অপরকে সবচেয়ে বেশি ভালো জানা যায় একসঙ্গে থাকতে শুরু করলে। কাপ-প্লেট পাশাপাশি থাকলে ঠোকাঠুকি লাগেই তাই একসঙ্গে থাকা মানেই সারাদিন শুধু প্রেম নয়। কিন্তু দুজনেই কতটা মানিয়ে চলতে পারছেন, একে অপরের পাশে কীভাবে থাকছেন আর সেই সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, বাড়ির কাজ করা, ব্যাংক ব্যালেন্স সবই থাকে। দুজনকেই নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। আর ঠিক এইখানেই যত ঝামেলা। শুরুর দিকের অল্প ঝামেলা গিয়ে পৌঁছায় আদালতে। দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো রাখতে দুজনের বোঝাপড়া খুবই জরুরি। যার রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস 'সিঙ্গল', সে সম্পর্কে স্থায়িত্ব খুঁজবে। সে আশা করবে ভালোবাসা, যত্ন, মায়া-মমতা আর বিশ্বাস যেন সেখানে ভীষণভাবে থাকে। গড়িয়ে যাওয়ায় নয়, জড়িয়ে যাওয়ায় থাকতে চায়। আজকের কর্মব্যস্ত জীবনে যদি একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলারই সুযোগ না পায় তাহলে কীভাবে দাম্পত্যে বোঝাপড়া ভালো হবে? এক্ষেত্রে আধুনিক যুগে পিলো টককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে।

কী এই পিলো টক

দীর্ঘদিনের দাম্পত্যে একঘেয়েমি নতুন কিছু নয়। স্বামী-স্ত্রীর রোজকার অশান্তিও কেজো বিষয় আজকাল। কিন্তু এই সমীকরণের প্রভাব দাম্পত্য ভালোবাসায় ছায়া ফেলবে না তো? বিভিন্ন আর্টিকেল বলছে, প্রেমের সমীকরণ নির্ভুল রাখতে প্রয়োজন পিলো টক। পাশাপাশি বালিশে শুয়ে কথোপকথনের এই অভ্যেস বৈবাহিক সম্পর্ককে আরও ভালো করে। বেডরুমে প্রত্যেক দম্পতির মধ্যেই জরুরি। এই অভ্যাস দাম্পত্য সম্পর্ককে মজবুত করে। দুজনে তাঁদের অনুভূতিগুলো খোলামেলাভাবে প্রকাশ করতে পারেন।

বোঝাপড়া ভালো হওয়া

■ পিলো টকিংয়ের অভ্যাস একে অপরকে ভালোভাবে জানতে দারুণ কাজে দেয়। এতে দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ে।

বিশ্বাস বাড়ে

■ বিশেষজ্ঞদের মতে, যে দম্পতি বিছানায় একে অপরের সঙ্গে কথা বলে বেশি সময় কাটায় তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাসের ভিত অনেক মজবুত।

যোগাযোগে উন্নতি ঘটে

■ দাম্পত্যে যোগাযোগ বাড়ায় পিলো টক। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর দুজন একসঙ্গে হয়ে মনের কথা বলে। এতে দুজনের যোগাযোগে উন্নতি হয়, যা সম্পর্ক আরও ভালো রাখে।

মানসিক অস্থিরতা কাটায়

■ পিলো টকিংয়ের অভ্যাস দু'জনের মানসিক অস্থিরতা কাটাতে সাহায্য করে। কর্মব্যস্ত জীবনে সবাই মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। দুজনে পাশাপাশি শুয়ে মনের কথা বলে একে অপরকে চাপমুক্ত করতে পারেন।

যৌথ জীবন উন্নত করে

■ যৌথ জীবন উন্নত করতেও সাহায্য করে পিলো টক। গবেষণায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ সুখি দম্পতিই পিলো টকে অভ্যস্ত।

ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়

■ পিলো টকিং 'লাভ হরমোন' এর উৎপাদন বাড়ানোয় অক্সিটোসিন বেড়ে যায়, যা দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতা বাড়াতে সাহায্য করে।

গোয়ালপাড়ার অনুপ্রেরণা রেখা

সংসারের পাশাপাশি স্বাবলম্বী করতে চান গ্রামের মহিলাদেরও

মানবী কথা

"খুব ছোট বয়স থেকেই মায়ের কাছে এই কাজগুলো শিখি। সারাদিন খুব পরিশ্রম করি। এই শীতে চুষিপিঠের চুষি তৈরি করছি। এখন বাজারে এগুলোর ব্যাপক চাহিদা। উকিলপাড়া, রাসবিহারী মার্কেট, রেলস্টেশন, গোয়ালপাড়ার পাইকাররা এসে কিনে নিয়ে যায়। চাহিদা থাকলেও পরিশ্রম অনুযায়ী মেলে না টাকা। আগে মেয়েরা সহায়তা করত, কিন্তু এখন একাই হামানদিস্তা, জাঁতা ব্যবহার করে ডাল ভাঙিয়ে বড়ি, পিঠে বানাই।

\- **রেখা বিশ্বাস,** গৃহবধূ

না রুপোলি পর্দার কোনও নিখুঁত সুন্দরীর নিপুণ হাতের কারসাজি নয়; রায়গঞ্জের দক্ষিণ গোয়ালপাড়া এলাকার মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা সেই গোয়ালপাড়ারই খুব সাধারণ গৃহবধূ রেখা বিশ্বাস। তবে তাঁকে আর গৃহবধূ বলা যায় না। স্বামীর রোজগার কম হওয়ায় সংসারের হাল ধরতে মাঠে নেমেছেন তিনি। মা, কাকিমাদের রোজকার হেঁশেলের বাড়তিটুকুই তাঁর জন্য আয়ের নতুন পথ খুলে দিয়েছে। আর শুধু নিজের জন্যই নয়, রেখাদেবী চান গ্রামের সকল মহিলারা স্বাবলম্বী হোক।

স্বামীর পাশে দাঁড়াতে নিজের হাতে পাঁপড়, মুড়ি, বড়ি, পিঠা বেচেই সংসার চালান রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া দক্ষিণ গোয়ালপাড়ার রেখা বিশ্বাস। স্বামী প্রবীণ নবকুমার বিশ্বাস পেশায় নাপিত। বর্তমানে তাঁর রোজগার নেই বললেই চলে। তাই রেখাদেবী নিজেই কাঁধে তুলে নিয়েছেন সংসারের হাল। এই হাল বইতে বইতেই বড় করে তোলেন সন্তানদের। পড়াশোনা শেষ করিয়ে ৬ সন্তানের মধ্যে ৪ মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। ২ ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে সাগর বিশ্বাস রায়গঞ্জ কোর্টের ক্রিমিনাল অ্যাডভোকেট। রেখাদেবীর একক পরিশ্রমেই যে সংসারে আলো ফুটেছে, সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রামবাসীরাও।

রেখাদেবীর কথায়, 'খুব ছোট বয়স থেকেই মায়ের কাছে এই কাজগুলো শিখি। সারাদিন খুব পরিশ্রম করি। এই শীতে চুষি পিঠার চুষি তৈরি করছি। এখন বাজারে এগুলোর ব্যাপক চাহিদা। উকিলপাড়া, রাসবিহারী মার্কেট, রেলস্টেশন, গোয়ালপাড়ার পাইকাররা এসে কিনে নিয়ে যায়। চাহিদা থাকলেও পরিশ্রম অনুযায়ী মেলে না টাকা। আগে মেয়েরা সহায়তা করত, কিন্তু এখন একাই হামানদিস্তা, জাঁতা ব্যবহার করে ডাল ভাঙিয়ে বড়ি, পিঠা বানাই। তবে আমার মেয়েরা আমার থেকেই বড়ি বানানো শিখেছে, তাঁরাও এখন শ্বশুরবাড়িতে থেকে উপার্জন করছে।'

শুধু তাই নয়, রেখাদেবী চান স্বাবলম্বী হোক সকল মহিলা। তাঁর মতে, 'এটা একটা কুটিরশিল্প হতে পারে। কারণ, আজকাল শহরের বৌরা এসব বানাতেও জানে না। আবার অনেকের কাছেই সময় নেই এত পরিশ্রম করে পিঠাপুলি, চুষি, বড়ি, পাঁপড় এসব বানানোর। তাই গ্রামের বহু মেয়ে, গৃহবধূরা বসে না থেকে যদি এগুলো বানানোর কাজ করে, তাহলে তাঁরাও এখান থেকে উপার্জন করতে পারেন। আমি আমার মেয়েদের শিখিয়েছি, তেমনি কেউ এই কাজ শিখতে এলে তাঁকে হাতেকলমে শেখাব। অনেকেই কাজ দেখতে আসেন, তবে কাজ শেখার আগ্রহ তেমন নেই।'

গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি, রেখাদেবী যেভাবে কঠোর পরিশ্রম করে সন্তানদের বড় করে তুলেছেন, তিনি গ্রামবাসীর সকলের কাছেই রোল মডেল। অনুপ্রেরণা।

হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নেরা

তোমাকে,

ঝরা পাতার এই বিকেলে, জানলার ধারে বসে হালকা ঠান্ডা হাওয়ায় মনে পড়ছে সেই ছোটবেলার কথা। যখন সৈনিক হওয়ার স্বপ্নে তোমার মন ভেসে যেত। ছোট্ট মাটির বন্দুক হাতে তুমি ঘরের বাইরে ছুটে বেড়াতে, নিজেকে ভাবতে দেশের এক সাহসী যোদ্ধা। স্মৃতির পাতায় এখনও সেই দিনগুলো জীবন্ত। মনে আছে, খাতার পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে সৈনিকের ছবি আঁকতে? খাঁকি পোশাক, মাথায় টুপি, বুকে সাহস—একটা আদর্শ সৈনিক হতে চেয়েছিলে। বন্ধুদের সঙ্গে যুদ্ধের গল্প সাজিয়ে নিজেই নিজের স্বপ্ন বুনেছিলে।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই স্বপ্ন হারিয়ে গেল। জীবনের বাস্তবতা হয়তো তোমাকে ভিন্ন পথে নিয়ে গেছে। তবু, কি জানো? সেই সৈনিক মন আজও তোমার ভেতরে বেঁচে আছে। হয়তো সৈনিক হতে পারেনি, কিন্তু সাহস, লড়াই করার মানসিকতা — এগুলো কি তোমার ভেতর থেকে হারিয়ে গেছে?

এই ঝরা বিকেলে, নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, জীবনের যে কোনও যুদ্ধেই তুমি সেই ছোট্ট ছেলেটার মতো দৃঢ় থাকবে। তোমার স্বপ্ন বদলেছে, কিন্তু মনের শক্তি একই আছে।

আমি

পত্রলেখকের নাম-পরিচয় অপ্রকাশিত।

মূল অভিযুক্তের খোঁজে হন্যে পুলিশ

৫ ঘণ্টা অস্ত্রোপচারে বিপন্মুক্ত সইফ

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : অস্ত্রোপচারের পর ভালো আছেন অভিনেতা সইফ আলি খান। শুক্রবার তাঁকে আইসিইউ থেকে লীলাবতী হাসপাতালের একটি বিশেষ কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিন হাসপাতালের বিবৃতিতে তাঁকে 'বিপন্মুক্ত' বলে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে সইফের বান্দ্রার বাড়িতে হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে এখনও ধরা দূরে থাক, শনাক্ত পর্যন্ত করতে পারেনি মুম্বই পুলিশ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ মিলিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হলেও মূল অভিযুক্তকে শুক্রবার রাত পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারেননি তদন্তকারীরা। হামলাকারীর খোঁজে শুক্রবার দিনভর বহু জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশের ৩৫টি দল।

অভিনেতা রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছোনোর সময় সঙ্গে ছিলেন বড় ছেলে ইব্রাহিম নন, মেজো ছেলে তৈমুর। চিকিৎসকরা জানান, হাতল থেকে ছুরিটি ভেঙে যায়। তার ফলে আড়াই ইঞ্চির ধারালো ছুরির ডগা আটকেছিল অভিনেতার শিরদাঁড়ায়। বেরিয়ে আসছিল সেরিব্রোস্পাইনাল তরল। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বের করা হয় ছুরির সেই ভাঙা অংশ।

লীলাবতী হাসপাতালের তরফে অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট নিশা গান্ধি জানান, শিরদাঁড়ার আঘাত খুবই গভীর ছিল। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন সইফ। 'সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম' (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র) থেকে ২ মিলিমিটার দূরে ছুরিকাঘাত করেছিল দুষ্কৃতী। সেই আঘাত নিয়েই হাসপাতালে আসেন তিনি। গুরুতর আঘাত ও রক্তপাত সত্ত্বেও বাঘের মতো হেঁটে হাসপাতালে ঢোকেন সইফ। আপাতত এক সপ্তাহ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধান ছাড়া হাঁটাচলা করতে পারবেন না তিনি। তবে উদ্বেগের কিছু নেই। তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে।

সইফের শরীর থেকে ভাঙা ছুরির ২.৫ ইঞ্চি দীর্ঘ টুকরো বের করতে পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালের শীর্ষকর্তা নীরজ উত্তমানি বলেন, 'অস্ত্রোপচার ভোর ৫টায় শুরু হয়ে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শেষ হয়। ছয়টি ক্ষতের মধ্যে দুটি গভীর, দুটি মাঝারি এবং দুটি সামান্য ক্ষত ছিল। তাঁর শরীরে ২০টি সেলাই পড়েছে।'

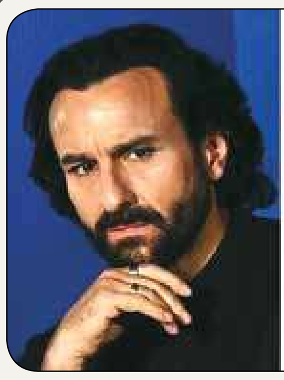

একনজরে

- পাঁচ ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের পর সইফকে আইসিইউ থেকে বিশেষ কক্ষে স্থানান্তরিত
- দেহে ছয়টি ছুরির আঘাত। ২.৫ ইঞ্চি দীর্ঘ ছুরির অংশ বিঁধেছিল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের থেকে মাত্র ২ মিলিমিটার দূরে

- ছয়টি ক্ষতের মধ্যে দুটি গভীর, দুটি মাঝারি এবং দুটি সামান্য। ক্ষত সারাতে শরীরে ২০টি সেলাই
- ২-৩ দিনের মধ্যে সইফকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে

তদন্তের তথ্য

- মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা
- হামলাকারীকে ধরতে তল্লাশি পুলিশের ৩৫টি দলের
- প্রথম ফুটেজ রাত ১.৩৭ মিনিটে। লাল কাপড়ে মুখ ঢাকা, টি-শার্ট ও জিন্স পরা এক ব্যক্তিকে দেখা যায় বাড়িতে ঢুকতে। দ্বিতীয় ফুটেজে রাত ২.৩৩ মিনিটে সেই ব্যক্তিকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে দেখা যায়
- বান্দ্রার রেলস্টেশন থেকে ধৃত সন্দেহভাজন তরুণ হামলার সঙ্গে যুক্ত নন, বিবৃতি পুলিশের

তিনি আরও বলেন, 'তিনি পুরোপুরি বিপন্মুক্ত এবং বেশ উৎফুল্ল। আশা করছি, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হবে।'

সইফের শরীর থেকে বের করে আনা ছুরি মুম্বই পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ছুরির বাকি অংশ (হাতল)-এর খোঁজ চলছে। বৃহস্পতিবারই সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল সন্দেহভাজন এক তরুণের ছবি। একজনকে গ্রেপ্তার করে বান্দ্রা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুলিশ জানিয়ে দেয়, 'ধৃত ব্যক্তি সইফের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত নন। সইফ আলি খান হামলা মামলায় এখনও পর্যন্ত একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি।'

শুক্রবার সইফ কাণ্ডে নতুন একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে। প্রথম ফুটেজে রাত ১টা ৩৭ মিনিট। এক ব্যক্তি টি-শার্ট ও জিন্স পরা অবস্থায় একটি ব্যাগ নিয়ে বাড়িতে ঢোকেন। অন্য একটি সিসিটিভি ফুটেজে রাত ২টো ৩৩ মিনিটে সেই ব্যক্তিকে আগুন নেভানোর সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে দেখা যায়।

অন্যদিকে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, সইফের বাড়িতে হামলাকারী ১৪ জানুয়ারি আর এক অভিনেতা শাহরুখ খানের বাড়ি 'মন্নত'-এও নজরদারি চালিয়েছিল। কিন্তু ফেন্সিং টপকে ভিতরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়। এই বিষয়ে আলাদা করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

'রক্তে ভেজা সাদা কুর্তা, অটোয় উঠলেন সইফ'

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : মার্সিডিজ, ল্যান্ড রোভার ডিফেন্ডার, অডি... কী ছিল না পার্কিং লটে? তা সত্ত্বেও গুরুতর আহত অবস্থায় বুধবার গভীর রাতে সইফ আলি খানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটি অটোয় চাপিয়ে!

ওইদিন রাত আড়াইটে নাগাদ বান্দ্রায় নিজের বাড়িতেই আক্রান্ত হন অভিনেতা। পরপর ছুরির কোপ মারা হয়েছিল তাঁকে। গ্যারাজে দামি গাড়ি থাকলেও সেগুলি সইফ ছাড়া পরিবারের আর কেউই জানেন না চালাতে। ছিলেন না চালকরাও। এই পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি এক চেনা অটোচালককে ডাকা হয়। তাঁর অটোতে চাপিয়েই রক্তাপ্লুত অভিনেতাকে নিয়ে যাওয়া হয় দু'কিমি দূরের লীলাবতী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে।

সমাজমাধ্যমে ভাইরাল এক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, অটোর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সইফের স্ত্রী করিনা। কথা বলছেন বাড়ির পরিচারকদের সঙ্গে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় সইফকে নামানো হয় নীচে। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছোন সইফ।

সেই রাতে সইফকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে অটোচালক, সেই ভজন সিং রানা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন সাংবাদিকদের। গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় অভিনেতা কীভাবে তাঁর অটোতে উঠেছিলেন এবং কীভাবে তিনি তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেন, তারই বর্ণনা দিয়েছেন চালক।

ভজন বলেন, 'সইফ নিজে হেঁটে এসে অটোতে উঠলেন। তাঁর গায়ের সাদা কুর্তাটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গিয়েছিল। শরীরের অনেক জায়গায় ক্ষত ছিল। তাঁর সঙ্গে একটি বাচ্চাও উঠেছিল অটোয়। আমি তখনও বুঝতে পারিনি হামলায় গুরুতর আহত সইফ। বস্তুত আমি চিনতেই পারিনি তাঁকে।'

রানা আরও জানান, 'আমি বাড়ির পাশ দিয়ে স্ট্যান্ডে যাচ্ছিলাম। আচমকা এক মহিলার আর্ত ডাকে সচকিত হই। ওই মহিলা চিৎকার করে বলছিলেন, 'অটো, অটো'। আমি গাড়ি থামাই এবং গেটের কাছে যাই। সেখানেই সইফ অটোতে ওঠেন। আট থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা হাসপাতালে পৌঁছোই।'

ইমরানের মতো তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিরও জেল হল। ৭ বছরের।

১৪ বছরের জেল ইমরানের

ইসলামাবাদ, ১৭ জানুয়ারি : দ্বি-শতাধিক মামলা ঝুলছে ইমরান খানের মাথার ওপর। তোষাখানা মামলায় এক বছরেরও ওপর তিনি কারাগারে। এবার ১৯০ মিলিয়ন পাউন্ডের অল-কাদির ট্রাস্ট মামলায় সস্ত্রীক দোষী প্রমাণিত হলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি।

শুক্রবার আদালত ইমরানের ১৪ বছর ও বুশরা বিবির সাত বছরের কারাবাস ঘোষণা করেছে। কারাদণ্ডের সঙ্গে খান সাহেবের ১০ লক্ষ ও তাঁর স্ত্রীর জন্য ৫০ হাজার রুপি জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে। তাঁরা সেই অর্থ দিতে না পারলে ইমরানকে অতিরিক্ত ছ'মাস ও বুশরাকে আরও তিন মাস কারাগারে থাকতে হবে। এদিন গ্রেপ্তার হয়েছেন বুশরা বিবি।

অল-কাদির ট্রাস্ট অল-কাদির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। ইমরান ও তাঁর স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়েছেন। আদালত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, আদিলা জেলের মধ্যে অস্থায়ী কারাগার তৈরি করে এদিন বিচারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিচারক ছিলেন নাসির জাভেদ রানা। রায় ঘোষণার পর খান সাহেব বলেছেন, 'আজকের রায় বিচার বিভাগের সুনামকে কলঙ্কিত করল। এতে আমার কোনও লাভ হয়নি। সরকারেরও কোনও ক্ষতি হয়নি। আমি স্বস্তি চাই না। সব মামলার মুখোমুখি হব।'

পাকিস্তানের দুর্নীতি দমন সংস্থা২০২৩ সালের ডিসেম্বরেতে মামলাটি রুজু করে। ইমরান ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আরও ছ'জন এই মামলায় জড়িত।

দানখয়রাতিতে আস্থা পদ্মেরও

দিল্লিতে বিজেপির ভরসা মমতা মডেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : তাঁর দল দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করছে না ঠিকই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনসেবা'র মডেলকে সামনে রেখে দিল্লি দখলের ছক কষছে ক্ষমতাসীন আপ, বিরোধী বিজেপি এবং কংগ্রেস। শুক্রবার বিজেপির তরফে নির্বাচনি ইস্তাহার জারি করা হয়। তাতে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পদ্মশিবির দিয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্তত দুটি যোজনায় মমতা-মডেলের ছাপ স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনায় বিজেপি দিল্লির গরিব মহিলাদের জন্য প্রতিমাসে ২৫০০ টাকা করে দেবে বলে ঘোষণা করেছে।

পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলাদের ২১ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা ও ৬ পুষ্টিকর কিট দেওয়ার কথাও বলেছে বিজেপি। অন্যদিকে তৃণমূলনেত্রীর 'মা ক্যান্টিন'-এর আদলে দিল্লির বস্তি এবং ক্লাস্টারগুলিতে 'অটল ক্যান্টিন' স্থাপন করার কথা বলেছে সংকল্পপত্রে। মা ক্যান্টিনের মতো অটল ক্যান্টিনেও ৫ টাকায় পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যাবে। আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল আগেই ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা জিতে ফের ক্ষমতায় এলে দিল্লির মহিলাদের ২১০০ টাকা করে দেওয়া হবে। কংগ্রেসও প্যায়ারি দিদি যোজনায় দিল্লির মহিলাদের ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এবার পদ্মশিবিরও একই পথে হাঁটল।

এদিন বিজেপির সংকল্পপত্রটির ঘোষণা করেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। ভোট বৈতরণি পার হতে আপ-কংগ্রেসের মতো বিজেপিও দিল্লির মহিলা, তরুণ, প্রবীণ ভোটারদের মন পাওয়ার জোরালো চেষ্টা করেছে।

প্রতিশ্রুতির বন্যা

- গরিব মহিলাদের মাসিক ২৫০০ টাকা
- গর্ভবতীদের ২১ হাজার টাকা, ৬টি পোষণ কিট
- গরিব পরিবারকে ৫০০ টাকায় রান্নার সিলিন্ডার
- হোলি ও দীপাবলিতে বিনামূল্যে সিলিন্ডার
- ৫ টাকায় পুষ্টিকর খাদ্য
- আয়ুষ্মান যোজনা কার্যকর করা হবে
- প্রবীণদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা, ২৫০০ টাকা পেনশন
- সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণ, বিধবা, অসহায় মহিলাদের পেনশন বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা

সংকল্পপত্রে বলা হয়েছে, প্রত্যেক গরিব পরিবারের মহিলাকে ৫০০ টাকায় রান্নার গ্যাসের পাশাপাশি হোলি ও দীপাবলিতে একটি করে সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়া হবে। দিল্লিতে আয়ুষ্মান যোজনা কার্যকর করা নিয়ে আপের সঙ্গে বিরোধ হলেও বিজেপি ঘোষণা করেছে, তারা ক্ষমতায় এলে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই এই প্রকল্প কার্যকর করা হবে। সমস্ত প্রবীণ নাগরিককে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি ওপিডিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবা দেওয়া হবে। প্রবীণদের জন্য মাসিক পেনশনের পরিমাণ ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে আড়াই হাজার টাকা করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, এই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিগুলিকে কটাক্ষ করে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, 'বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা দলের সংকল্প পত্র জারি করেছেন। একাধিক রেউরি বিতরণ করেছেন। আমার প্রশ্ন হল, উনি কি এই রেউরিগুলি বিতরণের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুমতি নিয়েছিলেন? প্রধানমন্ত্রী অন্তত ১০০ বার বলেছেন, আমি বিনামূল্যে রেউরি বিতরণ করি। সেটা দেশের জন্য ভালো নয়। এবার বিজেপির ইস্তাহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উচিত কৈফিয়ত দেওয়া।

এইমসের বাইরে অপেক্ষমাণ রোগীর পরিজনদের সঙ্গে রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার রাতে নয়াদিল্লিতে।

৩১ জানুয়ারি থেকে বাজেট অধিবেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : ১৮ তম লোকসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হবে শুক্রবার ৩১ জানুয়ারি থেকে। লোকসভার সচিবালয় মারফত একথা জানানো হয়েছে।

সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব ৩১ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়কালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন টানা অষ্টমবারের জন্য বাজেট পেশ করবেন। সংসদ অধিবেশনের সময় ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার অর্থমন্ত্রী সাধারণ বাজেট উপস্থাপন করবেন। প্রথা অনুযায়ী, ৩১ জানুয়ারি সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভাষণ দিয়ে অধিবেশনের সূচনা করবেন।

সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনের পর অর্থনৈতিক সমীক্ষা উপস্থাপন করা হবে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এর সম্ভাব্য সময়কাল ১০ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত হতে পারে। অধিবেশনের প্রথম পর্বে রাষ্ট্রপতির ভাষণের জন্য ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর দুই কক্ষে আলোচনা হবে। সংসদের দুই কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর জবাবের মাধ্যমে আলোচনা শেষ হবে।

রক্তাক্ত জাল্লিকাট্টু নিহত ৭

চেন্নাই, ১৭ জানুয়ারি : ফের জাল্লিকাট্টু অনুষ্ঠানে রক্ত ঝরল। বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর বিভিন্ন এলাকায় ষাঁড়-মানুষের প্রথাগত লড়াইয়ের অনুষ্ঠানে অন্তত ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৪০০ জন। এর আগে জাল্লিকাট্টু নিয়ে মামলা দায়ের হলেও এই পরম্পরাকে বৈধ বলে আখ্যা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অতীতেও জাল্লিকাট্টু দেখতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণগিরি জেলার বাস্তালাপট্টিতে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩০ বছর বয়সি এক ব্যক্তির। অপরদিকে সালেম জেলার সেন্থারাপট্টিতে জাল্লিকাট্টু দেখতে গিয়ে মৃত্যু হয় ৪৫ বছর বয়সি এক ব্যক্তির। পুডুকোট্টাই, কারুর এবং ত্রিচি জেলায় জাল্লিকাট্টু দেখতে গিয়ে ১৫৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। গোটা তামিলনাড়ু জুড়ে একাধিক জাল্লিকাট্টু উদ্বোধন করেছেন সেরাজ্যের মন্ত্রীরা। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সেরা ষাঁড়ের মালিক একটি গাড়ি পেয়েছেন পুরস্কার হিসেবে।

যুদ্ধের হুঁশিয়ারি জামাত শীর্ষনেতার

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি : পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাংলাদেশে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভারত বিরোধী যুদ্ধ জিগির। তারই মধ্যে পদ্মাপাড়ে সংবিধান সংশোধন এবং নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের ডাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সেই চিন্তাভাবনার সঙ্গে খুব একটা মিল নেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-র। তারা আগে সাধারণ নির্বাচনের ডাক দিয়েছে। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই বাংলাদেশ জামাত-ই-ইসলামির আমির ডা. শফিকুর রহমান দেশ গড়ার স্বার্থে ফের যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠে জামাতের একটি কর্মীসভায় তিনি বলেন, 'স্বৈরাচার পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার দোসররা রয়েছে। গাছ কাটা পড়েছে। কিন্তু আগাছা রয়ে গিয়েছে। প্রস্তুত থাকুন, প্রয়োজনে দেশটাকে গড়ে তোলার স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে আবারও যুদ্ধ করতে হবে।'

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে জামাতের ভূমিকা নিয়ে তাদের প্রাক্তন শরিক বিএনপি সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছিল। বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিএনপি ও জামাতের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এই অবস্থায় শেখ হাসিনাকে স্বৈরাচারী নেত্রী বলে আখ্যা দিলেও তাঁর দোসর বলতে জামাত নেতা কাদের বোঝাতে চেয়েছেন তা নিয়ে মতান্তর দেখা গিয়েছে। শফিকুর রহমান বলেন, 'এদেশের মানুষ বোকা নয়। এখন আর রাতারাতি কিছু করা যাবে না। ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। এসবের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ। আপনারা প্রস্তুত থাকুন। আমরা এমন এক সমাজ চাই যা হবে দুর্নীতিমুক্ত।' তাঁর কথায়, 'কেউ যদি মনে করেন, কালো টাকা আর পেশি শক্তি দিয়ে কিছু করবেন তার দিন শেষ। জনগণ এই সুযোগ আর কাউকে দেবে না।'

এদিকে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে একটি জনমত সমীক্ষায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্দলীয় ব্যক্তির পাল্লা ভারী বলে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বা বিবিএস ২০ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই সমীক্ষাটি চালায়। তাতে ৬৮ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, নির্দলীয় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে দেখতে চান। সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করানোর পক্ষে মত দিয়েছেন প্রায় ৮৩ শতাংশ মানুষ। ১৩ শতাংশ মানুষ চান সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হোক। জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন করানোকে সমর্থন জানিয়েছেন ৬৫ শতাংশ মানুষ।

চাপ দিয়ে চালু করা যাবে না আয়ুষ্মান

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করতে কেন্দ্রের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করতে হবে দিল্লির আপ সরকারকে। দিল্লি হাইকোর্টের এই নির্দেশের ওপর শুক্রবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চ জানিয়েছে, প্রকল্পটি লাগু করতে

কেন্দ্র-রাজ্য মউ-এর নির্দেশে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

কোনও রাজ্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে না কেন্দ্র। ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। তার আগে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ আম আদমি পার্টিকে (আপ) স্বস্তি দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দিল্লি সরকারের দাবি, রাজ্যের উদ্যোগে দিল্লিতে আরোগ্য কোষ নামে একটি প্রকল্প চালু রয়েছে। এটি কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের চেয়ে ভালো। আয়ুষ্মান ভারতে তুলনায় অনেক কম লোক উপকৃত হবেন। তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে দিল্লি আরোগ্য কোষ প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী রাজ্য। অতিশী সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, দিল্লি হাইকোর্ট সরকারের নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে না। সিংভির প্রশ্ন, 'হাইকোর্ট কীভাবে আমাদের (দিল্লি সরকারকে) নীতিগত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করতে বাধ্য করতে পারে?'

কেন্দ্রের তরফে পালটা জানানো হয়, দেশের ৩৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পটি চালু রয়েছে। একমাত্র দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্পটি চালু হয়নি। রাজ্যবাসীর স্বার্থে দিল্লিতে প্রকল্পটি চালু করা প্রয়োজন। দু-পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর শেষপর্যন্ত দিল্লি সরকারের যুক্তি মেনে হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

রুশ সেনায় গিয়ে মৃত ১২ ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত রুশ সেনা। দু-বছর ধরে চলা যুদ্ধে ব্যাপক প্রাণহানির ধাক্কা সামাল দিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সেনায় নিয়োগ করেছে রাশিয়া। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বহু ভারতীয়। রুশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের বড় অংশকে ইউক্রেনে যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি সেখানে কেরলের বাসিন্দা এক রুশ সেনার মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এসেছে। তারপরই সেদেশের সামরিক

পরিসংখ্যান পেশ বিদেশমন্ত্রকের

বাহিনীতে কর্মরত ভারতীয়দের ফেরত পাঠাতে ভ্লাদিমির পুতিন সরকারের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে সাউথ ব্লক।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'এ পর্যন্ত ১২৬টি ঘটনা (রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে ভারতীয় নাগরিকদের যোগদান) ঘটেছে। এই ১২৬টি মামলার মধ্যে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী থেকে অব্যাহতি পেয়ে ৯৬ জন ভারতে ফিরে এসেছেন। ১৮ জন ভারতীয় রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে রয়ে গিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ১৬ জনের অবস্থান জানা যায়নি।' তিনি আরও বলেন, 'রাশিয়া ১৬ জন ভারতীয় নাগরিককে নিখোঁজ হিসেবে নথিভুক্ত করেছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হয়ে লড়াই করতে গিয়ে কমপক্ষে ১২ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন।'

যুদ্ধবিরতির আগেও হামলা ইজরায়েলের

জেরুজালেম, ১৭ জানুয়ারি : ইজরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রীসভা গাজা নিয়ে হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে অনুমতি দিল। এদিন গভীর রাতে ইজরায়েলের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা চুক্তিটি বিবেচনা করার ব্যাপারে বৈঠক করবে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, সমঝোতা চুক্তির রাজনৈতিক, নিরাপত্তাজনিত ও মানবতার দিক খতিয়ে দেখে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা তাতে অনুমতি দেবে। এদিকে যুদ্ধবিরতির চুক্তির মাঝে হামলা জারি রাখল ইজরায়েল। ইজরায়েলি হামলায় গাজায় প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক।

বুধবার আমেরিকা, কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় হামাস ও ইজরায়েলের মঝোতা চুক্তির সিদ্ধান্তে আসে উভয়পক্ষ। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইজরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রীসভায় তা অনুমোদিত হয়নি।

ইজরায়েলি হামলায় নিহতদের শেষকৃত্যে মানুষের ঢল। দক্ষিণ গাজায়।

এদিকে ১৫ জানুয়ারি বিবদমান উভয়পক্ষ যুদ্ধবিরতি সম্মতিতে রাজি হলেও গত কয়েকদিন লড়াই অব্যাহত রেখেছে ইজরায়েল। গাজায় আক্রমণ হেনেছে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। শুক্রবার সকালে দক্ষিণ গাজার একাধিক শরণার্থী শিবিরে আক্রমণ চালিয়েছে আইডিএফ। তাতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্ততপক্ষে ১০৩ জন প্যালেস্তিনীয়। আহত হয়েছেন ২৬৪-রও বেশি মানুষ। গাজার অসামরিক প্রতিরক্ষা পরিষেবার মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে ৩১ জন মহিলা ও ২৭টি শিশু। প্যালেস্তাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের গাজা ভূখণ্ড নিয়ে যুদ্ধবিরতি রবিবার থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু কার্যকর হওয়ার আগেও লড়াই দেখে বিষয়টির কার্যকারিতা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

আত্মঘাতী নিট পড়ুয়া

জয়পুর, ১৭ জানুয়ারি : নতুন বছরের এখনও একমাস পেরোয়নি। এর মধ্যেই তিনটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল রাজস্থানের কোচিং শিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র কোটায়। বৃহস্পতিবার রাতে কোটার বিজ্ঞাননগরের আম্বেদকর কলোনির ছাত্রাবাসে এক নিট পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে, বছর ১৮-র অভিজিৎ গিরির ঝুলন্ত দেহ ছাত্রাবাসে তাঁর ঘর থেকেই উদ্ধার হয়েছে।

বাংলোয় বৈঠক সারলেন উপাচার্য

রায়গঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : প্রায় দীর্ঘ দেড়মাস পর আজ শুক্রবার উপাচার্য দীপক কুমার রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের পাশাপাশি অধ্যাপকদের নিয়ে মিটিং করলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, মিটিং করলেন কর্ণজোড়ায় নিজের বাংলোতে। যদিও মিটিংয়ে ছিলেন রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার। তিনি কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কাজে রয়েছেন। এদিন আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস, আন্তর্জাতিক সেমিনার, পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক বিষয়ে রিপোর্ট নেন গত ৬ ডিসেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করেছেন উপাচার্য। উনি ওয়ার্ক ফ্রম হোম কাজ করছেন। তবে এনিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতির সদস্যরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক বিভাগের অধ্যাপক প্রশান্ত মাহালা জানান, 'আজ আমরা সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপকেরা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার আছে। সেই বিষয়ে আমরা উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করলাম। ইন্দোনেশিয়া থেকেও সেমিনারে অংশ নিতে অধ্যাপক আসবেন। বিশ্বভারতী থেকেও যোগ দেবেন। এর বাইরে অন্য বিষয়ে আমরা আলোচনা করিনি।' উপাচার্য দীপক কুমার রায় বলেন, 'এতদিন অনলাইনে মিটিং করেছি, কিন্তু আজ আধিকারিক ও অধ্যাপকদের নিয়ে বাংলোয় মিটিং করলাম। আন্তর্জাতিক সেমিনার, প্রতিষ্ঠা দিবস ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মিটিং করেছি। আমি অনেকদিন ধরেই রয়েছি।'

সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : পিকনিকের মরশুমে বাড়ছে পথ দুর্ঘটনা। এবার পথচারী থেকে শুরু করে মোটরবাইক চালকদের সচেতন করতে রাস্তায় নামল স্কুল পড়ুয়ারা। শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাটের নালন্দা বিদ্যাপীঠের এনএসএস পড়ুয়া ও নেহরু যুবকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ট্যাংক মোড়ে এই সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হয়। যেখানে পড়ুয়ারা হেলমেটবিহীন বাইকচালকদের দাঁড় করিয়ে পথ নিরাপত্তা নিয়ে বোঝায়। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট নালন্দা বিদ্যাপীঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌমিত দাস, বালুরঘাট সদর ট্রাফিক দপ্তরের আধিকারিক প্রদীপ দাস প্রমুখ। এই কর্মসূচি আগামী পাঁচ দিন বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় চালানো হবে।

রাস্তার সূচনা

তপন, ১৭ জানুয়ারি : তপন ব্লকের চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হলিদানা থেকে কাকনা পর্যন্ত যাবার রাস্তার দূরত্ব প্রায় ৬০০ কিলোমিটার। রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন আখৈতেল,কাকনা ডুবাহার,ধোনাপাড়া,এড়েন্দা এলাকার বহু মানুষ চলাচল করে থাকেন। কিন্তু রাস্তা পাকা না হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই কাদা জমে যেত। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাসিন্দারা পাকা রাস্তার দাবি করে আসছিলেন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে। এরপর রাস্তাটি পাকা হওয়ার জন্য বরাদ্দ করা হয়। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই কাজের সূচনা হয়। নারকেল ফাটিয়ে পাকা রাস্তার কাজের সূচনা করেন চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিনা টুডু ও তপন ব্লকের যুগ্ম বিডিও দেবব্রত ঘোষ প্রমুখ।

বাড়িতে আগুন

পতিরাম, ১৭ জানুয়ারি : আজ সন্ধ্যেতে পতিরাম থানার নীচাবন্দর এলাকার নেপু দাস নামের একজনের বাড়িতে আগুন লাগে। আগুন লাগার ফলে বাড়িতে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র সহ ফার্ন, আলমারি সমস্ত কিছুই আগুনে পুড়ে যায়। এলাকার স্থানীয় লোকেদের সহযোগিতায় এবং বালুরঘাট থেকে আসা দমকলের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে পতিরাম থানার পুলিশও উপস্থিত হয়েছিল।

খেজুর রসের লোভে কাঠঠোকরা। শুক্রবার বালুরঘাটের পিরোজপুর গ্রামে। - অভিজিৎ সরকার

আদালতের নির্দেশে ঘরে ফিরছেন অজয়

কলকাতা ও মালদা, ১৭ জানুয়ারি : প্রায় এক বছর ধরে বাড়ি ছাড়া মালদার উত্তর বালুচর এলাকার বাসিন্দা অজয় প্রসাদ কেশরী। তাঁর অভিযোগ, গতবছর ১ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাড়িতে রাত ১২টায় একদল দুষ্কৃতী ঢুকে হামলা চালায়। তাই পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। শুক্রবার এই মামলায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, ওই ব্যক্তি ও তাঁর পরিবার যাতে বাড়িতে ঢুকতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলেছেন বিচারপতি।

আবেদনকারী পেশায় একজন আইনজীবী। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক মদতপুষ্ট একদল দুষ্কৃতী রাতে তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়। তাঁর বাড়ি থেকে ২ লক্ষ টাকা, সোনার গয়না চুরি করা হয়। অভিযুক্তরা জেসিবি নিয়ে আসে। অজয়ের দাবি, তাঁর বাড়ি ভেঙে প্রোমোটিং করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। ঘটনাটির পর থেকেই ওই ব্যক্তি ও তাঁর পরিবার ঘরছাড়া। তাই পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এদিন এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, অবিলম্বে ওই ব্যক্তির নিজের বাড়িতে ঢোকার ব্যবস্থা করবে পুলিশ। ওই ব্যক্তি ও তাঁর পরিবার বাড়িতে ঢোকার পর যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি না হয় এবং আবেদনকারী যাতে শান্তিতে থাকতে পারেন তার যথাযথ পদক্ষেপ করতে হবে পুলিশকে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কঠোর নজরদারি করবেন।

অভিযোগ
- রাজনৈতিক মদতপুষ্ট একদল দুষ্কৃতী রাতে তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়
- বাড়ি থেকে ২ লক্ষ টাকা, সোনার গয়না চুরি করা হয়
- অভিযুক্তরা অজয়ের বাড়ি ভেঙে প্রোমোটিং করার পরিকল্পনা নিয়েছিল
- ঘটনাটির পরে ওই ব্যক্তি ও তাঁর পরিবার ঘরছাড়া
- পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন

গত বছর ৩১ ডিসেম্বর মালদা শহরের আমবাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হয় এক নাবালিকা সৃষ্টি কেশরীর গলা কাটা দেহ। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত ওই নাবালিকার সম্পর্কিত দাদা। আর এই আইনজীবী ওই অভিযুক্তের সম্পর্কিত কাকা।

মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধকে মার

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ জানুয়ারি : ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রেখে এক মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধকে মারধরের অভিযোগ উঠল হরিশ্চন্দ্রপুরে। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হল সামাজিক মাধ্যমে। (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।) খবর পেয়ে পুলিশ বৃদ্ধকে উদ্ধার করে। অভিযুক্তদের পাল্টা দাবি ওই ব্যক্তি ইতিপূর্বে তাদের আক্রমণ করেছিল। একজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। পুনরায় এদিন ইট নিয়ে মারতে আসে। তাই সুরক্ষার জন্য তাকে বেঁধে রেখে পুলিশে খোঁজ দিয়েছিল। কিন্তু কোনও মারধর করেনি।

ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে মারধর করা হয়েছে মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধ হাসমেকে। মারধর করে হাসান নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। অভিযুক্তের ছেলের দাবি, এর আগে হাসেম তার বাবাকে কোদাল দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর তার বাবা সুস্থ হয়। ফের গতকাল হামলা চালাতে আসে। বৃদ্ধ হাসেম বর্তমানে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য খায়রুল আলম বলেন, 'ঘটনার কথা শুনেছি। তবে এটাও শুনলাম ওই বৃদ্ধ নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন। গ্রামের লোকেদের আক্রমণ করছিল বলে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রাখা হয়।' হাসপাতালে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।

নজর ঘোরাতে পুর উৎসবের অভিযোগ

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৭ জানুয়ারি : প্রায় ৩১ বছর পর চলতি মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে গঙ্গারামপুরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পুর উৎসব। বাম আমলে গঠিত গঙ্গারামপুর পুরসভায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই পুর উৎসবকে কেন্দ্র করে সমস্ত রকমের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এরই মধ্যে পুর উৎসবকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। গঙ্গারামপুর পুরসভার এই পুর উৎসবকে অর্থের অপচয়, নয়ছয় ও দুর্নীতি থেকে নজর ঘোরানোর কৌশল বলে কটাক্ষ করলেন বাম-বিজেপি। তবে বিরোধীদের কটাক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে এই উৎসব পুরবাসীর উৎসব বলে মনে করছেন আয়োজকরা।

বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'গঙ্গারামপুর পুরসভা তো তৃণমূলের নয়। ওরা দখল করে নিয়ে রেখেছে। সরকারি টাকা নয়ছয় করতে হবে, ধ্বংস করতে হবে তাই তারা এমন উৎসব করছে। এটা আবার উৎসব কীসের? এটা জনমতের ভিত্তিতে পুরসভা গঠন হয়নি, চেয়ারম্যানও গঠন হয়নি। জোর করে ভোটে সন্ত্রাস করে এরা গঠন করেছে। এখন এদের লক্ষ্য জনগণের টাকা কীভাবে নয়ছয় করা যাবে। সেজন্য ওরা উৎসব করে খেয়েদেয়ে একটা অর্থের অপচয় করছে। এছাড়া, অন্য কোনও কারণ আমি দেখছি না।'

সিপিআইএমের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরার কথায়, 'বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে দুর্নীতি। তার উদাহরণ অভয়া কাণ্ড, বেআইনি স্যালাইন কাণ্ড, বেআইনি শিক্ষক নিয়োগ। সরকারি বিভিন্ন দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের মনে একটা ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে সারা বাংলাজুড়ে। সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতেই জনগণের ও সরকারের লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি টাকা অপচয় করে, তারা খেলা-মেলা উৎসব করে। জনগণের ও সরকারের এই ধরনের কোটি-কোটি টাকা অপচয় করে এই মেলা-খেলার মধ্যে দিয়ে বেআইনি পথে তাদের নেতা-নেত্রী, বিধায়ক-সাংসদের ইনকামের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।'

গঙ্গারামপুরের পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র জানান, 'দেখুন একটা উৎসব করতে গেলে কিছু তো অর্থের প্রয়োজন পড়েই। সেটাই স্বাভাবিক। সেই জায়গায়, একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছি। সেই জায়গাটায়, আমরা তো সবাইকেই চাইছিলাম। আমাদের তো বিরোধী বলে কিছু নেই। এই উৎসব শুধু গঙ্গারামপুর পুরসভার উৎসব নয়, এটা আমাদের পুরবাসীর উৎসব। বাম দীর্ঘ ২৩ বছর এখানে পুরসভায় ছিলেন। তারা ২৩ বছরে এই ধরনের কোনও চিন্তাভাবনা করেননি। পুরবাসীর কথা চিন্তাভাবনা করেননি। আমরা যেহেতু তৃণমূলের বোর্ড। আমরা তৃণমূলের তরফে চিন্তাভাবনা করেছি পুরবাসীর জন্য। এখন বিরোধীরা অনেক কথাই বলে থাকেন। বিরোধীদের অভিযোগের ব্যাপারটা আমরা পুরবাসীর কাছেই ছেড়ে দেব। আমরা বিরোধী দলের যারা চেয়ারম্যান, কাউন্সিলার ছিলেন তাদেরও আমন্ত্রণ করেছি। তাদের সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আমরা একটা বার্তাই সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি, যে আমাদের এই উৎসব গঙ্গারামপুর পুরবাসীর উৎসব।'

তীব্র কটাক্ষ বাম-বিজেপির

গঙ্গারামপুরে পুর উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। শুক্রবার। - চয়ন হোড়

সোমে মালদায় মুখ্যমন্ত্রী

মালদা, ১৭ জানুয়ারি : নতুন বছরে মালদা দিয়ে উত্তরবঙ্গ সফর শুরু করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ জানুয়ারি রাতে তিনি মালদায় পৌঁছাবেন। পরদিন প্রায় চারশো কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন তিনি। অনুষ্ঠান হবে ডিএসএ স্টেডিয়ামে। সেই মঞ্চ থেকেই তিনি বিভিন্ন দপ্তরের উপভোক্তাদের হাতে সরকারি পরিষেবার সুবিধা তুলে দেবেন।

মালদায় পর পর দুটি খুন বিশেষ করে বাবলা সরকারের খুনের পরে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর জেলায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি কী বলেন তা নিয়ে আশঙ্কায় দলের নেতা-কর্মীরা।

শিলান্যাস এবং উদ্বোধন হতে চলা প্রকল্পগুলোর তালিকা চূড়ান্ত করতে জেলায় প্রশাসনিক মহলে জোর তৎপরতা চলছে। প্রাণীসম্পদ দপ্তরের বায়ো মিথিলেশন প্লান্ট সহ বিভিন্ন আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প, সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প, মাদ্রাসা ও শিক্ষার বিভিন্ন প্রকল্প, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, স্বাস্থ্য ও পানীয় জল প্রকল্প সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজের সূচনা ও যাত্রা মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে শুরু হোক। তালিকা চূড়ান্ত করতে জেলা প্রশাসনে এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি নিয়ে শুক্রবার দফায় দফায় প্রশাসনিক বৈঠক হয়েছে। এদিন দুপুরে জেলা পরিষদ, পুরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি, বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতি প্রসঙ্গে ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'এর আগে উপভোক্তাদের অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা নিয়ে কিছু সমস্যা হয়েছিল। সেগুলো এবার সংশোধন করে নেওয়া হবে। ওনারা যাতে সকলে সময়মতো অনুষ্ঠানস্থলে আসতে পারেন সেই বিষয়টি যেন দেখা হয় এ ব্যাপারে বলা হয়েছে। এর আগে জনপ্রতিনিধিদের বসার কোনও আলাদা ব্যবস্থা ছিল না। এবারে আলাদা ব্লক করার জন্য প্রশাসনকে অনুরোধ করা হয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর প্রসঙ্গে জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী বলেন, 'এটা প্রশাসনিক সফর। তাই দলীয়ভাবে আমাদের কাছে বিস্তারিত তথ্য নেই। মুখ্যমন্ত্রী ২০ জানুয়ারি আসবেন এবং পরদিন পরিষেবা প্রদান করবেন। এছাড়া বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন হবে। চূড়ান্ত তালিকা আমাদের কাছে এখনও আসেনি।'

ফের খুনের হুমকি

প্রথম পাতার পর

পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে সন্দীপ বিশ্বাসকে এক অজানা নম্বর থেকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়। বলা হয়, 'তুই যেখানে আছিস সেখানেই থাক, আমি তোকে গিয়ে গুলি করে মারব।' তার পরিচয় জানতে চাইলে সন্দীপকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

এপ্রসঙ্গে সন্দীপ বিশ্বাস জানান, 'রায়গঞ্জে পুর প্রশাসক হওয়ার পর থেকেই দু'জন করে সর্বক্ষণের দেহরক্ষী রয়েছে। এবং আমার লাইসেন্স রিভলভার রয়েছে। তারপরেও ক্রিমিনালের এত বড় সাহস কী করে হয় যে, অজানা নম্বর থেকে হুমকির ফোন আসে।' তাঁর সংযোজন, 'আমি সবসময়ই রাতদিন এক করে ফোন ধরে থাকি। বৃহস্পতিবার রাত সোয়া এগারোটায় বাড়িতেই ছিলাম, ফোনটা আসলে আমি রিসিভ করি। এরপরই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে এবং বলে যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস সেখানেই থাক। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।' এরপর জানার চেষ্টা করি, কে বলছ? কিন্তু গালাগাল দিয়ে ফোনটা কেটে দেওয়া হয়। সেই ফোন নম্বরটি কাগজে নোট করি তারপর আইসি, রায়গঞ্জ থানায় বিষয়টি জানাই।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান, 'রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপারকে ফোন মারফত বিষয়টি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি রাজ্য সভাপতি সহ মুখ্যমন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে।'

কমিশন ১ লক্ষ

প্রথম পাতার পর

ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দেয়। ওই পরিচয়পত্র নিয়ে হিলি থেকে অন্যত্র যাওয়ার পথে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় গৌতম মণ্ডল নামে এক টোটোচালককে।

এরপরই গতকাল রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দালাল কুশ বর্মন এবং জাল নথি তৈরির অভিযোগে মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। মিজানুর রহমানের সাইবার ক্যাফে থেকে একাধিক নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এদিন তদের বালুরঘাট আদালতে তোলা হয়। পুলিশ ধৃতদের পাঁচদিনের রিমান্ডের আবেদন করলে আদালত তিনদিন মঞ্জুর করেন। ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানান, 'হিলি থানার পুলিশ ১৪ জানুয়ারি এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দালালচক্রের দুইজনকে ধরা হয়েছে।'

নেতা-পুলিশ নিরাপদ

প্রথম পাতার পর

প্রশাসক, তৃণমূল নেতা সন্দীপ বিশ্বাসও ফোনে খুনের হুমকি পেয়েছেন। বলা হয়েছে, তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হবে।

এসব দেখেশুনে তৃণমূলে এখন থরহরি কম্প। শত্রু যে ঘরেই ওঁত পেতে বসে। কখন যে কে কী করে দেয়, ভাবলে মেরুদণ্ড দিয়ে কার না শীতল স্রোত নামে! এই লেখার সময় কোচবিহার থেকে এক প্রাবন্ধিক মেসেজে জানালেন, কোচবিহারও ক্রমশ তাতছে। তিনি জানালেন, পিছনে সেই দখলদারি, একাধিপত্যের স্বার্থ। কংগ্রেস আমলে যেমন ক্লাবে ক্লাবে খুনোখুনির পিছনে ছিল এই নেতা-সেই নেতার এলাকা দখলের প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতার কারণ এখন অনেকটাই ব্যক্তিস্বার্থ।

আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে টিকিট প্রত্যাশী অনেক। দল কাকে বেছে নেবে, তার তোয়াক্কা না করে সবাই চান দল তাঁকে বেছে নিক। বিধানসভা থেকে পুরসভা, পঞ্চায়েতে একই চিত্র- দাবি এক, দফা এক, দল আমাকে টিকিট দিক। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ কয়েকদিন আগে দলীয় কর্মীসভায় কোনও নেতার নাম না করে সবাই চান দল নারকেল, সুপারি গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না কারও যে, তাঁর নিশানায় দীর্ঘদেহী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। যিনি কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান।

উদয়নের অভিযোগ, ওই লম্বা নেতারা জেলা নেতৃত্বকে ছোট করার চক্রান্ত করেন। ঘরে বসে এখন থেকে প্রার্থীতালিকা তৈরি করছেন। এ ধরনের কথা শুনে কখনও মনে হবে না, উদয়ন ও রবীন্দ্রনাথ একই দলের নেতা। এত বিদ্বেষ যেখানে, সেখানে রাজ্য সরকার তো শাসকদলের নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হবেই। বাবলা খুনের পর জেলায় জেলায় তাই তৃণমূল নেতাদের পুলিশ রক্ষী বাড়ানো হয়েছে।

যাঁদের ছিল না, তাঁদের দেওয়া হয়েছে। কেউ নিতে না চাইলে (যেমন শিলিগুড়ির জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ) জোর করে রক্ষী দিয়েছে পুলিশ। সরকার নেতাদের আগলে রাখার আর কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না যে। কলকাতায় গুলি করে খুনের চেষ্টা হয়েছে কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে। চেয়ারম্যান পদ গেলেও পুলিশি নিরাপত্তা চাইছেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড মালবাজারের স্বপন সাহা।

কিন্তু পুলিশ রক্ষীতেই বা ভরসা কী! নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই ভীত পুলিশ। পাঞ্জিপাড়ায় প্রিজন ভ্যানে বন্দি আসামি গুলি করে দিল পুলিশরক্ষীদের। শিলিগুড়িতে দুর্ঘটনায় এক বিজেপি নেত্রীর মৃত্যুতে পুলিশের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরকে রাস্তায় ফেলে পেটানো হল। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে আসামি গ্রেপ্তার করতে গিয়ে নিগৃহীত হল পুলিশ। রাজ্যের এখানে-ওখানে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ, হেনস্তার খবর এখন প্রায় রোজ।

ভাবুন, পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হলে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে বলতে হয়, 'আমাদের কেউ গুলি করলে আমরা চারগুণ গুলি চালাব।' এনকাউন্টারের প্রেক্ষাপট যেন। তাহলে দাঁড়াল কী? শাসকদলের নেতারা সন্ত্রস্ত। পুলিশের সুরক্ষার অভাব। যাঁর যত দাপট, তাঁর তত আতঙ্ক। কারও দাপট মানে অন্য কেউ বঞ্চিত, রাগে বা ক্ষোভে ফোঁসে। সুযোগ পেলে অন্যের দাপটগিরি ঘোচাতে খুনোখুনি করতে পিছপা নয় সাহ্যাপুর।

দাপটের কোমর ভেঙে অন্য কেউ দাপুটে হতে চান দখলদারির লোভে। এ সব জানেন সবাই। বাবলা খুনের পর ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বললেন, নরেন্দ্রনাথের মুখে বাবলাকে খুন করার ইচ্ছা আগেই শুনেছেন তিনি। অথচ তিনি বাবলাকে, কিংবা দলকে আগাম সতর্ক করেননি। কেন? জবাব নেই! জবাব নেই বলেই নেতাদের এখন এত উদ্বেগ! মানুষ তার সুরক্ষার কথা বলবে কাকে?

খুনের মামলা

প্রথম পাতার পর

প্রসূতির মৃত্যু ও তিন প্রসূতির অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, সেই পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের রিঙ্গার ল্যাকটেটকে ছাড়পত্র দিয়েছে মুম্বইয়ের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাব। কর্ণাটক সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরীক্ষার পর ওই সংস্থার স্যালাইনকে ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্যে এখনও ওই স্যালাইনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি রাখছে স্বাস্থ্য ভবন। জীবাণুমুক্ত করার জন্য যে যে প্রক্রিয়া থাকে, তার মাপকাঠিতে পাশ করতে পারেনি ওই সংস্থা। তাই এই ব্যাপারটি আরও খতিয়ে দেখা হবে। তারপরই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের দল প্রাথমিক তদন্ত জানতে পেরেছে, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করা হয়েছিল অক্সিটোসিনকেও। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য ভবনে সাড়ে ৫ পাতার রিপোর্ট জমা পড়েছিল।

জয়েন্ট ডক্টর্স ফোরামের নেতা ডাঃ মানস গুমটা বলেন, 'রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সম্পূর্ণ গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ও রাজ্য সরকার এই ঘটনার দায় সম্পূর্ণভাবে ডাক্তারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। আমরা এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' যদিও নবান্নের দাবি, সিআইডির প্রতিনিধি দল হাসপাতালের রেজিস্টার ও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেছে, এক ডাক্তার তাঁর ডিউটি চলাকালীন প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে বালিচকে একটি অপারেশন করেছেন। ফলে সিনিয়ার ডাক্তারদের গাফিলতি যে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না, তা স্পষ্ট। স্বাস্থ্য ভবনের সিনিয়ার ডাক্তারদের এক প্রতিনিধি দলও মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে পৃথকভাবে তদন্ত করে। দুটি তদন্ত রিপোর্টই মিলে যাওয়ায় অভিযুক্ত ডাক্তারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার জাকির

প্রথম পাতার পর

কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গেও কথা বলেছেন।

গত মঙ্গলবার কালিয়াচকের উত্তর দরিয়াপুর মোমিন পাড়ায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে খুন হন তৃণমূল কর্মী। গুরুতর জখম হয় নওদা যদুপুরের অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি বকুল শেখ ও তার ভাই প্রাক্তন প্রধান এসারুদ্দিন শেখ। বর্তমানে তারা দুইজনেই মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে এসারুদ্দিনের অবস্থা আগের তুলনায় অনেক ভালো রয়েছে। ইট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করার ফলে মাথায় ১৪টি সেলাই পড়েছে। অন্যদিকে সভাপতি বকুল শেখের মাথায় প্রথমে গুলি করা হয়। কিন্তু গুলি মাথার চামড়া ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। তারপরেই ইট দিয়ে থেঁতলে তাকে মারা হয়। পরিবারের লোকজন চিকিৎসার জন্য তাকে ব্যাঙ্গালুরু নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছেন।

ডিজি এদিন দুপুরে কালিয়াচকে যাওয়ার আগে জেলা পুলিশ অফিসে চৈতালির সঙ্গে দেখা করেন। দুপুর একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত দুজনের মধ্যে কথা হয়। কী কথা হয়েছে, সে বিষয়ে দুজনের কেউই মন্তব্য করতে চাননি। তবে খুনের তদন্ত প্রসঙ্গে রাজীব কুমার বলেন, 'জেলা পুলিশের তদন্ত ঠিক পথেই এগোচ্ছে। এই ঘটনায় তদন্তের বাকি তথ্য পুলিশ সুপার জানাবেন।'

পরে সন্ধ্যায় সার্কিট হাউসে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে কথা বলেন ডিজি। পরে কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'যানজট, সিসিটিভি, পার্কিং, আলো সেসব নিয়েই কথা হয়েছে। উনি এসব বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। দুলাল সরকারকে খুন কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফর নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।' বাবলা জায়া চৈতালির সঙ্গে দেখা করার আগে রাজীব কুমার জেলা পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। পুলিশ সুপারের কনফারেন্স হলে সেই বৈঠকে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম, আইজি (নর্থবেঙ্গল) রাজেশ যাদব, আইজিপি (মালদা রেঞ্জ) দীপনারায়ণ গোস্বামী সহ জেলা পুলিশের পদস্থকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তলিয়ে মৃত বৃদ্ধা

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতের নাম ছুড়কি হেমরম(৭৫)। তাঁর বাড়ি কুমারগঞ্জ ব্লকের বটুন পঞ্চায়েতের দাশুলে। গতকাল তাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার বালুরঘাট থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে।

গতকাল দুপুরে বাড়ির পাশে পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধা। তারপর তিনি আর বাড়ি ফিরেননি। বাড়ি ফিরছেন না দেখেই পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সেই সময় দেখেন পুকুরের জলে ভাসছেন তিনি। বিষয়টি নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেই সময় ওই বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

পুলিশ দেখে বাইক ঘুরিয়ে পগারপার

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৭ জানুয়ারি : বাইকের স্পিডোমিটার দেখাচ্ছে গতি ১০০ ছুঁইছুঁই। সামনের মোড়ে পুলিশ দেখে জোরে ব্রেক। কিন্তু ততক্ষণে খাকি উর্দির হাতের নাগালে চলে এসেছে বাইকচালক। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, 'তাড়াহুড়ো করে বেরোনোর কারণেই তার সহযাত্রী হেলমেট নিয়ে আসতে পারেননি।' এধরনের আরও অনেক অজুহাতই আসছে পুলিশের কাছে। অথবা পুলিশ কর্মকর্তারা যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাইক আরোহীদের হেলমেট পরার জন্য অনুরোধ করছেন, তখন অনেকেই বাইক ঘুরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। আবার কেউ হেলমেট বাইকে ঝুলিয়ে দিয়েই গাড়ি নিয়ে ছুটছেন। এমনকি, অনেকের মাথায় হেলমেট থাকলেও পিছনে বসা সহযাত্রী হেলমেট পরেননি। কেউ

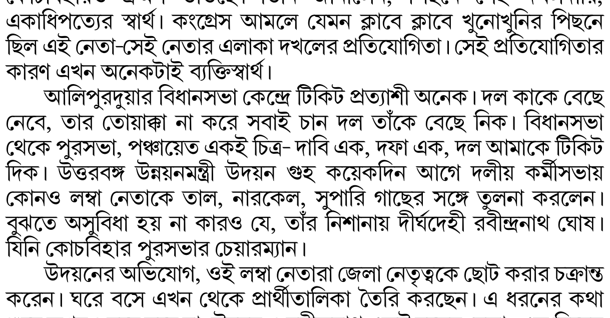

বাইক আরোহীদের হেলমেট পরার পরামর্শ পুলিশের। - সংবাদচিত্র

পুলিশের অনুরোধ শুনছেন, কেউবা পুলিশ কে দেখে বাইকে হাইস্পিড তুলে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছেন। শুক্রবার এমনই ছবি সামনে এসেছে পুরাতন মালদার বালা সাহাপুর চেকপোস্টে।

পুরাতন মালদার বালা সাহাপুর চেকপোস্টে পুলিশের তরফে হেলমেট পরে যাতায়াতের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ সত্ত্বেও, বাইক আরোহীদের মধ্যে হেলমেট পরার প্রতি অনীহা দেখা দিয়েছে। হেলমেট না পরে বাইক চালানোর প্রবণতা অব্যাহত থাকায় প্রথম নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ছে। পুলিশ কর্মকর্তারা বারবার যাত্রীদের সচেতন করার চেষ্টা করছেন যে, হেলমেট পরাটা কেবল আইনের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক নয়, নিজের সুরক্ষার জন্যও অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু, কথাটা কানে যাচ্ছে না বাইক আরোহীদের।

স্বাভাবিকভাবেই পথ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। চেকপোস্টে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাইক সমেত দাঁড় করানো হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দা লালবাহাদুর ঘোষকে। তার পেছনে সহযাত্রী ছিলেন।

মালদা থানার আইসি মৌমিন চক্রবর্তী বলেন, 'পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা থেমে নেই। বাইকচালকরা বিনা হেলমেটে রাস্তায় বেরোলে আমরা সচেতন করছি।'

ইউটিউব দেখে অপারেশন

প্রথম পাতার পর

হয়ে দু'দিন করে থাকেন। কোনও বিভাগের চিকিৎসক আবার সপ্তাহে একদিন আসেন, কেউ ১৫ দিনে একবার আসেন। বর্তমানে অধ্যাপক চিকিৎসক সহ অন্যদের উপস্থিতি আধার নম্বর যুক্ত বায়োমেট্রিক প্রযুক্তিতে হওয়ায় অনেকেই কলকাতায় বসেও বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে হাজিরা দিয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। এই ফাঁকিবাজির জেরে শুধু রোগী পরিষেবায় যে প্রভাব পড়ে তেমনটা নয়, কলেজে চিকিৎসক পড়ুয়াদের পঠনপাঠনেও ব্যাঘাত ঘটছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বিশেষ করে অর্থোপেডিক এবং সার্জারি বিভাগে সিনিয়ারদের ফাঁকিবাজি সবচেয়ে বেশি। নেফ্রোলজি বিভাগের চিকিৎসকও অনিয়মিত। অথচ সবচেয়ে বেশি অপারেশনের রোগী থাকেন অর্থোপেডিক এবং সার্জারিতেই। ফলে সেই অপারেশনগুলি করার দায়িত্ব গিয়ে পড়ে চিকিৎসক পড়ুয়া এসআর, পিজিটিদের ওপরে। সরকারি নিয়ম বলছে, এসআর, পিজিটি অপারেশন করতেই পারেন, কেননা তাঁরা শিক্ষানবিশ। তবে অপারেশন টেবিলে সিনিয়ার চিকিৎসককে উপস্থিত থাকতেই হবে। সেই সিনিয়ারের সামনেই অপারেশন জুনিয়াররা করবেন। কিন্তু সিনিয়ারদের ফাঁকিবাজির জেরে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ মেডিকেলেই সেই নিয়ম মানা সম্ভব হচ্ছে না।

তাহলে অপারেশন হবে কীভাবে? চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন, অনেক সময় এসআর, পিজিটিরা মোবাইলে ইউটিউবে অপারেশনের ভিডিও চালিয়ে দিয়ে সেটা দেখে দেখে রোগীর অপারেশন করছেন। কোথাও ভুল হলেও ফোন করে সিনিয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করছেন না। কেননা হয়তো সিনিয়ারকে ফোন করলে ধমক খেতে হবে, সেই ভয়ে নিজেরাই দায়সারাভাবে অপারেশন করছেন। দেখা যাচ্ছে, এতে একটি অপারেশন করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগছে। যার পরিণাম ভয়ংকর হতে পারে। হয়তো হচ্ছেও, কিন্তু সেটা ধামাচাপা দিতে রোগীর অন্য শারীরিক সমস্যাকে দায়ী করে রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি অপারেশনে এস-ওয়ান, এস-টু হিসাবে সিনিয়ার থেকে জুনিয়ার চিকিৎসকের নাম লিখতে হয়। স্যর না এলেও নির্দেশ মেনে এস-ওয়ানে সিনিয়ারের নাম লিখে দিতে বাধ্য হচ্ছেন জুনিয়াররা। যদিও বিষয়টি নিয়ে সরাসরি মুখ খুলতে চাননি মেডিকেল কলেজের সুপাররা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'প্রতিটি অপারেশনে সিনিয়ারদের উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে।' জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার কল্যাণ খান বলেন, অপারেশনের সময় সিনিয়াররা যাতে থাকেন সেই নির্দেশ বরাবরই থাকে।

কর্মশালা

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : জাতীয় প্রাণীসম্পদ মিশনের আওতায় উদ্যোগী প্রাণী পালকদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজিত হল বালুরঘাটে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রাণীসম্পদ ভবন সংলগ্ন বালুছায়া সভাকক্ষে এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উৎসাহী মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিনের আঞ্চলিক স্তরের কর্মশালায় মুরগি, শুকর, ছাগল সহ একাধিক প্রাণী পালনের জন্য ২০ লক্ষ টাকা থেকে এক কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণের কথা জানানো হয়। এর মাধ্যমে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি পাবেন তারা।

আমার শহর

ছোট্ট তারা

বালুরঘাটের দেবাদৃতা বর্মন (১২) রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে কাতা ও কুমি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

যানজটে জেরবার মালদা

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ১৭ জানুয়ারি : ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘরে। অন্যদিনের মতো শহরে একটু একটু করে বাড়ছে ব্যস্ততা। ফলে নির্দিষ্ট অটো বা টোটোস্ট্যান্ডেও জড়ো হয়েছে একাধিক অটো, টোটো। শহরের রথবাড়ি চত্বরে যানজট নিত্য সমস্যা হলেও শুক্রবার পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর রূপ নিল একটি স্কুলের র‍্যালি এবং শহরে ডিজি'র আগমনে। অনেকের মতে, অতিরিক্ত অটোর জমায়েত ও ট্রাফিক অব্যবস্থাপনার কারণে দিনের পর দিন এই পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে রথবাড়িতে।

শহরের এক নিত্যযাত্রী সৃজনী লাহিড়ির ক্ষোভ, 'প্রতিদিন এই

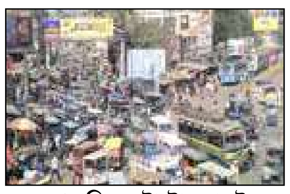

রথবাড়িতে টোটোর দাপট।

রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে অটোর যানজটে সমস্যায় পড়তে হয়। অটোস্ট্যান্ড থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় সারি সারি অটো। তার ওপর, আজ রাস্তা অবরুদ্ধ। অস্বাভাবিক ভিড়ে সমস্যা আরও বাড়িয়েছে।' আরেক নিত্যযাত্রী সুজাত কর্মকার বলেন, 'রথবাড়ি মুখ্য ট্রাফিকের পাশে এভাবেই অটোর ভিড় জমে। এই অব্যবস্থা নিত্যদিনের।'

শহরের আইএনটিটিইউসি সভাপতি শুভদীপ সান্যালের বক্তব্য, 'আমরা সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, যেন দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হয়।'

চায়ে পে চর্চা...

মালদা বইমেলায় চায়ে চুমুক স্কুল ফিরতিদের। - অরিন্দম বাগ

পার্কে চালুর পথে রোপওয়ে

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৭ জানুয়ারি : জেলার মধ্যে প্রথম গঙ্গারামপুর কালদিঘি পার্কে হতে যাচ্ছে রোপওয়ে। ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন। কালদিঘিতে রোপওয়ে চালানোর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর গঙ্গারামপুরের পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র।

গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে গঙ্গারামপুর শহরের সব থেকে বড় পার্ক কালদিঘি পার্ক। শহরবাসীর অবসরযাপন কিংবা বিনোদনের জন্য প্রথম পছন্দ এই কালদিঘি পার্ক। পার্কে ইতিমধ্যেই রয়েছে টয়ট্রেন। রয়েছে সুবিশাল দিঘি। দিঘিতে রয়েছে বোটিংয়ের ব্যবস্থা। এবার এই পার্কেই নবতম সংযোজন হতে চলেছে রোপওয়ে। কালদিঘি পার্কে প্রায় ১.৫ কিমি দীর্ঘ দিঘির উপর দিয়ে হবে এই রোপওয়ে। আসা-যাওয়া মিলে প্রায় তিন কিলোমিটার অংশ জুড়ে থাকবে এই রোপওয়ের ব্যবস্থা। রোপওয়ে স্থাপনের জন্য প্রস্তাব ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে গঙ্গারামপুর পুরসভার তরফে। উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে রোপওয়ে স্থাপনের স্থান পরিদর্শন করে গেছেন।

গঙ্গারামপুরের পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র জানান, 'রোপওয়ের কাজটা একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমরা অলরেডি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই স্থান পরিদর্শন করে গেছেন। কোথা দিয়ে রোপওয়েটা চালালে সুবিধা হবে, তা খতিয়ে দেখেছেন। আমরা তাদের দেখিয়ে দিয়েছি যে আমাদের কালদিঘির যে দিঘিটা আছে সেই দিঘির উপর দিয়েই এই রোপওয়েটা চলবে। আমাদের কালদিঘিটা একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ১.৫ কিমি আছে। সেই কারণে টোটালটা ঘুরে আসতে তিন কিমি লাগে। তাই আমরা সেইভাবেই তৈরি হচ্ছি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের স্বপ্ন ছিল যে আমরা কালদিঘির বুকে একটা রোপওয়ে চালাব।'

শহরবাসী পেশায় শিক্ষক অমিত দাগা বলেন, 'পুরসভার এমন কাজে আমরা ভীষণ খুশি। আমরা উন্নয়ন চাই। পার্কটা যেন আরও শিশুদের উপযোগী হয়, সেই ব্যবস্থা করা উচিত।'

পরিকল্পনাবিহীন একের পর এক বহুতল
'বাঘা যতীনে'র ভয় তাড়া করছে ফ্ল্যাটবাসীকে

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৭ জানুয়ারি : বহুতলের রেষারেষিতে আকাশ দেখা দায়! বহুতলের দৌড় এখন সিটি থেকে ব্লকেও। কিন্তু কতটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরি করা হচ্ছে এই বহুতল। নিয়মই বা কতটা মানা হচ্ছে!

কলকাতার বাঘা যতীনে বহুতল ধসের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে মালদা শহরেও। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠছে ফ্ল্যাটবাড়ি। আর এই বহুতল গড়তে কতটা নিয়ম মানা হচ্ছে! আদৌ পুরসভার নজরদারি রয়েছে কি না, তা জানা নেই কারোর। কারণ, এই শহরে প্রোমোটারদের সঙ্গে কাউন্সিলারদের সখ্যতা অনেকটাই জলভাতের মতো। অনেকক্ষেত্রে অংশীদারিও রয়েছে বহুতল মালিকদের সঙ্গে। তাই খরচ কমাতে প্রোমোটারেরা যে খুব সহযেই নিয়মনীতির তোয়াক্কা রাখবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাভাবিকভাবেই বাঘা যতীনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে এই শহরে হবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের হার এখন গোটা দেশেই ৩৫ শতাংশ। মালদা শহরে ইংরেজবাজার পুরসভায় হোল্ডিং নম্বরের সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশি। যদিও বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৫ লক্ষের অধিক। প্রায় তিন দশক ধরে বেড়েছে এই শহরে জমি মাফিয়াদের দাপট। শুরু হয়েছে বহুতল গড়ার অলিখিত প্রতিযোগিতা। বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী মালদা শহরে বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ির সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। শহরের ১ নম্বর গভঃ কলোনি এলাকাকে বহুতল কলোনিও অনেকে বলে থাকেন। এই এলাকার প্রতিটি লেনে বহুতলের সারি।

অভীক কুণ্ডু নামে এক ফ্ল্যাটবাসীর কথায়, 'কলকাতার বাঘা যতীনে বহুতল হেলে পড়ার ছবি সংবাদমাধ্যমে দেখেছি। খুব ভয় করছে। আমরা এই এলাকায় ২২ বছর আগে একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি। বাইরে থেকে দেখে তো বহুতলের ভিত কী আছে তা বলা সম্ভব নয়। কোনও অঘটন ঘটলে তাঁর প্রভাব আশপাশের ফ্ল্যাটগুলিতেও পড়বে। ভুগতে হবে বসবাসকারী মানুষদের।'

শহরের সিঙ্গাতলা এলাকার বাসিন্দা গৌতম দত্ত বলেন, 'আমাদের বাড়ির ঠিক পাশেই রয়েছে বহুতল। তাতে অন্তত ২৫টি পরিবার বসবাস করেন। বাড়ি তৈরির সময় এই জমির পাইলিং করা হয়। প্রচুর ধুসবালি উঠে আসছিল। তাতে বহুতলের ভিত কতটা মজবুত হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বাঘাযতীনের ঘটনার পর থেকেই একটা আতঙ্ক আমাদের রয়েছে।'

পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'বহুতল গড়ার অনুমোদন দেওয়ার আগে সবকিছু খতিয়ে দেখা হয়। পুরসভার বাস্তুকারেরা সরেজমিনে গিয়ে দেখেন। ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরির সবনিয়ম মানা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করার পর অনুমতি দেওয়া হয়।'

প্রজাতন্ত্র দিবসের দল বাছাই

রায়গঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্যারেডে অংশ নেবে বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও পুলিশকর্মীরা। আজ কর্ণজোড়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের থিম পরিবেশন করে দেখায় বিচারকমণ্ডলীর সামনে। রায়গঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের ১৮টি বিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। বিচারকমণ্ডলী ১১টি টিমকে শেষপর্যন্ত বেছে নেয়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী জানান, 'আগামী ২৬ জানুয়ারি রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে ১১টি টিম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবে।'

সহায়কমূল্য দাবি

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : কৃষি পণ্যের ন্যূনতম সহায়কমূল্য আইনসংগত করা সহ একাধিক দাবিতে সরব হল এসইউসিআই কমিউনিস্ট। বৃহস্পতিবার বিকেলে বালুরঘাটের পুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পথসভার আয়োজন করেন সংগঠনের একাধিক নেতৃত্ব।

সামাজিক মাধ্যম নিয়ে দ্বিমত

রায়গঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তে আট থেকে আশি সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক অপব্যবহার দেখা গিয়েছে। এইসব দিক চিন্তা করে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাশ টানতে চেয়েছে কেন্দ্র সরকার। ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইন (ডিপিডিপি অ্যাক্ট) মোতাবেক আঠারো বছরের কম বয়সিদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল রায়গঞ্জে।

প্রধান শিক্ষক শোভন মৈত্রের কথায়, '১৮ বছরের কম বয়সি ছেলেমেয়েরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। ভালো কাজে ব্যবহার হলে তো ভালোই। কিন্তু খারাপ কাজে ব্যবহার করা হলে তা সুদূরপ্রসারী। তাই কেন্দ্র সরকার অভিভাবকদের অনুমোদনের

রায়গঞ্জ

যে বিষয়টি সামনে এনেছে তা সত্যি প্রশংসাযোগ্য।'

শহরের এক বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক জানান, 'কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত প্রশংসাযোগ্য হলেও যদি আঠারো বছরের নীচের ছেলেমেয়েদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হত তাহলে সবথেকে বেশি ভালো হত।'

অন্যদিকে, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে এর নেতিবাচক দিক তুলে ধরে শিল্পী শুভ্রশংকর রায় বলেন, 'বর্তমান সময়ে তো দেখা যায় ছেলেমেয়েদের কিছু বলা যায় না। বাবা-মায়েরা সন্তানকে কোনও কাজ করতে বারণ করলে ছেলেমেয়েরা চূড়ান্ত পদক্ষেপও গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তেমনটা হবে না তো! সবার যেন ভালো হয় সেটাই চাই।'

জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া ও ইংরেজবাজারের চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর উপস্থিতিতে মালদা শহরের উমেশচন্দ্র বাস্তুহারা বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবের সূচনায় শোভাযাত্রা। ছবি ঃ মানস রায়

ট্রাফিক সপ্তাহে র‍্যালি

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রকল্পের অধীনে ট্রাফিক সপ্তাহের প্রথম দিন সচেতনতামূলক বাইক র‍্যালি করল কালিয়াগঞ্জ থানার ট্রাফিক পুলিশ। শুক্রবার কালিয়াগঞ্জ থানা প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে সুকান্ত মোড়, বিবেকানন্দ মোড়, শিমুলতলা, কুনোর মোড় হয়ে থানায় এসে শেষ হয়। র‍্যালির মাধ্যমে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ওসি বিপুল দত্ত, এসআই খাদিমুল ইসলাম প্রমুখ।

অ্যাফিডেভিট

আমি Md. Sofiqul Hoque, পিতা Sarful Hoque, গ্রাম- রাধানগর চিকনি, পোঃ- রাজাপুর, থানা- পুখুরিয়া, জেলা- মালদা। আমার মেয়ের জন্মপ্রমাণ পত্রে (যার রেজিঃ নং B-2021 : 19-90145-002659) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 17/01/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Saimin থেকে Saimin Khatun করা হইল।
(M-114006)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সমীর রায়, পিতা-স্বর্গীয় জলধর রায়, সাং- মাকুলী, পোঃ- পাকুয়াহাট, থানা- বামনগোলা, জেলা-মালদা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, নাগরিকত্ব- ভারতীয়। আমার মক্কেল গত ইং- ১৪/১০/২০২৪ তারিখে হবিবপুর এডি. এস আর অফিস হইতে আমমোক্তার নং Book No - 1- 3056 রামজী প্রসাদ, পিতা- জয়শ্রী প্রসাদ, সাং ও পোঃ কেন্দপুকুর, থানা- হবিবপুর, জেলা- মালদা আমমোক্তার নামা দলিল মূলে খরিদ করে এবং বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে রেকর্ড এর জন্য আবেদন করে।
এই বিষয়ে যদি কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বামনগোলা B.L & LRO অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

তপশিল সম্পত্তি
জেলা- মালদহ, থানা- বামনগোলা, মৌজা- মাকুলী, জে.এল নং- ১১৫, দাগ নং- ১৪/২২২, খতিয়ান নং- ৬৬২, রকম- আরকান্দর, পরিমাণ- ০.০০২৫ শতক।

ইতি
Binoy Mondal (Advocate)
Malda Dist. Judge's Court
G-F-4096/4306/22

সেলফির ভিড়ে হাঁটা মুশকিল

বই না থাকলেও মোবাইলটা আছে

বিজলী

এ বছর ৩৬তম মালদা জেলা বইমেলা শুরু হল ১৩ জানুয়ারি ২০২৫, বইমেলা বসেছে মালদা কলেজ মাঠে। ১৪ তারিখ মঙ্গলবার বিকেলে বইমেলায় গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরলাম। স্কুল, অফিস খোলা তাই এখনও সেভাবে ভিড় শুরু হয়নি। প্রতিবারের মতো এবারও একটি প্ল্যাকার্ড দৃষ্টি টানে 'প্রতি হাতে বই চাই'। একথা অনস্বীকার্য প্রতি হাতে বই না থাকলেও প্রতি হাতে মোবাইল আছে। ফোটো এবং সেলফি তোলার ভিড় সব জায়গাতেই কখনও কখনও চলাফেরা করতে অসুবিধা সৃষ্টি করে। প্রতিবারের মতো এবারও দুটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরি হয়েছে। যেখানে পরপর অনুষ্ঠান চলছে। নাচ, গান বই প্রকাশের অনুষ্ঠান এবং বিশিষ্টজনের বক্তৃতা। মালদা বইমেলায় বক্তৃতা বলতে আমার একজনের কথা মনে পড়ে সদ্য প্রয়াত পুলিশ সুপার পঙ্কজ দত্ত। উনি যখন মালদার এসপি ছিলেন তখন একটা বক্তৃতা শুনেছিলাম, যেখানে উনি বলেছিলেন এখানে যদি বইয়ের স্টলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক খাবারের দোকান দেওয়া যায় তাহলে ভালো হয়। তাই এখন বইমেলায় গেলে বইমেলার বাইরে এবং ভেতরে খাবার স্টলগুলো দেখলে ওঁর কথাই মনে পড়ে। এখন বইমেলার মাঠে এখানে সেখানে অনেক চায়ের স্টল যেটা চাপ্রেমীদের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য। এছাড়াও ঝালমুড়ি, বাদাম এবং নানান রকম খেলনা, বেলুন বিক্রিতে কিছু মানুষের কর্মসংস্থান দেখে ভালো লাগে।

বইমেলার স্টলে ঘুরতে ঘুরতে বইয়ের পাতা উলটিয়ে নতুন বইয়ের গন্ধ সোঁকার আনন্দই আলাদা। বড় বড় নামকরা প্রকাশনীর স্টল ছাড়াও অনেক স্টল প্রতিবারের মতো এবারেও হাজির। এছাড়াও মালদা জেলার অনেক বইয়ের দোকানের স্টলও বইমেলায় আছে।

পরিশেষে জানাই এবারে মালদার প্রবেশের তোরণটি তৈরি হয়েছে 'দুলাল সরকারের নামে। ভেতরের দুটি মঞ্চের একটি মঞ্চ তৈরি হয়েছে সলিল চৌধুরীর নামে এবং জাকির হোসেন নামে অন্য মঞ্চটি তৈরি হয়েছে।

(লেখিকা - গৃহবধূ, মালদা)

পানীয় জল পৌঁছাল পুরসভার দুই ওয়ার্ডে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ পুরবাসীর জন্য সুখবর। রায়গঞ্জ পুরসভার ২ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু হল। গত ৮ জানুয়ারি থেকে বন্দর শ্মশানে পানীয় জল প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হতেই এই দুই ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগের কাজ শুরু হয়েছে। ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোঅর্ডিনেটররা এই কাজের তদারকি করছেন। তবে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়নি।

রায়গঞ্জ পুরসভার পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর পাশাপাশি এবারে বিভিন্ন দোকান ও ব্যাংকগুলিতে দেওয়া হবে জলের সংযোগ। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু করেছে রায়গঞ্জ পুরসভা। বিশেষ করে খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁ, মিষ্টি, চায়ের দোকানদাররা পাবেন এই পরিষেবা।'

এদিকে পানীয় জলের সংযোগের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি ২ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অমল বিশ্বাসের কথায়, 'খুব ভালো উদ্যোগ। আর জল কিনে খেতে হবে না।' ১০ নম্বর ওয়ার্ডের আরেক বাসিন্দা অজয় গুহর স্বস্তি, 'আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হচ্ছে এবার। কোঅর্ডিনেটরের চেষ্টায় এইবার সুবিধা পাব।'

তবে শুধু এলাকাবাসী নয় মমোহনবাটী, উকিলপাড়া এলাকার হোটেল, মিষ্টির দোকান,

বাড়ির পর তালিকায় দোকান, হোটেল

খাবারের দোকানদারেরাও খুশি। কারণ, খাবারের দোকানেও প্রচুর পরিমাণে পানীয় জল লাগে। এই পরিষেবা হোটেল বা দোকানের জন্য চালু হলে অনেকটাই সাশ্রয় হবে।

এক হোটেল মালিক রিংকু সাহা জানান, আমাদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে পানীয় জল প্রয়োজন হয়। বাইরে থেকে প্যাকেটজাত জল কিনতে হয়। পুরসভার জল দিলে অনেকটাই সাশ্রয় হবে। একই বক্তব্য চায়ের দোকানদার খোকন সাহার।

রায়গঞ্জ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর শিল্পী দাস জানান, বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু হল। এই ওয়ার্ডে অনেক জায়গায় ঠিকমতো জল মিলছে না, তাই সাধারণ মানুষ জল পেলে তাঁদের অনেক সুবিধা হবে।'

পোড়োবাড়ির চেহারা প্রাথমিক স্কুলের

চুরি জানলা, বাড়ছে নেশাগ্রস্তদের আনাগোনা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন দুষ্কৃতীদের আখড়া। ইতিমধ্যেই চুরি গিয়েছে স্কুল ঘরের জানলার পাল্লা সহ বিদ্যালয়ের একাধিক সামগ্রী। বর্তমানে স্কুলটি কার্যত পোড়োবাড়ির রূপ নিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ক্রমশ নেশাগ্রস্তদের আনাগোনা বাড়ছে সেখানে। অবিলম্বে ভবনের সংস্কার করে নতুন রূপে প্রাথমিক স্কুল গড়ে তোলা হোক। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির হাল ফেরাক কর্তৃপক্ষ। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে স্কুলটি পরিদর্শনে যাওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বালুরঘাট পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের একেবারে শেষ প্রান্তে একসময় পঠনপাঠনে ও কচিকাঁচাদের ভিড়ে সরগরম থাকত এই প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বোঝা দায় এটি প্রাথমিক স্কুল। বালুরঘাটে তোলা সংবাদচিত্র।

এলাকাবাসীর সকলের কাছে সুকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে সুপরিচিত ছিল বিদ্যালয়টি। বালুরঘাট পুরসভার নয়াপাড়া এলাকায় অবস্থিত তৎকালীন এই বিদ্যালয়টি। এই এলাকার পরেই শুরু হয়ে যায় পঞ্চায়েত এলাকা। শহর ও গ্রাম মিশিয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ভালোই ছিল। শিক্ষকরাও নিয়মিত ক্লাস নিতেন। কিন্তু, হঠাৎ প্রায় ৭ বছর আগে এই বিদ্যালয়ের দরজায় তালা ঝোলে। শিক্ষকরাও অবসর নিয়েছেন। তারপরেই ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে পরিকাঠামো।

এলাকাবাসীদের মতে, চেয়ার-টেবিল, আলমারি সহ একাধিক সরঞ্জাম থেকেই গিয়েছিল বিদ্যালয়ের ভেতরে। প্রশাসনের কোনও মহল থেকেই এই ভবনের দিকে আর চোখ ফিরিয়ে দেখা হয়নি। সেই সরকারি সম্পত্তির মধ্যে বহুদিন আগেই জানলা চুরি হয়ে গিয়েছে। এমনকি, ভেতরের যাবতীয় সরঞ্জামও খোয়া গিয়েছে। পাশেই ঝাঁ চকচকে শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কোনও উন্নতি নেই। বাসিন্দারা সেখানে আবার স্কুল তৈরি করার দাবি জানাচ্ছেন। সেখানকার পড়ুয়ারা এখন দূরবর্তী গ্রামীণ এলাকার স্কুলে গিয়ে পড়ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু সিং বলেন, 'আগে দেখেছি এখানে প্রাইমারি স্কুল ছিল। তারপর শিক্ষকরা অবসর নেন। এখন স্কুলটি বন্ধ। পড়ুয়ারা কয়েক মাইল দূরে স্কুলে যায়। স্কুলের জমিও ক্রমশ কমে আসছে। আমরা চাই এখানে আবার স্কুল তৈরি হোক।'

স্থানীয় অভিভাবক নিমাই মালি জানান, 'স্কুলে দুজন শিক্ষক ছিলেন। তারাও চলে গিয়েছে। এখন স্কুল বন্ধ থাকায় পরিচ্ছন্নতা একদম নেই। আবর্জনায় ভরে উঠেছে এলাকা। মদ্যপদের আনাগোনা বাড়ছে। নেশাগ্রস্তরা এখানে এসে শুয়ে থাকে। সীমানা প্রাচীরও নেই এখানে। বাড়ির শিশুরা অনেক দূরের স্কুলে পড়তে যায়।'

> পুনরায় স্কুল চালু করার চেষ্টা করছি। সদর সার্কেলের মধ্যে স্কুলটি পড়ে। এসআইয়ের সঙ্গে কথা বলব। স্কুলটি চালু হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য ভালো হবে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই এলাকায় গিয়ে স্কুলটি সরেজমিনে পরিদর্শন করব।
>
> **সন্তোষ হাঁসদা,** চেয়ারম্যান
> জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ

রংদার রোববার

নচিকেতা ১০০

হিট গানের নিরিখে বাংলা ছবির সফলতম সুরকার নচিকেতা ঘোষ। তাঁর সঙ্গে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জুটিতে তৈরি হয়েছে অসংখ্য সুপারহিট গান। নচিকেতার শতবর্ষ এই জানুয়ারির ২৮ তারিখ। এবার প্রচ্ছদে সেই স্মরণীয় সুরকার।

প্রচ্ছদ কাহিনী : সুপর্ণকান্তি ঘোষ, অলক রায়চৌধুরী, শান্তনু বসু ও অভীক চট্টোপাধ্যায়
ছোটগল্প : সুভান
নিবন্ধ : জ্যোতিভূষণ চাকী ১০০। তাঁর শেষ জীবন নিয়ে রূপেন্দু দাস
কবিতা : অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, রেবা সরকার, সুদীপ চৌধুরী, মাধবী দাস, অপর্ণা বিশ্বাস মজুমদার, সাহানুর হক ও বর্ণালী দাসকুণ্ডু
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

ভারতীয় ক্রীড়ার সর্বোচ্চ সম্মান মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার নেন ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশ, প্যারা অলিম্পিকে সোনাজয়ী হাই জাম্পার প্রবীণ কুমার এবং অলিম্পিকে জোড়া ব্রোঞ্জজয়ী শুটার মনু ভাকের (উপরে বাঁ দিক থেকে)।

দশ দফা কড়া দাওয়াই বোর্ডের

নিয়ম ভাঙলে ঋষভদের আইপিএল খেলাতেও কোপ

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : ইঙ্গিত ছিল।

সেটাই ঘটতে চলেছে শেষপর্যন্ত। শৃঙ্খলা ফেরাতে দশ দফা আচরণবিধি আনছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে খেলোয়াড়রা কী করতে পারবেন, আর কী পারবেন না। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কাটছাঁট হচ্ছে পরিবারের সঙ্গে সফরে যাতায়াত, অতিরিক্ত লাগেজেও। আর নিয়ম ভাঙলেই কড়া শাস্তি।

নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্যর্থতার পর থেকে নানান কথা সামনে আসছে। বোর্ডের রিভিউ বৈঠকে খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ করেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। যার প্রেক্ষিতেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের কড়া অনুশাসনে বাঁধতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নিয়ম অমান্য করলে রেয়াত করা হবে না। আইপিএলের দরজা পর্যন্ত বন্ধ হতে পারে বিরাট-রোহিতদের জন্য। কাটা যাবে বার্ষিক চুক্তির অর্থ এবং ম্যাচ ফি-র অঙ্কও। নিয়ম অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা থাকলে আগাম অনুমতি নিতে হবে প্রধান নির্বাচক বা কোচের।

সফরে পরিবার নিয়ে যাওয়ার রীতি নতুন নয়। তবে বিরাটের মতো কেউ কেউ স্ত্রী-পরিবার নিয়ে আলাদা হোটেলে ওঠেন। আলাদা গাড়িতে প্র্যাকটিসে আসা, আগেভাগে চলেও যান কেউ কেউ। যার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা হচ্ছে। খবর, গত রিভিউ মিটিংয়েই ১০ দশা আচরণবিধি তৈরি করা হয়েছে। শীঘ্রই যা কার্যকর হতে চলেছে।

বোর্ডের ১০ দফা আচরণবিধি

ঘরোয়া ক্রিকেট

জাতীয় দল এবং কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আসতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা আবশ্যিক। কোনও কারণে তা সম্ভব না হলে আগাম অনুমতি নিতে হবে।

সফরে পরিবার

দলের সঙ্গে থাকতে হবে। ম্যাচ, অনুশীলনেও দলের সঙ্গে যাতায়াত করতে হবে। পরিবারের সঙ্গে আলাদা হোটেলে থাকা বা যাতায়াত করা যাবে না।

লাগেজ

৩০ দিনের বেশি সফরে গেলে ক্রিকেটাররা ৫টি ব্যাগ নিতে পারবেন। এর মধ্যে দুটি ক্রিকেট সরঞ্জামের ব্যাগ। যার মোট ওজন ১৫০ কেজির বেশি হবে না। ৩০ দিনের কম হলে চারটি ব্যাগ, ১২০ কেজি ওজন নিতে পারবেন।

ব্যক্তিগত সহকারী

নিজেদের ম্যানেজার, নিরাপত্তারক্ষী, রাঁধুনি নিয়ে যাওয়া যাবে না। নিতে হলে বোর্ডের আগাম অনুমতি বাধ্যতামূলক।

ব্যাগ যাবে সিওই-তে

বাড়তি সরঞ্জাম, ব্যক্তিগত জিনিস নিতেও আগাম অনুমতি লাগবে। সফরের আগে তা পাঠাতে হবে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই)। এর খরচ বহন করতে হবে খেলোয়াড়দেরই।

অনুশীলন

দলের সঙ্গে নির্ধারিত সময়েই অনুশীলনে আসতে হবে। আগে চলে যাওয়া বা আলাদাভাবে যাওয়া যাবে না।

শুটিং নয়

সফরের মাঝে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে কাজ করা যাবে না। বরদাস্ত করা হবে না কোনওরকম শুটিং।

সফরে পরিবার

৪৫ দিনের সফরে ২ সপ্তাহের বেশি পরিবার থাকতে পারবে না। কখন আসতে পারবে, তা ঠিক করে দেবেন কোচ, অধিনায়ক ম্যানেজাররা। এই সময়ের খরচই শুধুমাত্র বোর্ড বহন করবে। পরিবার ছাড়া বান্ধবী বা অন্য কাউকে সফরসঙ্গী করা যাবে না।

বোর্ডের কাজে

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিভিন্ন শুটিং, বিজ্ঞাপনে ক্রিকেটারদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। থাকতে হবে বোর্ডের অনুষ্ঠানেও।

সফরের শেষপর্যন্ত

ইচ্ছেমতো সফরের মাঝপথে ফেরা যাবে না। পুরো সফরেই থাকতে হবে।

১০ দফা না মানলে

আইপিএলে কোপ : আচরণবিধি ভাঙলে আইপিএলে খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে।

বার্ষিক চুক্তি : বার্ষিক চুক্তির অর্থ কাটা হতে পারে জরিমানাস্বরূপ।

ম্যাচ ফি : নিয়ম ভাঙলে ম্যাচ ফি-র অংশেও কোপ পড়বে।

আজ দল ঘোষণা, ঘাড়ে ব্যথা বিরাটের

রোহিতের নেতৃত্বেই মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : জল্পনায় ইতি।

রোহিত শর্মার ওপরই আস্থা রাখছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। হিটম্যানের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযানে নামবে ভারত। তার আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজেও নেতৃত্বের বাগডোরও সামলাবেন হিটম্যানই।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এদিন যা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন। প্রাথমিকভাবে রবিবার নির্বাচনি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। বদলে আগামীকালই দল বাছতে বসবেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন কমিটি। ঘোষণা করা হবে ইংল্যান্ড সিরিজের ওডিআই দল।

অধিনায়ক হিসেবে যে বৈঠকে থাকবেন রোহিত শর্মা। আজ তা পরিষ্কার করে দিয়েছে বোর্ড। দল নির্বাচনের পর অধিনায়ক ও প্রধান নির্বাচক মুখোমুখি হবে সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

বোর্ডের যে বিজ্ঞপ্তিতে রোহিতের নেতৃত্ব নিয়ে সংশয় দূর। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের প্রথম ম্যাচ। ২৩ তারিখ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ। সম্প্রতি রোহিতের অফফর্মের কারণে গত কয়েকদিন ধরে নানান জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। আজ যে জল্পনায় ইতি।

নেতৃত্বের ইঙ্গিতের মাঝেই রোহিত ব্যস্ত প্রস্তুতিতে। এদিন লম্বা সময় ব্যাটিং অনুশীলন সারলেন। নবি-মুম্বইয়ের রিলায়েন্স কর্পোরেট পার্কে নৈশালোকের যে প্র্যাকটিসে রোহিতের সঙ্গী হার্দিক পান্ডিয়া। অধিনায়ককে ব্যাটিং প্রস্তুতি দিতে দীর্ঘদিন বোলিং করতে দেখা গেল পেস-অলরাউন্ডারকে। লেট কাট, পুল শটে বাড়তি নজর দিলেন হিটম্যান।

অবশ্য রোহিত রনজি ম্যাচ খেলবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা জারি। ২৩ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের পরবর্তী ম্যাচ। রনজি দলের সঙ্গে কয়েকদিন আগে অনুশীলন করলেও ওই ম্যাচে এর জন্য ইনজেকশন নিতে হচ্ছে। যার জেরে রনজি প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ।

দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) এক কর্তা জানিয়েছেন, কোহলির ঘাড়ে ব্যথা রয়েছে। ইনজেকশন নিতে হচ্ছে। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৩ জানুয়ারি শুরু ম্যাচে হয়তো খেলতে পারবেন না। নির্বাচকরা সরকারিভাবে ঘোষণার পরই

নবি মুম্বইয়ে প্র্যাকটিসে রোহিত শর্মার সঙ্গী হার্দিক পান্ডিয়া।

হিটম্যান নামবেনই বলা যাচ্ছে না। ধোঁয়াশা ১৩ বছর পর বিরাট কোহলির রনজি কামব্যাক নিয়েও।

ঋষভ পন্থের নেতৃত্বে দিল্লিও একই দিনে ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে নামবে। যদিও সেই ম্যাচে খেলা নিয়ে এখনও সম্মতি মেলেনি বিরাটের থেকে। এর মধ্যে নতুন চিন্তা তৈরি হয়েছে বিরাটের ঘাড় নিয়ে। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। শোনা যাচ্ছে, বিরাটের ঘাড়ে ব্যথা। পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

অবশ্য কীভাবে চোট লাগল তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরে কোনও চোটের খবর ছিল না। দেশে ফেরার পর মাঠমুখোও হননি। তবে অনেকের মতে, কয়েকদিন বিশ্রামে ব্যথা কমে যাবে। সেক্ষেত্রে রাজকোটে সৌরাষ্ট্র ম্যাচের আগে সরাসরি দলের সঙ্গে যোগ দিতে অসুবিধা হবে না। তবে বিরাট ঠিক কী চাইছেন, সেটাই কোটি টাকার প্রশ্ন।

সরফরাজ-ইস্যুতে তোপ গম্ভীরকে

গ্রেগ-জমানার ছায়া দেখছেন হরভজন

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : গ্রেগ চ্যাপেল জমানার স্মৃতি উসকে দিচ্ছেন গৌতম গম্ভীর! ব্যর্থতা, বিতর্ক, অভিযোগের ফিরিস্তি, ক্রিকেটারদের হেডমাস্টারসুলভ ছড়ি ঘোরানো---কারও কারও অভিযোগ, গুরু গ্রেগকেও টেক্কা দিচ্ছেন গম্ভীর।

সরফরাজ খান-ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে হরভজন সিংয়ের গলাতেও সেই সুর। প্রাক্তন অফস্পিন তারকার মতে, বর্তমানে ভারতীয় দলের সাজঘরের যা হচ্ছে, যে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, পরস্পরের দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে, তা ২০০৬-'০৮ সালের গ্রেগ চ্যাপেল জমানাকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে হরভজন বলেছেন, 'গৌতম গম্ভীর সবে দায়িত্ব নিয়েছে। প্লেয়ারদের বুঝতে হবে ওকে। একইভাবে খেলোয়াড়রা বুঝবে কোচকে। তবেই কোচ-খেলোয়াড়ের রসায়ন তৈরি হবে। নাহলে সুফল মিলবে না। ২০০৬-'০৮ সালে গ্রেগ চ্যাপেল কোচ থাকাকালীন দেখেছি কীভাবে সাজঘরের পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। পরস্পরের প্রতি দোষারোপের পালা চলছিল। আর এটাই মূল কারণ ভিতরের এত খবর প্রকাশ্যে আসার। বোর্ডের বৈঠকের খবরও পর্যন্ত প্রকাশ্যে চলে আসছে? কীভাবে এটা সম্ভব?'

হরভজন আরও বলেছেন, 'সমস্যা যা থাকুক না কেন, নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে হবে। প্রতি বাড়িতেই সমস্যা, ঝামেলা থাকে। কিন্তু তা বাইরে আসা মানে বাড়ির বদনাম। অথচ, গত ৬-৮ মাসে প্রচুর কিছু কানে আসছে। গম্ভীর নাকি দাবি করেছে সরফরাজ সাজঘরের খবর সংবাদমাধ্যমের কাছে ফাঁস করেছে।

> সমস্যা যা থাকুক না কেন, নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে হবে। প্রতি বাড়িতেই সমস্যা, ঝামেলা থাকে। কিন্তু তা বাইরে আসা মানে বাড়ির বদনাম।
>
> **হরভজন সিং**

অথচ, এদিন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন! তাহলে কে ঠিক কথা বলছেন?'

হরভজনের মতে, হেডকোচ হিসেবে কোনও তরুণ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে বোর্ডের কাছে অভিযোগ করা মোটেই শোভনীয় নয়। যদি সত্যিও হয়, খবরটা শোনার পর সরফরাজের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারত। কড়া ধমক দিয়ে সতর্ক করে দিলেই হত। পুনরাবৃত্তি ঘটত না। পরবর্তী সময়েও ভারতীয় দলের হয়ে খেলবেন সরফরাজ। কোচ-খেলোয়াড়ের সম্পর্কের সমীকরণ তখন কী দাঁড়াবে?

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে হরভজন বলেছেন, 'গত কয়েক সপ্তাহ ভারতীয় ক্রিকেট মহলের আলোচনার কেন্দ্র অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের ব্যর্থতা। সঙ্গে প্রতিদিন সাজঘরের নিত্যনতুন কাহিনী বাইরে আসা। সরফরাজ যদি ভুল করে থাকে, তাহলে অস্ট্রেলিয়া সফরে আপনি (গম্ভীর) কোচ ছিলেন। উচিত ছিল তখনও ওর সঙ্গে বসে মিটিয়ে নেওয়া। মাথায় রাখা উচিত ছিল সরফরাজ তরুণ প্রতিভা। সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।'

এদিকে, বিদেশ সফরে টিমহোটেল ছেড়ে পরিবার নিয়ে আলাদা হোটেলে ওঠা নিয়ে তোপ দাগলেন ইরফান পাঠান। লক্ষ্য বিরাট কোহলি হলেও নাম নিতে নারাজ। ইরফান জানান, অতীতে মহাতারকাও দলের সঙ্গে একই হোটেলে উঠতেন। তাহলে এখনই কেন অনুমতি দেওয়া হয়? ইরফানের যে পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় একজন দাবি করেন, রাখঢাক না রেখে বিরাটের নামটা বলতে। উত্তরে ইরফানের সাফ জবাব, না না, বিরাটকে নিয়ে কিছু বলতে চান না।

চতুর্থ রাউন্ডে জকোভিচ, আলকারাজ

জয় দিয়ে শুরু বোপান্নাদের

মেলবোর্ন, ১৭ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে সহজ জয় পেলেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি স্ট্রেট সেটে হারালেন চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাচাককে। ম্যাচের ফলাফল ৬-১, ৬-৪, ৬-৪।

নোভাকের মতোই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভও সহজ জয় পেয়েছেন। তিনি ইংল্যান্ডের জ্যাকব ফ্রানলেকে হারিয়ে দিয়েছেন ৬-৩, ৬-৪, ৬-৪ ফলে।

এদিকে, তৃতীয় রাউন্ডে জিততে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজকে। তিনি পর্তুগালের নুনো বর্জেসকে পরাজিত করেছেন ৬-২, ৬-৪,৬-৭(৭-৩),৬-২ ফলে।

অন্যদিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে জিতেছেন প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা। তিনি সুইৎজারল্যান্ডের ক্লারা টাউসনের বিরুদ্ধে ৭-৬(৭-৫),৬-৪ ফলে জয় পেয়েছেন। তৃতীয় বাছাই কোকো গফ কানাডার লেলা ফার্নান্ডেজকে ৬-৪, ৬-২ ফলে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন। তৃতীয় রাউন্ডে ওয়াক ওভার পেয়েছেন নাওমি ওসাকা।

মেলবোর্নে পুরুষদের ডাবলস থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন ভারতীয় তারকা রোহন বোপান্না। তবে মিক্সড ডাবলসে আশা জিইয়ে রাখলেন তিনি। শুক্রবার চিনের ঝ্যাং সুয়াইয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে নেমে প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন। তাঁরা ক্রোয়েশিয়ার ইভান ডডিক ও ফ্রান্সের ক্রিস্টিনা মানেডোভিক জুটিকে হারিয়েছেন ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে।

চার সেটের লড়াইয়ে জিতে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

ভারত সফরের স্মৃতি রোমন্থন

বিরাটদের জন্য আক্ষেপ ফখরের

লাহোর, ১৭ জানুয়ারি : পাকিস্তানে যাচ্ছে না ভারত। বিসিসিআইয়ের দাবি মেনে হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রোহিত শর্মার দল খেলবে দুবাইয়ে। দীর্ঘ টানাপোড়েন, হুংকার শেষে যা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে পাকিস্তান। যদিও আক্ষেপ যাচ্ছে না ফখর জামানদের।

পাকিস্তান ব্যাটিংয়ের অন্যতম স্তম্ভ ফখরের মতে, বিরাট-রোহিতদের তাঁরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগ নেই। ফখর বলেন, 'আমরা মুখিয়ে ছিলাম ভারতীয় দলকে দুর্দান্তভাবে স্বাগত জানাতে। কিন্তু ভারত আসছে না। কী আর করা যাবে? তবে দুবাইয়ে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় আমরা এখন থেকে উত্তেজিত।'

দুই দেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েনে দীর্ঘদিন দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট বন্ধ। ইন্দো-পাক ম্যাচ আটকে শুধু আইসিসি টুর্নামেন্টে। তবে বিসিসিআই পাকিস্তান দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে অনড় হলেও আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলতে ভারতে পা রেখেছে একাধিক পাক দল।

শেষবার ২০২৩-এ ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতগামী দলে ছিলেন ফখরও। যে স্মৃতি উসকে পাক ব্যাটার বলেন, '২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতে গিয়েছিলাম। পুরো সফর দারুণ উপভোগ করেছিলাম। প্রথমে হায়দরাবাদে পা রাখি আমরা। স্থানীয় মানুষদের থেকে প্রচুর ভালোবাসা, সমর্থন পেয়েছিলাম। অসাধারণ আতিথেয়তা, সত্যিই যা মিস করি।'

রনজিতে অনিশ্চিত অভিমন্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে রনজি ট্রফির দ্বিতীয় পর্ব। ঘরের মাঠ কল্যাণীতে হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজির ছয় নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা দল। কালই অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার সহ পুরো বাংলা দল কল্যাণী পৌঁছে যাচ্ছে।

তার আগে বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ। আজ স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটের ম্যাচে আঙুলে চোট পেয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। জানা গিয়েছে, তাঁর চোট বেশ গুরুতর। ফলে হরিয়ানার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা রনজি ম্যাচে প্রবলভাবে অনিশ্চিত তিনি।

আঙুলে চোট

সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, 'অভিমন্যু আজ আঙুলে চোট পেয়েছে। হরিয়ানা ম্যাচে ওর খেলার সম্ভাবনা কম। দেখা যাক কী হয়।' অভিমন্যু শেষপর্যন্ত হরিয়ানা ম্যাচে খেলতে না পারলে ওপেনিং জুটি নিয়ে বাংলা দলকে নতুনভাবে ভাবতে হবে। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও সেটা মেনে নিয়েছেন। রাতের দিকে সিএবি সভাপতি বলেছেন, 'অভিমন্যুর চোট অবশ্যই দলের জন্য ধাক্কা। কিন্তু কিছু করার নেই। ও একান্তই খেলতে না পারলে ওপেনিং জুটি নিয়ে নতুনভাবে ভাবতেই হবে আমাদের।' হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়েরও। তিনিও অনিশ্চিত হরিয়ানা ম্যাচে। কোচ লক্ষ্মীরতন সুদীপ-অভিমন্যুকে নিয়ে এখনই হাল ছাড়তে নারাজ। খেলার আগে দুজনের ফিটনেস পরীক্ষার পরই তিনি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে চান।

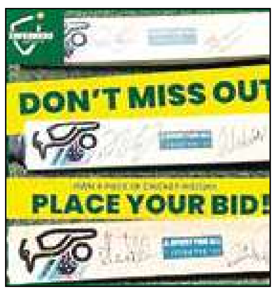

কোহলি-বুমরাহর স্বাক্ষরিত ব্যাট দান

মহৎ উদ্যোগ লায়োনের

সিডনি, ১৭ জানুয়ারি : বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ থেকে স্বাক্ষর করা ব্যাট মহৎ কাজে দিলেন নাথান লায়োন। বিশেষভাবে সক্ষম ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়াতেই এই পদক্ষেপ অস্ট্রেলিয়ার তারকা অফস্পিনারের। ন্যাশনাল ক্রিকেট ইনক্লুশন চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে বিশেষভাবে সক্ষম ক্রিকেটারদের নিয়ে। লায়োন যার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর নিযুক্ত হয়েছেন।

ভারতের অজি সফরের সময় বিরাট, বুমরাহর থেকে স্বাক্ষরিত ব্যাট নিয়েছিলেন। সেই ব্যাটই দান করলেন লায়োন। পাশাপাশি জানিয়েছেন, একশো ভাগ ফিট হয়েই শ্রীলঙ্কাগামী বিমানে উঠবেন। সফরে দুটি টেস্ট খেলার কথা অস্ট্রেলিয়ার। শ্রীলঙ্কার পিচ, পরিবেশে লায়োনের স্পিন নিশ্চিতভাবে বড় অস্ত্র হতে চলেছে। সমর্থকদের আশ্বস্ত করে লায়োন জানিয়েছেন, সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই এগোচ্ছে। সিরিজের আগে ১০০ ভাগ ফিট হয়ে যাবেন।

আজ রাতে কলকাতায় গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই কাল দুপুরে মুম্বইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা হয়ে যাবে। আর সেই দল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরই দেশের নানা প্রান্ত থেকে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা হাজির হচ্ছেন কলকাতায়। উপলক্ষ্য, বুধবারের ভারত বনাম ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ। রবিবার থেকে তিলোত্তমার নজরে শুধুই ইডেন।

পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ কলকাতায় আগামী বুধবার। সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করে শীতের কলকাতায় ইতিমধ্যেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সেই আগ্রহের নিউক্লিয়াস হিসেবে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। জুলাই মাসে টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার পর শেষবার গম্ভীর কলকাতায় এসেছিলেন। সেই সময় তাঁকে নিয়ে বিস্তর আগ্রহ ছিল। তাঁকে একঝলক দেখার জন্য ক্রিকেটপ্রেমীদের আকুতিও ছিল সাংঘাতিক। মাঝের কয়েক মাসে ছবিটা বিস্তর বদলেছে। গম্ভীর এখনও টিম ইন্ডিয়ার কোচ ঠিকই। কিন্তু টানা ব্যর্থতার পাশে প্রবল বিতর্কের কেন্দ্রেও।

স্বাভাবিকভাবেই বুধবারের ইডেনে সূর্যকুমার যাদবের দল কেমন পারফর্ম করবে, এমন প্রশ্নের চেয়ে বেশি আগ্রহ কোচ হিসেবে গম্ভীর কী করেন, সেদিকে। রাতের সিএবিতে সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, 'ইডেনে ভারতীয় দল কেমন খেলবে, সময় বলবে। তবে ভালো পিচে বড় রানের ম্যাচের অপেক্ষায় রয়েছি আমরা সবাই। কোচ গম্ভীরকে নিয়েও ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ভালোরকম আগ্রহ রয়েছে বলে শুনছি। দেখা যাক কী হয়।' বুধবারের ভারত বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচের লক্ষ্যে কাল সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছে ইংল্যান্ড দলও। সন্ধ্যা ৬.৫০ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে নামবে ইংল্যান্ড দল। ভিসা সমস্যা মিটিয়ে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গেই কলকাতায় পৌঁছোচ্ছেন জোরে বোলার সাকিব মাহমুদ।

টিম ইন্ডিয়ার তারকাদের কলকাতায় আসার সময়

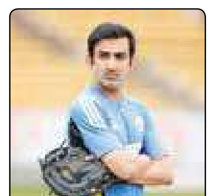

গৌতম গম্ভীর
রাত ৮.১৫

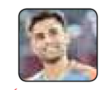

সূর্যকুমার যাদব
সন্ধ্যা ৭.৪৫

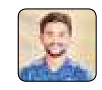

নীতীশ কুমার রেড্ডি
বিকেল ৪.৩০

মহম্মদ সামি
রাত ১১.৩০

হার্দিক পান্ডিয়া
রাত ১২.৩০

হাউসফুল ইডেনের অপেক্ষা

রবিবার থেকে ইডেনে দুই দলেরই অনুশীলন রয়েছে। পাশাপাশি সোমবারের সন্ধ্যা ইডেনে এক অভিনব অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে চলেছে। সম্প্রতি অনূর্ধ্ব-১৫ সর্বভারতীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলার মহিলা দল। সেই দলকে সংবর্ধনা দিতে চলেছে সিএবি। সেই সংবর্ধনার আসরে ভারতীয় ক্রিকেটের তিন কিংবদন্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজ হাজির থাকছেন। কুড়ির ক্রিকেটের ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকেও সেই অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য সিএবি-র তরফে অনুরোধ করা হয়েছে। সূর্যের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি।

ডার্বি জিতে জামশেদপুরে হোঁচট মোহনবাগানের

জামশেদপুর এফসি-১ (এজে)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (শুভাশিস)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

জামশেদপুর, ১৭ জানুয়ারি : ম্যাচ শুরুর আগেই জামশেদপুর এফসি সমর্থকরা বলেই দেন, 'ফিল, হিট অফ দ্য ফার্নেস।'

জ্বলন্ত ফার্নেসের উত্তাপ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ভালোই টের পেল ইস্পাতনগরীতে এসে। জামশেদপুরে খালিদ জামিলের দল অপ্রতিরোধ্য। এদিনও তাই প্রথমার্ধে এগিয়ে থাকা ম্যাচ থেকে দ্বিতীয়ার্ধে হারিয়ে গেল মোহনবাগান। যার সুযোগ নিয়ে ৬০ মিনিটে স্টিফেন এজে একাই টেনে নিয়ে গিয়ে গোল করে সমতা ফেরালেন। একইসঙ্গে ঘরের মাঠে ভালো খেলার ধারাবাহিকতা ধরে রাখল জামশেদপুর। এই ম্যাচের ফল বরং শেষদিকে মোহনবাগানকে ভোগাতেই পারে।

ডার্বির পরের ম্যাচ চিরকালই জয়ী দলের কাছে চাপের হয়। চিরকালীন ময়দানি এই মিথকে এদিন ফের সত্যি হতে দেখা গেল। খালিদের মতো ধুরন্ধর ফুটবল-মস্তিষ্কের বিরুদ্ধে খেলায় আর একটু ভাবনাচিন্তা থাকলে ভালো হত। বিরতির পর জাভিয়ার সিভেরিওকে নামাতেই তাঁর দলের খেলায় বাড়তি ঝাঁঝ আসে। সেখানে চোট-আঘাতে কাবু মোহনবাগান ক্রমশ ক্লান্ত হয়েছে। অনিরুদ্ধ থাপা-আশিক কুরুনিয়ানদের পর জামশেদপুর রওনা দেওয়ার আগে হঠাৎই নেইয়ের তালিকায় চলে যান সাহাল আব্দুল সামাদও। তবু হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা সঠিক দলটাকে গুছিয়ে নামামোর চেষ্টা করেছেন। সমস্যা সত্ত্বেও এদিনও প্রথমে গোল মোহনবাগানের। জেসন কামিংসের কর্নার টম অ্যালড্রেড নামিয়ে দিলে শুভাশিস বসু বাঁ পায়ে ঠান্ডা মাথায় গোলে ঠেলে দেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষের বাঁশি বাজার ঠিক আগের মুহূর্তে ২-০ হয়েই যেত যদি কামিংসের বাড়নো বলে একটা জোরালো শট নিতেন জেমি ম্যাকলারেন। তাঁর দূর্বল শট চলে যায় আলবিনো গোমসের হাতে। এদিন লিস্টন কোলাসো পায়ে বাড়তি বল রেখে বেশকিছু সুযোগ তৈরির সম্ভাবনা নষ্ট করেছেন।

জামশেদপুরের মত জায়গায় প্রায় হাজার কুড়ি দর্শক হওয়াটা ফুটবলের জন্য ভালো। ডার্বিতে যাঁরা যেতে পারেননি, সেই সব মোহনবাগান সমর্থক সেই দুঃখ উসুল করতে এদিন উপস্থিত হন কাছের এই ইস্পাতনগরীতে। তবে তাঁদের ছাপিয়ে এদিন রঙিন জেএফসি সমর্থকরা। নানা রঙের ব্যানার-ফেস্টুনের সঙ্গে গ্যালারিতে জমজমাট ঢোল-ভোজপুরি গানের সঙ্গে সিটি আর নাচানাচি। গ্যালারি খুব কাছে না হলেও মাঠ ছোট হওয়ায় ওই তীব্র চিৎকারে সামান্য হলেও সমস্যায় পড়েছেনই সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। তা কাছে। স্টিফেন বাঁচান। শেষদিকে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের বাড়ানো বলে লিস্টনের শট ভালো বাঁচান আলবিনো।

মোলিনার নোটবুকে নিশ্চিতভাবেই সবই ওঠে। কিন্তু এই যে ভুরি ভুরি সুযোগ নষ্ট এবং মাত্র এক গোলের ব্যবধানে এগিয়ে বুমেরাং হবেই। যা এদিনই হল। এর সমাধানসূত্র নিশ্চিতভাবেই তিনি খুঁজছেন। এদিনের এই ড্রয়ে ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে বাকিদের থেকে আরও একটু ব্যবধান বাড়াল মোহনবাগান। ১৫ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে জামশেদপুর দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে এগিয়ে দিয়ে হুংকার শুভাশিস বসুর (উপরে)। সমতা ফেরালেন জামশেদপুরের স্টিফেন এজে। শুক্রবার।

সত্ত্বেও ডার্বির মতোই ২ মিনিটে মনবীর সিংয়ের ক্রস থেকে প্রায় গোল করার জায়গায় চলে যান ম্যাকলারেন। ৬ গজ বক্সের ভিতর থেকে নেওয়া তাঁর হেড অবশ্য ব্লক করে ফেলেন আলবিনো। আর ৪ মিনিট বক্সের ঠিক বাইরে থেকে নেওয়া লিস্টন কোলাসোর ফ্রি কিক বারের সামান্য উপর দিয়ে যায়। ২০ মিনিটে কামিংসের বাড়ানো বলে সেরা সুযোগ ছিল লিস্টনের

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, আলবার্তো, অ্যালড্রেড, শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া, টাংরি, লিস্টন, কামিন্স (স্টুয়ার্ট) ও ম্যাকলারেন (দিমিত্রি)।

হারের হ্যাটট্রিকের ভ্রূকুটি লাল-হলুদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : খুব বেশিদিন পিছোতে হবে না। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। হায়দরাবাদ এফসিকে হারিয়ে আইএসএলে প্রথমবারের জন্য টানা তিন ম্যাচ জেতার হাতছানি ছিল ইস্টবেঙ্গলের সামনে। সেই লাল-হলুদ শিবিরেই এখন হারের হ্যাটট্রিকের ভ্রূকুটি।

আইএসএলের শুরুতে হারের ডাবল হ্যাটট্রিকের লজ্জার মুখে পড়লেও অস্কার ব্রুজোঁর হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ায় মশাল বাহিনী। তবে ভাগ্যও সঙ্গ দিল না। গত দুই সপ্তাহের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গলের ছবিটা যেন ১৮০ ডিগ্রি উলটে গিয়েছে। একের পর এক চোট ধাক্কায় লাল-হলুদের সুপার সিক্সের স্বপ্ন ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার অস্কারের দলের সামনে এফসি গোয়া। সেই ম্যাচ খেলতে শুক্রবার সকালের বিমানেই গোয়া উড়ে গিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। এই ম্যাচে প্রতিপক্ষের চেয়ে নিজের দল নিয়েই বেশি চিন্তিত ইস্টবেঙ্গল কোচ।

দলের সঙ্গে যাননি আনোয়ার আলি। হেক্টর ইউস্তেও অনিশ্চিত। কার্ড সমস্যায় নেই সৌভিক চক্রবর্তী। পিঠের ব্যাথায় কাবু ক্লেইটন সিলভা। তাই তাঁর খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ডেভালপমেন্ট লিগের স্কোয়াডে থাকা বেশ করয়েকজন ফুটবলারকে মাণ্ডবীর তীরে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে গোয়ার বিরুদ্ধেই লাল-হলুদ জার্সিতে হয়তো রিচার্ড সেলিসের অভিষেক হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে ভেনিজুয়েলার ফুটবলার নিজেকে কতটা মেলে ধরবেন তারওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। যদিও রিচার্ডের ফিটনেস নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তবুও লাল-হলুদ জনতা তাঁর দিকেই তাকিয়ে।

অনুশীলনে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। সঙ্গী জিকসন সিং। শুক্রবার কলকাতায়।

চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে সংবর্ধনা ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে শুক্রবার নিজেদের ক্লাবে সংবর্ধনা দিল ইস্টবেঙ্গল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও অভিনবত্ব লাল-হলুদের।

ভারতসেরা হয়ে ফেরার পর থেকেই সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসছেন রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠা, মনোতোষ মাঝিরা। এদিন বিকেলে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন দলকে সংবর্ধিত করল ইস্টবেঙ্গল। ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত সহ বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার অন্যান্য কর্তারা। তবে বাংলা দলের অধিনায়ক চাকু মান্ডি লাল-হলুদের হয়ে আইএসএল খেলতে এখন গোয়াতে। তাই তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ছিলেন না আরেক ফুটবলার সুপ্রিয় পণ্ডিতও। এদিন আইএফএ কোচেস কমিটির সদস্যদেরও সংবর্ধিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে হাজির ছিলেন অমিত ভদ্র, অলোক মুখোপাধ্যায়, অশোক চন্দ ও দীপেন্দু বিশ্বাস। আসলে বাংলার খেতাব জয়ের অন্যতম কান্ডারি কোচ সঞ্জয় সেনকে নিয়োগ করেছিল এই কমিটিই। তাই তাদেরও প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হল।

এদিকে দল যখন একের পর এক সংবর্ধনা পাচ্ছে তখন ছেলেদের উদ্দেশে কোচ সঞ্জয়ের পরামর্শ, 'এত সম্মান, সংবর্ধনা পাচ্ছো, এর মান রেখো। মাথাটা যেন ঘুরে না যায়।' অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ফুটবলারদের উদ্দেশে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, 'লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। অনেকদূর যেতে হবে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।' পাশাপাশি বাংলার ফুটবলের উন্নতির স্বার্থে আইএফএকে দুই মাসে একবার করে শিবির করার আদেশ দেন অরূপ বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

শিলিগুড়ির অ্যাথলিটদের উৎসাহ বাড়ালেন বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স শুক্রবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছে। সেখানেই হঠাৎ করে হাজির হয়ে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া শিলিগুড়ির অ্যাথলিটদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। স্টেডিয়ামের পাশে একটি অনুষ্ঠানে এদিন এসেছিলেন বাইচুং। ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তারা তাঁকে প্রতিযোগিতা দেখার আমন্ত্রণ জানালে তিনি রাজি হয়ে যান। দুপুরবেলায় আধঘণ্টা ধরে খেলা দেখার পর শিলিগুড়ির অ্যাথলিটদের উদ্দেশে বাইচুং মূল্যবান পরামর্শ দেন। বলেছেন, 'জেলা পর্যায় থেকে জাতীয় দলের সফরে প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে পারে এইসব টুর্নামেন্ট। তবে লক্ষ্যপূরণে পরিশ্রমে ফাঁক রাখলে চলবে না। সঙ্গে জীবনে নিয়মানুবর্তিতাও আনতে হবে।'

বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সে অংশ নিয়েছে ১৫টি ক্লাবের ৫৬৯ জন অ্যাথলিট। তিনদিন ধরে ছেলে ও মেয়েদের পাঁচটি করে বয়স বিভাগে মোট ১০২টি ইভেন্ট থাকছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা প্রমুখ। প্রথমদিনের শেষে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে জিটিএসসি। বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও রবীন্দ্র সংঘ তাদের সঙ্গে কড়া টক্কর দিয়েছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অ্যাথলিটদের উদ্দেশে বার্তা দিচ্ছেন বাইচুং ভুটিয়া।

এন্ড্রিকের দাপটে শেষ আটে রিয়াল

জোড়া গোল করে রিয়াল মাদ্রিদের জয় নিশ্চিত করলেন এন্ড্রিক।

মাদ্রিদ, ১৭ জানুয়ারি : দুরন্ত প্রত্যাবর্তন রিয়াল মাদ্রিদের। কয়েকদিন আগে স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালে বার্সার কাছে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। সেই ধাক্কা কাটিয়ে কোপা দেল রে-র শেষ ষোলোর ম্যাচে ৫-২ গোলে সেল্টা ভিগোকে হারালেন ভিনিসিয়াসরা। সৌজন্যে ব্রাজিলিয়ান 'বিস্ময় বালক' লুই এন্ড্রিক। অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল করে দলকে শেষ আটে তোলেন তিনি।

ম্যাচের ৩৭ মিনিটে ফরাসি তারকা এমবাপের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ৪৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিনিসিয়াস। একটা সময় মনে হচ্ছিল, সহজে ম্যাচ জিততে চলেছে রিয়াল। কিন্তু শেষ দশ মিনিটে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। ৮৩ মিনিটে জোনাথন বাম্বা ও সংযোজিত সময়ে মার্কোসি আলেন্সো গোলশোধ করে ম্যাচ জমিয়ে দেন।

সংযোজিত সময়ে নিজস্ব ছন্দে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ১০৮ মিনিটে পরিবর্তরূপে নামা লুই এন্ড্রিকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। মিনিট তিনেক পরে ব্যবধান বাড়ান ফেদে ভালভার্দে। এখানেই শেষ নয়, ম্যাচের একদম অন্তিম লগ্নে দুরন্ত ব্যাকহিলে দলের পঞ্চম ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন এন্ড্রিকে।

ম্যাচের পর জয়ের নায়ক এন্ড্রিকে বলেছেন, 'রিয়াল মাদ্রিদ সবসময় ম্যাচের শেষপর্যন্ত লড়াই করে। ম্যাচটা কঠিন ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে তিনটি গোল করে জয় নিশ্চিত করেছি।'

মেসি-নেইমারের সম্পর্ককে হিংসা করতেন এমবাপে

রিয়াধ, ১৭ জানুয়ারি : আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসির সঙ্গে নেইমারের বন্ধুত্বের কথা গোটা বিশ্ব জানে। দুজনে দীর্ঘদিন বার্সেলোনা ও পরে প্যারিস সাঁ জাঁ-তে খেলেছেন। কিন্তু দুই মহাতারকার এই সম্পর্ককে ভালো চোখে দেখতেন না ফরাসি অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। সম্প্রতি ব্রাজিলিয়ান তারকা রোমারিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছেন নেইমার। এই প্রসঙ্গে আল হিলাল তারকা বলেছেন, 'আমার সঙ্গে এমবাপের শুরুর দিকে একটু সমস্যা ছিল। তবে ও সেই সময় দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ছিল। আমি ওকে বলতাম, তুমি একদিন বিশ্বের সেরা হবে। এমবাপের সঙ্গে আমি প্রায়ই অবসর সময় কাটাতাম।' তিনি আরও যোগ করেন, 'মেসি আসার পর এমবাপে একটু হিংসুটে হয়ে যায়। আমার সঙ্গে মেসির সম্পর্কটা ও মানতে পারত না। সেই সময় এমবাপের ব্যবহারে পরিবর্তন আসে এবং সেখান থেকে ঝামেলার সূত্রপাত হয়।'

২০২১ সালে এই তিন মহাতারকা একসঙ্গে পিএসজি-র হয়ে খেলেছেন। সেই সময় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আক্রমণভাগ নিয়েও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়নি ফরাসি ক্লাবটি। তবে এর পিছনে খেলোয়াড়দের ইগো সমস্যাকেই দায়ী করেছেন নেইমার। তিনি বলেছেন, 'ওই সময় খেলোয়াড়দের ইগো সমস্যার জন্য দল সাফল্য পায়নি। বর্তমান সময়ে খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া না থাকলে ট্রফি জেতা সম্ভব নয়।'

ফুটবল ছেড়ে টেনিস র‍্যাকেট হাতে নেইমার।

ডিয়ালোর তিনে জয়ী ইউনাইটেড

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ জানুয়ারি : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে সাদাম্পটন। সেই দলের কাছে রুবেন অ্যামোরিমের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড পিছিয়ে ছিল ৮২ মিনিট পর্যন্ত। তবে শেষপর্যন্ত লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান আইভরি কোস্টের মিডফিল্ডার আমাদ ডিয়ালো। ৮২ থেকে ৯৪- এই ১২ মিনিটে হ্যাটট্রিক করে দলকে ৩-১ গোলে জেতান ডিয়ালো। তাঁর দল প্রিমিয়ার লিগে চার ম্যাচ পর জয় পেল। লাল ম্যাঞ্চেস্টারের শেষ জয় এসেছিল গত ১৫ ডিসেম্বর ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে। এই জয়ের সুবাদে ২১ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে রয়েছে ইউনাইটেড। সমসংখ্যাক ম্যাচ খেলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার নীচেই রইল সাদাম্পটন।

জয়ী কোচবিহার

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৪ আন্তঃজেলা ভলিবলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মেয়েদের কোচবিহার জেলা দল ২৫-৪, ২৫-৬ পয়েন্টে বর্ধমানকে হারিয়েছে। হুগলিতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ছেলেদের প্রথম ম্যাচে কোচবিহার ২৩-২৫, ২১-২৫ পয়েন্টে হাওড়ার কাছে হেরে যায়। ছেলেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কোচবিহার ২৫-২২, ২৬-১৬ পয়েন্টে দক্ষিণ ২৪ পরগণাকে হারিয়েছে।

সেরা রাজ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার শেষ দিনে পুরুষ বিভাগে ১৮- ৪৫ বছর উর্ধ্ব বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রসেনজিৎ দে-অভিজিৎ দে জুটি। হিন্দি হাই স্কুল মাঠে ফাইনালে তারা ২১-১০, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছে অমন মুন্দ্রা, সৌমিক সাহাকে। সেই সঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগের ফাইনালে রাজ সাহা ১৫-৯, ১৫-১২ পয়েন্টে হারিয়েছে শ্যাম আগরওয়ালকে।

সংবাদ সংক্ষেপে

অনিশ্চিত অ্যালেক্সিস

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : মুম্বই ম্যাচে অনিশ্চিত আর্জেন্টাইন মিডিও অ্যালেক্সিস গোমেজ। তার চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। তাই প্রজাতন্ত্র দিবসে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে কিছুটা চিন্তায় কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। বিকল্প হিসেবে টিম ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করছে দ্রুত রবি হাঁসদাকে রেজিস্ট্রেশন করানোর। এদিকে ২০ তারিখ থেকে মহমেডানের অনুশীলন শুরু হবে। ওইদিন ক্লাবকর্তারা অনুশীলনের পর খেলোয়াড়দের সঙ্গে বেতন সমস্যা নিয়ে কথা বলবেন।

জয় ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন অ্যান্ডুস আলবার্ট।

যুব লিগের শীর্ষে বাগান

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগে জয় পেল মোহনবাগান। তারা ৩-২ গোলে হারাল বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। বাগানের হয়ে জোড়া গোল ববি সিংয়ের। অপর গোলটি করেন হাওকিপ। বিধাননগরের গোলদাতা ফিরদৌসুদ্দিন ও তপন বেসরা। এই ম্যাচ জিতে ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে মোহনবাগান।

এদিকে, বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির কাছে ১-৫ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির তানবীর দে হ্যাটট্রিক করেন। অপর দুটি গোল আত্মঘাতী। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন শেখর সর্দার। অন্যদিকে, মহমেডান ও অ্যাডামাস ম্যাচটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছে।

আরও এক দশক সিটিতে হাল্যান্ড

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ জানুয়ারি : ২০৩৪ সাল পর্যন্ত নীল ম্যাঞ্চেস্টারের এতিহাদই ঠিকানা আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের। মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় আড়াই বছর আগে নরওয়ের তারকা ফুটবলারের সঙ্গে নতুন চুক্তি সেরে ফেলল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

২০২৭ পর্যন্ত হাল্যান্ডের সঙ্গে নীল ম্যাঞ্চেস্টারের চুক্তি ছিল। সেই চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই সিটির রেকর্ড সাড়ে নয় বছরের চুক্তিতে সই করলেন হাল্যান্ড। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি। বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসেও দীর্ঘ চুক্তিগুলির মধ্যে এটি নিদর্শন হয়ে থেকে যাবে। শুধু তাই নয়, আর্থিক দিক থেকেও প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বেতনভুক ফুটবলার হলেন হাল্যান্ড। নতুন চুক্তিতে সইয়ের পর নরওয়ের স্ট্রাইকার বলেছেন, 'ম্যান সিটির মতো ক্লাবে আরও সময় কাটাতে পারব ভেবেই খুব ভালো লাগছে। এই ক্লাবের সমর্থকরা অসাধারণ। গ্যালারির পরিবেশটাই সেরাটা উজাড় করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।'

উত্তরের খেলা

জিতল ডিআরএসসি

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার ডিআরএসসি ৪ উইকেটে হারিয়েছে রেইনবো ক্রিকেট ক্লাবকে। অরবিন্দনগর মাঠে প্রথমে রেইনবো ৩৪.৩ ওভারে ১৬৮ রানে অল আউট হয়ে যায়। অশ্বিনী কুমার ৪৭ রান করেন। কুনাল তামাং ২১ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে, ডিআরএসসি ৩০.১ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭১ রান তুলে নেয়। জয় রাউথের অবদান ৫৩ রান। শেখর সূত্রধর ৩২ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

হার ডুয়ার্সের

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জানুয়ারি : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ২৫ বছর উপলক্ষে আয়োজিত মেয়েদের প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচে আসামের বোরোল্যান্ড ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৫ উইকেটে হারিয়েছে আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। প্রথমে ডুয়ার্স ৯ উইকেটে ১৪১ রান করে। পায়েল দাসের অবদান ৩৪ রান। মনিষ্ঠা ৩৪ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে বোরোল্যান্ড ৫ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। রায়া কাকটি ৪৪ রান করেন। শীতল ওঁরাওের শিকার ১৬ রানে ৩ উইকেট। ম্যাচের সেরা রাজমা সুলতানা।

সেরা গোবিন্দপুর

কুমারগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জের মোহনার খামার বোদরায় শর্ট হ্যান্ড টেনিস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গোবিন্দপুর। রানার্স ঘোলদারা দল।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দলের বালক-বালিকারা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

অনূর্ধ্ব-১৪ ভলিবলে সাফল্য

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের অনূর্ধ্ব-১৪ মিনি ভলিবল টুর্নামেন্টে সাফল্য পেল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা। সংস্থার বালক ও বালিকা দল শুক্রবার ভদ্রেশ্বরে আয়োজিত খেলায় বিজয়ী হয়েছে। এদিন প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ দিনাজপুর বালক দল ২০-২৫ ও ৮-২৫ পয়েন্টে নদিয়াকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে মুর্শিদাবাদকে হারিয়েছে ৮-২৫ ও ১১-২৫ পয়েন্টে। জেলার বালিকা দল উত্তর দিনাজপুরকে ৮-২৫ ও ৪-২৫ পয়েন্টে হারিয়েছে।

পতিরামের বার্ষিক ক্রীড়া

কুমারগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের পতিরাম কেন্দ্রের দুই দিনের বার্ষিক ক্রীড়া শুক্রবার শেষ হল। সাফানগর হাইস্কুল মাঠে এদিন বালক বিভাগের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল বালিকা বিভাগের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন বিভাগে আয়োজন করা হয় দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প, জ্যাভলিন, ডিসকাপ ও শট পাট খেলা।

প্রগতির ভলিবল

গঙ্গারামপুর, ১৭ জানুয়ারি : প্রগতি সংঘের ৮ দিনের দিবারাত্রি ভলিবল প্রতিযোগিতা প্রগতি চ্যাম্পিয়ন কাপ শুরু হবে রবিবার থেকে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে ৮টি দল অংশ নেবে।

চ্যাম্পিয়ন সিতাই হাইস্কুল

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ২২ দলীয় আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবলে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল সিতাই হাইস্কুল। শুক্রবার কোচবিহার স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনালে তারা ২৫-২২, ২৫-২১, ২১-২৫, ২৫-২৩ পয়েন্টে মাথাভাঙ্গার হাজরারহাট হরিশ্চন্দ্র হাইস্কুলকে হারিয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে সিতাই ২-০ সেটে কোকিলাদেবী হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জেতে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে হাজরারহাট ২-১ সেটে গোসানিমারি হাইস্কুলকে হারায়। প্রতিযোগিতার সেরা হাজরারহাটের চৈতন বর্মন। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত, ভলিবল সচিব জহর রায়।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফির সঙ্গে সিতাই হাইস্কুল দল। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

হার উত্তর দিনাজপুরের

রায়গঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : সিএবি-র পরিচালনায় এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হল উত্তর ২৪ পরগনা। বৃহস্পতিবার ৭৬ ওভার খেলার পর শুক্রবার হুগলি ৭৭ ওভারে ৩১২ রানে অলআউট হয়। জবাবে উত্তর দিনাজপুর এদিন ৫০.৪ ওভারে ২০৪ রানে অলআউট হয়। জেভি জ্ঞানেন্দ্র আনন্দ ৫৯ ও সায়াব আখতার ২২ রান করে। ম্যাচের সেরা আয়ুষ কুমার সাহা ১৮ রানে ৩ উইকেট নেয়।

জয়ী টাইগার

সামসী, ১৭ জানুয়ারি : চন্দ্রপাড়া আদর্শ ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে শুক্রবার উজিতপুর টাইগার ক্লাব ২-০ গোলে হারিয়েছে তুলসীহাটা একাদশকে। চন্দ্রপাড়া ফুটবল মাঠে হিমাংশু সোরেন জোড়া গোল করেন।

নবেন্দুর শতরান

ম্যাচের সেরা নবেন্দু দত্ত। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে শুক্রবার দ্য গ্রীন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট ৩৯০ রানে গঙ্গারামপুর জুনিয়র ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে গ্রিন ভিউ প্রথমে ৩৮ ওভারে ৪ উইকেটে ৪১৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা নবেন্দু দত্ত ১১৬ রানে অপরাজিত থাকেন। প্রতীক মহন্তের অবদান ৫১। গোবিন্দ মহন্ত ৩৪ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে গঙ্গারামপুর ১৬.৫ ওভারে ২৮ রানে গুটিয়ে যায়। পার্থ হালদার বিনা রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। ভালো বোলিং করেন মিরাজ মণ্ডল (১১/১)।

ফাইনালে স্পোর্টস ক্লাব

রায়গঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবের দ্বিতীয় বর্ষ অলকানন্দ দে স্মৃতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠল আয়োজক রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়েছে ছত্রপুর একাদশকে। ম্যাচের সেরা ছত্রপুরের শুভঙ্কর বর্মন।

জিতল বয়েজ ক্লাব

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার বয়েজ ক্লাব ৬ উইকেটে দেওয়ানহাট কালীবাড়ি ইউনিটকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রথমে কালীবাড়ি ২৪ ওভারে ৯২ রানে অলআউট হয়। রঘুনাথ দাস ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা তমাল দে ১৬ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে বয়েজ ১৭.২ ওভারে ৪ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। জীবন বিশ্বাস ২৩ রান করেন। স্বপ্নীল দাস ৬ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরা তমাল দে। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর